পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

মন্মথ রায় এম, এ

রঙমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরম পূজনীয়—

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার,

এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি

শ্রীচরণকমলেষু

স্নেহধন্য—

মন্মথ রায়

B2683

লেখকের কথা

প্রযোজক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতু সেনের আগ্রহে এবং উৎসাহে আমি "অশোক" রচনায় ব্রতী হই। গত ১৯৩৩ সনের ১৮ই মে তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা গিয়া ২২শে জুন মধ্যে নাটকখানি রঙ্‌মহল নাট্যশালার উপযোগী রূপ দান করি। রঙ্‌মহলের কৃতী পরিচালক-ত্রয়ী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক, শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সতু সেন আমার 'অশোক'কে 'অশোকোচিত' সৌষ্ঠব এবং সম্পদ দান করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই; এবং শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র ও নাট্য-সারথি শ্রীযুক্ত সতু সেন রঙ্‌মহলের দুই যাদুকর-প্রযোজক আমার অশোককে আমার কল্পনাতীত মহিমায় মণ্ডিত করিতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করেন নাই। আমি স্বচক্ষে তাঁহাদের যত্ন, চেষ্টা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই।

অশোকের গান রচনা করিয়াছেন 'কলা-লোকের সব্যসাচী' আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। তাঁহার মধু-রচনাকে সুর-ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন সুর-যাদুকর বন্ধু শ্রীযুক্ত নিতাই মতিলাল। সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায়ের পরিচ্ছদ পরিকল্পনায়, সুপরিচিত চিত্রকর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্রের কারু-চিত্র-কল্পনায়, এবং নট-শেখর শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পালের নৃত্য-পরিকল্পনায় আমার "অশোক" রূপে এবং রসে অপরূপ শ্রী লাভ করিয়াছে। মুগ্ধচিত্তে আমার এই সহযোগী বান্ধবগণের কৃতিত্ব স্মরণ করিতেছি। অশোকের প্রযোজনা কার্য্যে নাট্য-নিপুণ বন্ধু শ্রীযুক্ত রবি রায় এবং অশোকের অভিনয় পরিচালনা কার্য্যে, বিশেষ অভিনয়ান্তর্গত সামরিক কলা-কৌশল ব্যবস্থায়, নট-তিলক

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে মুগ্ধ-চিত্তে তাহাও স্মরণ করি।

গত ২৯শে নভেম্বর রাত্রি সাড়ে সাতটায় শেষ মহলার (Dress Rehearsal) পর, গত ১লা ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে সাতটায় রঙ্‌মহল কর্তৃপক্ষ অশোকের প্রাথমিক অভিনয়ের (Professional Opening : Trade show) আয়োজন করেন এবং বিশিষ্ট নাট্য-রস-রসিক ও সমালোচকগণ সম্মুখে 'অশোক'কে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের মতামত নির্দ্ধারণ করেন। এ দেশের নাট্যজগতে এরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম, এবং তজ্জন্যও আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় আত্মীয় সুকবি শ্রীযুক্ত রাখালবন্ধু নিয়োগী এবং সুপ্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশঙ্কর নিয়োগী অশোকের প্রুফ্ সংশোধন করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যে আন্তরিকতায় তাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাহাতে তাঁহারা আমার নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবার আশা করেন না।

—এই নাটক লিখিত হইল, অভিনীত হইল, কেহ হয় ত ইহাকে প্রশংসা করিবেন, কেহ করিবেন না। কিন্তু, নিন্দা এবং প্রশংসা তুচ্ছ করিয়া আমার যে দুই বন্ধু এই নাটক রচনার দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দ আমার সহিত সমানভাবে বহন করিবেন তাঁহাদের নাম এই নাটকের পৃষ্ঠায় আমি পুনরায় না লিখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা শ্রীযুক্ত সতু সেন এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী।

৯ই জানুয়ারী ১৯৩৪।

বরদাভবন।

পোষ্ট, বালুরঘাট ;

(দিনাজপুর)

পরিচয়-লিপি

পুরুষ

অশোক	...	...	মগধ সম্রাট
বীতশোক	...	...	ঐ ভ্রাতা,—মহাবলাধ্যক্ষ
খল্লাতক	...	...	মহাসন্ধিবিগ্রাহিক
রাধাগুপ্ত	...	...	মহামাত্য
ব্রহ্মদত্ত	...	...	মহাসচীব
মহেন্দ্র	...	...	দেবীর পুত্র
কুনাল	...	...	সম্রাট পুত্র
দিমেকাস	...	...	সিরিয়ার রাজদূত
উপগুপ্ত	...	...	বৌদ্ধগুরু
ধর্ম্মকীর্ত্তি	...	..	বৌদ্ধ-ধর্ম্মাচার্য্য
চণ্ডগিরিক	...	...	ঘাতক-রাজ
মহাপ্রতীহার	...	...	...
সৈন্যাধ্যক্ষ	...	...	...
জনৈক বৃদ্ধ	...	...	...

স্ত্রী

দেবী	...	...	অশোকের প্রথমা পত্নী
তিষ্যরক্ষিতা	...	...	নটী-শ্রেষ্ঠা
কাঞ্চনমালা	...	...	কুনালের স্ত্রী
মিত্রা	...	...	দেবীর পালিতা-কন্যা
যবনী	...	...	...

রাজপুরুষগণ, সৈন্যগণ, মিসরদূত, দেহরক্ষীগণ, অনুচরগণ, ভিক্ষুগণ, জনৈক বৃদ্ধের পুত্র ও পৌত্রীগণ, সাংবাদিক, দণ্ডধরগণ, বন্দিনীগণ, চামরধারিণী, করঙ্কবাহিনী, ছত্রধারিণী, জনৈক বৃদ্ধা, পুত্রবধূ, পৌত্রীগণ, গ্রীক, মিসরী ও ভারতীয় নর্ত্তকীগণ।

রঙ্‌মহল লিমিটেড্‌

৭৬।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্মথ রায়ের

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"অশোক"

শেষ মহলা Dress Rehearsal	...	১৩ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৪০। রাত্রি ৭॥০টা
প্রাথমিক অভিনয় Professional opening : Trade show.	...	১৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ১৩৪০। রাত্রি ৭॥০টা
প্রথম অভিনয় রজনী	...	শনিবার, রাত্রি ৭টা ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩।
সংগঠনকারিগণ	...	শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক " যামিনী মিত্র " সতু সেন
প্রযোজক	...	শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র " সতু সেন

সঙ্গীত-রচনা	...	শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী
সঙ্গীত-রূপকার	...	শ্রীযুক্ত নিতাই মতিলাল
সহকারী সঙ্গীত-রূপকার	...	শ্রীযুক্ত অনিল বিশ্বাস
পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা	...	শ্রীযুক্ত চারু রায়
কারুচিত্র	...	শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র
নৃত্য-পরিকল্পনা	...	শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পাল
কর্ম্মসচীব	...	শ্রীযুক্ত মতি সেন
নাট্যাচার্য্য	...	শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র
ঐ সহকারী	...	শ্রীযুক্ত রবি রায়
	...	শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়
স্মারক	...	শ্রীযুক্ত মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় " মোহিতমোহন দাস
বংশী-বাদক	...	শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চ্যাটার্জ্জী
হারমনিয়ম-বাদক	...	শ্রীযুক্ত পান্নালাল রক্ষিত
তবলা-বাদক	...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ
বেহালা-বাদক	...	শ্রীযুক্ত সুধাংশু রঞ্জন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রতনলাল দাঁ
পিয়ানো-বাদক	...	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সুর

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রিগণ

১।	অশোক—	শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
২।	বীতশোক—	” ভূমেন রায়
৩।	খল্লাতক—	” নরেশচন্দ্র মিত্র
৪।	রাধাগুপ্ত—	” বিজয়কার্ত্তিক দাস
৫।	ব্রহ্মদত্ত—	” হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
৬।	মহেন্দ্র—	” ইন্দুভূষণ মুখার্জ্জী।
৭।	কুনাল—	” রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৮।	দিমেকাস—	” অমর বোস
৯।	উপগুপ্ত—	” যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
১০।	ধর্ম্মকীর্ত্তি—	” সনৎ মুখার্জ্জী
১১।	সভাসদগণ—	” সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ” সুধাংশু মিত্র ” শৈলেন রায় ” বিজয় মজুমদার ” কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
১৬।	মিসর দূত—	” গঙ্গেশ মজুমদার
১৭।	মহাপ্রতিহার	” স্বরাজ বর্ম্মা
১৮।	চণ্ডগিরিক—	” রাধাবল্লভ ব্যানার্জ্জী
১৯।	মিসর বালক—	” শ্রীমান্ রমেন
২০।	সাংবাদিক—	” পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী

২১।	ভিক্ষুগণ	„ শ্রীসহদেব গাঙ্গুলী
		„ বিজয়কুমার মজুমদার
		„ বিনয় বসু
		„ গঙ্গেশ মজুমদার
২৫।	জনৈক বৃদ্ধ	„ সুধাংশু মিত্র
২৬।	ঐ পুত্র	„ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
২৭।	প্রতীহার	„ সুহাস ঘোষ
২৮।	সৈনিকগণ	„ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য
		„ পবিত্র ভট্টাচার্য্য
		„ বিনয় বোস
		„ পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী
৩২।	মিসরী পরিচারক	„ মৃনাল দাসগুপ্ত
		„ পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী

১।	তিষ্যরক্ষিতা—	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
২।	কাঞ্চন—	„ রেণুবালা (সুখ)
৩।	দেবী—	„ সুহাসিনী
৪।	মিত্রা—	„ জ্যোতির্ম্ময়ী (জ্যোতিঃ)
৫।	যবনী—	„ বীণাপাণি
৬।	চামর ধারিণী—	„ রেণুবালা ও গিরিবালা

৭। সখীগণ—আসমানতারা, বীণাপাণি (কালো), জ্যোতির্ম্ময়ী, মহামায়া (কিনি), প্রতিভা, ফিরোজবালা, পূর্ণিমা, বীণাপাণি, রাধারাণী, নির্ম্মলা, রেণুকা।

বোধন-গীতি

কত যুগ ধরি পাষাণ-ফলকে রয়েছে কালের লেখা।
সে পাষাণ আজ পাবে কি রে প্রাণ সে লেখা কি হবে শেখা!
কত পদধূলি সে অতীত হ'তে
রহিয়াছে মিশে পথে ও বিপথে,
পায়ের চিহ্ন খুঁজিয়া কে আজ তীর্থে চ'লেছে একা!
সে যুগের গানে দেবে কি রে প্রাণ একালের কুহু-কেকা।

অশোক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মৌর্য্য-রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদান্তর্গত প্রমোদশালা। সিংহাসন। বেদীর নিম্নে অসংখ্য হস্তী-দন্ত-খচিত সুখাসন। প্রতি দ্বারে এবং প্রতি স্তম্ভের সম্মুখে চিত্রার্পিত প্রতিহার। রাজপুরুষগণ। তাম্বুলবাহিনীগণ তাম্বুল এবং চন্দন বিতরণে ব্যস্ত, কেহবা চামর ব্যজন করিতেছে। ছত্রধারিণীগণ ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান।

[দূরে বন্দিনীগণের বন্দনা-গীতি]

শত ঘৃত দীপ ম্লান হলো আজি
রাজা অশোকের মহিমায়।
নবারুণ ওই উদিছে গগনে
স্বদেশ দীপ্ত গরিমায়।
কুমারিকা হ'তে গ্রীস্ ও সিরিয়া,
তব যশোগাথা গাহিছে ফিরিয়া।

ভারত-রাজের অভিষেক বারি—
বিদেশ এনেছে বহি তায় !
ওগো পুরাঙ্গনা দেনা হুলুধ্বনি,
বাতায়ন পথে জ্বালো দীপ,
বরণের ডালা সাজাও যতনে,
কবরীতে আজি বাঁধ নীপ
আজি মোরা সবে বরি তায় ॥

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট কি অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছেন ?

বীতশোক ॥ অসুস্থ নয়, তবে প্রকৃতিস্থ আছেন ব'লে মনে হ'চ্ছে না !

ব্রহ্মদত্ত ॥ অপ্রকৃতিস্থতার কারণ কিছু অবগত আছেন কি ?

বীতশোক ॥ কারণ এখনও অপ্রকাশ ।

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাটকে কি বিষণ্ণ ব'লে মনে হ'চ্ছে ?

খল্লাতক ॥ পিতার মৃত্যুর পর আজ চার বৎসর ধরে বাহু এবং বুদ্ধিবলে অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রু সবংশে ধ্বংস ক'রে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার পর নিরুদ্বেগে আজ হ'লো তাঁর অভিষেক ! আজ তাঁর জয়, পরিপূর্ণ জয় । আজ তো তাঁর বিষণ্ণ থাকবার দিন নয় !

ব্রহ্মদত্ত ॥ অনুতাপ কিম্বা অনুশোচনা ?

রাধাগুপ্ত ॥ অনুতাপ ! অনুশোচনা ! সম্রাটের মনে ! শুনেছ খল্লাতক ? মহাসচীব ব্রহ্মদত্ত কি ব'লছেন শুনেছ ?

ব্রহ্মদত্ত ॥ বলছিলাম সম্রাট উৎসবে যোগ দিতে এত বিলম্ব ক'চ্ছেন কেন !

খল্লাতক ॥ সম্রাট অন্তঃপুরে, সেখানে কি যেন একটা ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হ'চ্ছে!

বীতশোক ॥ ভীষণ ব্যাপার অন্তঃপুরে! কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা, আমি দেখে আসছি—আপনারা ব্যস্ত হবেন না।

[বীতশোকের প্রস্থান]

খল্লাতক ॥ সম্রাটকে আজ ক্ষিপ্ত ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না!

রাধাগুপ্ত ॥ যা শুনছি তাতে আমারও তাই মনে হ'চ্ছে! আচ্ছা, কারণ কিছু অনুমান ক'রতে পাচ্ছ?

খল্লাতক ॥ সহস্র গুপ্তচর প্রেরণ করেও উজ্জয়িনীর সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ এই অভিষেক রাত্রে তার সন্ধান না দিতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রতেও ভয় হ'চ্ছে!

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্রাটের সঙ্গে সেই নারীর কি সম্বন্ধ?

[অন্তঃপুর হইতে কোলাহল উঠিল]

খল্লাতক ॥ রাজান্তঃপুরে না জানি কি অনর্থ ঘটছে!

রাধাগুপ্ত ॥ কি ব্যাপার ব'ল তো?

খল্লাতক ॥ কিছুই তো বুঝতে পারছি না। মহাবলাধিকৃত ফিরে এলেই সংশয় দূর হবে। হাঁ ভাল কথা, রাজ্যের সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর সংবাদ শুনেছ তো?

রাধাগুপ্ত ॥ কে তিষ্যরক্ষিতা?

খল্লাতক ॥ হাঁ, অভিষেক উৎসবে নিমন্ত্রিতা হ'য়েছিলেন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসিত জনরব সত্ত্বেও ?

খল্লাতক ॥ সেই জনরবই তো তাকে অধিকতর লোভনীয় ক'রে তুলেছে !

রাধাগুপ্ত ॥ আমি শুনেছি অতি হীনকুলে তার জন্ম !

খল্লাতক ॥ পঙ্কে জাত হ'লেও পদ্মকে কে না চায় ?

রাধাগুপ্ত ॥ তা বটে !

খল্লাতক ॥ কিন্তু সম্রাট সেই পদ্মকে লাভ করতে পারেন নি। তিষ্যরক্ষিতা সম্রাটের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রেছেন।

রাধাগুপ্ত ॥ বল কি খল্লাতক ? সে এখনও জীবিত আছে ?

খল্লাতক ॥ নিঃসন্দেহ ! সে তার সৌন্দর্য্যের শক্তিতে আস্থা রাখে, সে জানে সে নিরাপদ।

[ছুটিয়া বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ সর্ব্বনাশ ! শতাধিক নারী জীবন্ত দগ্ধ হবে—

খল্লাতক ॥ সে কি ! কোথায় ?

রাধাগুপ্ত ॥ কেন ?

বীতশোক ॥ রাজপুরীতে অশোক-কুঞ্জে শতাধিক কুলাঙ্গনা অভিষেক উপলক্ষে উৎসব-মত্ত ছিল। সম্রাট বাতায়ন পথে হঠাৎ দেখতে পান অশোক-তরুমূলে তারা পদাঘাত ক'চ্ছে। দেখবামাত্র সম্রাট আদেশ দিয়েছেন, আমার কুৎসিত আকৃতিকে লাঞ্ছিত করবার জন্তই ওরা ওই অশোক-তরুতে পদাঘাত ক'চ্ছে, ওদের হত্যা কর, অগ্নিদগ্ধ ক'রে হত্যা কর।

রাধাগুপ্ত ॥ ভুল—ভুল, সম্রাট ভুল ক'রেছেন! বীতশোক, তুমি এখনি গিয়ে সম্রাটকে বল সুন্দরীর চরণাঘাত না পেলে অশোক-তরু পুষ্পিত হয় না। এ বহুকালের প্রবাদ এবং প্রথা। হতভাগিনীরা সম্রাটকে কোন অবমাননা করেনি!

[বীতশোকের দ্রুত প্রস্থান। নেপথ্যে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদে প্রাসাদের সকলের চোখে-মুখে আতঙ্ক দেখা দিল। ক্রমে সেই আর্ত্তনাদ-ধারা থামিয়া গেল]

[মহাপ্রতিহারের প্রবেশ ও ঘোষণা]

মহাপ্রতিহার ॥ চতুরদধি-সলিল-রাশি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী-বসুন্ধরাধিশ্বর-পরমেশ্বর-পরমশৈব-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ সম্রাট!

[বিজয় বাদ্য বাজিল। দেহরক্ষী-বেষ্টিত সম্রাট অশোক বীতশোকের সহিত প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল]

অশোক ॥ সেই বন্দিনী—। [খল্লাতকের কাছে গিয়া জনান্তিকে] উজ্জয়িনীর সেই শ্রেষ্ঠী-রমণীর সংবাদ?

খল্লাতক ॥ এখনও আমরা হতাশ হইনি বৎস, চেষ্টার ক্রটী নাই।

অশোক ॥ আমার অভিষেক ব্যর্থ ক'রবেন না!

[সিংহাসনে উপবেশন। খল্লাতকের ইঙ্গিতে জনৈক প্রতিহারের প্রস্থান]

[রক্ষিপরিবেষ্টিতা তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ]

মহাপ্রতীহার ॥ বন্দিনী তিষ্যরক্ষিতা—

অশোক ॥ [তিষ্যরক্ষিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া] তুমি আমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। শুধু এ রাজ্যের নয়—এ বিশ্বে তোমার তুলনা নাই।

[তিষ্যরক্ষিতার অভিবাদন]

তোমাকে আমি আমার এই অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলাম, তুমি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করনি কেন ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কারণ আছে বৈ কি সম্রাট! অতি হীনকুলে আমার জন্ম। আমার জন্মের জন্য সংসার আমাকে লাঞ্ছিত ক'রেছে। কিন্তু আমার রূপের জন্য সেই সংসারই আবার আমাকে ক'রেছে পূজা—গোপনে! আমি জানি—আমার রূপের মূল্য আছে। যে আমাকে আমার রূপের মূল্য দেয় না আমি তাকে দেখা দেই না।

অশোক ॥ চমৎকার! তোমাকে আমার চাই! কেন চাই জান ? তুমি যেমন দেশ-বিখ্যাত রূপসী—আমিও তেমনি দেশ-বিখ্যাত কুৎসিত। রাজশক্তি বলে আমি তোমায় লুণ্ঠন ক'রতে চাই না। দম্ভভরে আমি ব'লতে চাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে আমি ক্রয় করেছি। আমি তোমাকে তোমার রূপের মূল্য দিয়েই ক্রয় করব। তোমাকে প্রথম দেখি আমি স্বপ্নে! তার জন্যও কি তোমাকে মূল্য দিতে হবে সুন্দরী ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার রূপের যদি মর্য্যাদা রাখতে চান কেন দেবেন না ?

অশোক ॥ চমৎকার ! (কেন দেব না ? অবশ্য দেব !) কি মূল্য তুমি চাও সুন্দরী ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাট, আপনি সংসারের প্রভু ! সমাজের পতি ! আজ যখন সুযোগ পেয়েছি তখন—

অশোক ॥ বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার রূপের সর্ব্বোচ্চ মূল্যই আজ আমি চাই ! সম্রাট, আমার রূপের মূল্য—

অশোক ॥ বল—বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাটের ওই রাজমুকুট—

[সকলে চমকিত হইল, অশোক যবনীকে চতুষ্কির উপর
তাঁর মুকুট সংস্থাপন করিতে ইঙ্গিত করিলেন]

সম্রাট মহানুভব !

[মুকুট লইতে গেল]

অশোক ॥ দাঁড়াও—[তিষ্যরক্ষিতা দাঁড়াইল] স্বপ্নে আমি তোমার ছায়াই দেখেছিলাম ! তোমার কায়ার মূল্য যদি রাজমুকুটই হয়, তবে সেই স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ার মূল্য এ রাজমুকুট নয়, এই রাজমুকুটের ঐ ছায়া !—

[রাজমুকুটের ছায়া দেখাইয়া]

নাও, নাও ওই মুকুট-

অশোক]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ ওই ছায়া !

অশোক ॥ হাঁ ওই ছায়া—

[হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু তখনই কঠোরস্বরে]

নাও !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কি ক'রে নেব, কি ক'রে নেব সম্রাট !

অশোক ॥ নটী—নটী চায় রাজমুকুট, নটী চায় সিংহাসন ! স্পর্দ্ধা বটে ! চণ্ড-গিরিক, শতাধিক নারীর আর্ত্তনাদ শুনছিলাম, এখন শুনছিনা কেন ?

চণ্ডগিরিক ॥ তারা জীবন্ত দগ্ধ হ'য়ে নীরব সম্রাট !

অশোক ॥ [তিষ্যরক্ষিতাকে] রূপের মূল্য নিলে না সুন্দরী ?

[বজ্রনির্ঘোষে] নাও !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন সম্রাট ! আমায় বন্দিনী করুন, আমায় বধ করুন ! [নতজানু হইল]

অশোক ॥ কেন ! আজ তো তোমায় সত্য সত্যই পেলাম ! এতো স্বপ্ন নয়—এযে সম্পূর্ণ সত্য ! ছায়ার মূল্য না হয় ছায়াতেই রইলো ! কিন্তু আজ যদি তোমাকে আমার মূল্য দিতে হয় তাহ'লে—

[মাল্য-দান]

এই মূল্যই যে দিতে হয় !

[বাস্ত বাজিল, মিসরী নর্ত্তকীদের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ। তিষ্যরক্ষিতাকে লইয়া অশোকের প্রস্থান। নৃত্য শেষে অশোকের পুনঃ প্রবেশ]

অশোক ॥ চমৎকার, তোমরা কোন দেশের ফুল ? [উত্তর না পাইয়া] বীতশোক, ওরা বুঝি সত্য সত্যই ফুল, তাই ওরা কথা কয় না ?

বীতশোক ॥ না সম্রাট কথা ওরা বলে, কিন্তু সে কথা আমরা বুঝিনা। বরং বলুন ওরা পাখী।—

অশোক ॥ পাখী! পাখী আমি বড় ভালবাসি! শুক, সারিকা, টিয়া, পাপিয়া, চক্রবাক, ময়ূর—[জনান্তিকে থল্লাতককে] সন্ধান পেয়েছেন?

থল্লাতক ॥ না সম্রাট!

অশোক ॥ হাঁ—[নর্ত্তকীদের দেখিয়া] এরা কোন দেশের পাখী?

থল্লাতক ॥ এরা মিসর-রাজ টলেমির অর্ঘ্য। সিরিয়া, মিসর, সাইরিন, ইপিরাস, মাসিদন অভিষেকে উপস্থিত হ'তে না পেরে দুঃখ জ্ঞাপন ক'রে এবং সম্রাটের দীর্ঘায়ু ও জয়-কামনা ক'রে যে সব রাজদূত প্রেরণ ক'রেছেন, অভিষেক কালে সম্রাট তাদের দর্শন দান ক'রেছেন। এখন এই অভিষেক উৎসবে নিবেদিত হ'চ্ছে তাদের অর্ঘ্য!

অশোক ॥ অর্ঘ্য শুধু এই একদল নর্ত্তকী!

বীতশোক ॥ না সম্রাট!

[মদ্যপাত্র সংযোগে টুং টুং বাদ্য। ইঙ্গিত পাইয়া নর্ত্তকীগণ নেপথ্য গৃহে মদ্য আনিতে গেল]

অশোক ॥ বীতশোক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে হেলায় লাভ ক'রলাম, লাভই ক'রলাম, না পাব তার ভালবাসা, না পারব তাকে ভালবাসতে! [থল্লাতকের উদ্দেশে] দেব! তার কি কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না?

থল্লাতক ॥ আপনি উতলা হবেন না!

অশোক ॥ আমার এই পরম দিনটী কি এমনি ক'রেই নিষ্ফল হবে!

অশোক]

থল্লাতক ॥ মানুষের শক্তিতে যতদূর সম্ভব তার কিছু মাত্র ত্রুটী করা হ'চ্ছেনা সম্রাট !

বীতশোক ॥ মহিয়সী তিষ্যরক্ষিতাই কি আমাদের পট্টমহাদেবী ?

অশোক ॥ পট্টমহাদেবী ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিয়া নৃত্য-সহকারে সকলকে মদ্য বিতরণ করিল।
অশোক মদ্য পান করিতে করিতে বলিলেন]

অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব !

বীতশোক ॥ অভূতপূর্ব্ব !

অশোক ॥ বীতশোক, এই সুরা মিসরের ?

থল্লাতক ॥ হাঁ সম্রাট, এ সুরা মিসরের—ভারতের নয়।

বীতশোক ॥ মিসর বড় লক্ষ্মী দেশ !

অশোক ॥ মিসরের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে সে দেশে এই সুরা প্রস্তুত হয়।

বীতশোক ॥ দুর্ভাগ্য ! সেকি সম্রাট ?

অশোক ॥ হাঁ বীতশোক—! এ সুরা পান ক'রে শুধু এই কথাটাই কি মনে জাগছেনা যে এ মিসর আমার নয় ?

বীতশোক ॥ তাই তো—তাই তো সম্রাট— !

অশোক ॥ অতএব এই মিসর আমার চাই ! অতি একান্তভাবেই চাই—যতদিন না পাই ততদিন—

বীতশোক ॥ ততদিন—

থল্লাতক ॥ এ সুরা নিষিদ্ধ হোক সম্রাট !

অশোক ॥ এ সুরা নিষিদ্ধ।

বীতশোক ॥ অবশ্য। এবং আজ এই অভিষেক রাত্রেই মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হ'য়ে থাক্ সম্রাট!

রাধাগুপ্ত ॥ নিতান্ত এক তুচ্ছ কারণে একটা দেশের স্বাধীনতা হরণ ক'রলে সম্রাটের অপযশ হবে।

অশোক ॥ যুদ্ধ ঘোষণার একটা গুরুতর কারণ উদ্ভাবন করুন মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক!

বীতশোক ॥ এবং অতি শীঘ্র। কেননা মিসর আমাদের সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কণ্ঠ যে নিরস হ'য়ে থাকবে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

রাধাগুপ্ত ॥ সামান্য সুরার লোভে একটা মহাসমরের অনুষ্ঠান ক'রে পররাজ্য গ্রাস—

খল্লাতক ॥ হাঁ, বৌদ্ধধর্ম্মে সুরাপান দোষাবহ বটে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও! সম্রাটকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত কর্ত্তে পারলে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে মহামাত্যের বিবর্দ্ধমান সম্মান আরও বর্দ্ধিত হবে সন্দেহ নাই!

অশোক ॥ আপনি নিশ্চয়ই এ কথা ব'লছেন না যে আমার মহামাত্য বৌদ্ধ!

খল্লাতক ॥ আমি নিজে কিছুই ব'ল্‌তে চাই না। যা ব'লবার উনিই ব'ল্‌বেন সম্রাট!

অশোক ॥ মহামাত্য!

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ শুধু মহামাত্য নয়, আপনারা সবাই বলুন দেখি—আজ

পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ ক'রেছে তার মধ্যে মূর্খতায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছে কে ?

বীতশোক ॥ এ ব্যাপারে আমি অহিংস। কেউ যদি ও সম্মান দাবী করেন, করুন! আমার এতটুকু হিংসা হবে না।

অশোক ॥ অভিষেক রাত্রে কি জানি কেন আমাকে শুধু এই প্রশ্নটাই তাড়না ক'চ্ছে—পৃথিবীর মূর্খতম মানব কে ? বলুন আপনারা, বলুন !

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্রাট নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য কর্চ্ছেন না ?

অশোক ॥ [হাস্য]

বীতশোক ॥ আমাকেও না !

খল্লাতক ॥ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন কেউ জন্মগ্রহণ করেনি যে স্বেচ্ছায় মূর্খতার রাজমুকুট মস্তকে ধারণ ক'রতে চাইবে।

বীতশোক ॥ আপনি সত্য ব'লেছেন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! পৃথিবীতে এই একটি মাত্র সম্মানই আছে যা অপরকে নির্ব্বিবাদে নিরভিমান হয়ে দান করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সকলেই প্রত্যেককে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে দেখাতে পারে ওই মহাসম্মানের যোগ্য কে !

অশোক ॥ কে সে ব্যক্তি অনুমান করুন !

[সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল]

—থাক্ থাক্, গৃহবিচ্ছেদে আবশ্যক নাই। আমাকেই বলতে দিন। আমি এমন একজনকে জানি যে সগৌরবে একদিন ঘোষণা করেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মূর্খ সে !

ব্রহ্মদত্ত ॥ কে সে সম্রাট ?

অশোক ॥ সে ছিল এক রাজপুত্র। স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী প্রিয়া, নয়নানন্দ পুত্র, অগণিত দাসদাসী, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ···সব তার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হল, বিষবৎ বোধ হল! একরাত্রে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষুকের বেশে প্রাসাদ থেকে পলায়ন করে পথে এসে দাঁড়াল, আর সংসারে ফিরল না!

রাধাগুপ্ত ॥ শ্রীবুদ্ধ! শ্রীবুদ্ধ!

খল্লাতক ॥ মূর্খ! মূর্খ!

বীতশোক ॥ মহা মূর্খ! জগতের শ্রেষ্ঠ মূর্খ!

অশোক ॥ যারা বিশ্বের সেই মহামূর্খকে পূজা করে তারা ততোধিক মূর্খ। তাদের মধ্যে আবার সেই শ্রেষ্ঠ, যে প্রকাশ্যে করে আমার পূজা, গোপনে করে তার;—যে পূজায় কোন প্রভুই সন্তুষ্ট হয় না, হ'তে পারে না!

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাটের এই বক্রোক্তি কি আমারই উদ্দেশ্যে?

খল্লাতক ॥ আশ্চর্য্য! আর কারও মনে কিন্তু এরূপ প্রশ্ন স্থান পেলনা!

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট—

অশোক ॥ বলুন!

রাধাগুপ্ত ॥ আমি বৌদ্ধ নই। সে ধর্ম্ম আমি এখনও গ্রহণ করিনি। তবে হাঁ, আমি বৌদ্ধ-দর্শন পাঠ করি বটে!

অশোক ॥ পাঠ করেন! পাঠ করে কি শিখলেন?

রাধাগুপ্ত ॥ বুদ্ধের প্রজ্ঞা-নেত্রের সম্মুখে জন্ম মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে তিনি বুঝলেন জন্মের দুঃখ জরা-ব্যাধি, মৃত্যুতে দুঃখ, অপ্রিয়ের

সহিত মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ। তৃষ্ণাই দুঃখের জননী, তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিরোধ। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আটটি, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প—

বীতশোক ॥ সম্রাট রক্ষা করুন!

থল্লাতক ॥ আমরা মিসর-অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম।

অশোক ॥ মিসর সম্বন্ধে আলোচনা কাল করব। মহামাত্য—

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ সে আমার কাছে আসে কেন! কেন আসে?

রাধাগুপ্ত ॥ কে?

অশোক ॥ সেই মূর্খ!

রাধাগুপ্ত ॥ শ্রীবুদ্ধ?

অশোক ॥ স্বপ্নে সে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ায়! সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি আমি ঘৃণা করি—যে মূর্ত্তি দেখতে চাইনা, আমি দেখবনা—তবু সেই ভিক্ষু-মূর্ত্তি! রাজাধিরাজের ঐশ্বর্য্য হেলায় বিসর্জ্জন দিয়ে মুণ্ডিত-মস্তকে গৈরিক চীবর পরিধান ক'রে সে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়! স্পর্দ্ধা তার, সে প্রসন্ন আননে আমায় সম্বোধন ক'রে বলে, "ভিক্ষা দাও, আমায় ভিক্ষা দাও।" কি ভিক্ষা সে চায়! কেন সে আসে! মহামাত্য, আমার সাম্রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ভিক্ষা নিষেধ। মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, বৌদ্ধধর্ম্ম আমার সাম্রাজ্য হতে দূর করুন! ভিক্ষু-মূর্ত্তি আমি দেখতে চাইনা, আমি দেখব না। আমি চাই রাজ্য—ঐশ্বর্য্য—সাম্রাজ্য, আমি চাই সুরা। বীতশোক!

বীতশোক ॥ সম্রাট মহানুভব! [মদিরা-বাহিনীকে ইঙ্গিত]

খল্লাতক ॥ সম্রাটের অভিষেক উৎসবে সেলুকস-নন্দন আঁতিয়োক সম্রাটকে অভিনন্দিত করবার জন্য গ্রীসের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীদের প্রেরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দূতের মুখে অবগত হলাম তিনি করদ নৃপতি রূপে আপনার আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত।

অশোক ॥ বটে!—[গ্রীক নর্ত্তকীগণ নৃত্যে সম্রাটকে বন্দনা করিল]

বীতশোক ॥ সম্রাটের অভিষেক-উৎসব সত্য সত্যই আজ সার্থক।

অশোক ॥ না না, এত বড় ব্যর্থতা জীবনে আমি আর কোনদিন অনুভব করিনি।

বীতশোক ॥ আপনি কি ব'লছেন সম্রাট? আপনার এই অভিষেক উপলক্ষে কে না বশ্যতা স্বীকার ক'রেছে? সুদূর সেই গ্রীস, আর এদিকে আসমুদ্র হিমাচল—

রাধাগুপ্ত ॥ কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, হিন্দুকুস, কাশ্মীর, নেপাল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—

[মানচিত্র হস্তে খল্লাতক কহিলেন]

খল্লাতক ॥ কলিঙ্গের কথাই শুধু বলা হয়নি সম্রাট! কলিঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা ছিল। কলিঙ্গ অভিষেকে দূত প্রেরণ ক'রলেও, কোন উপহার প্রেরণ করেন নি! সম্রাটের কল্যাণ কামনা ক'রলেও বশ্যতা স্বীকার করেন না!

অশোক ॥ কলিঙ্গ—?

খল্লাতক ॥ হাঁ সম্রাট কলিঙ্গ! কলিঙ্গ বাদ প'ড়লে আপনার সাম্রাজ্যের চেহারা এই দাঁড়ায়—[মানচিত্র দেখাইলেন] ভারতবর্ষ তো এইটুকু দেশ! তার মধ্যে কলিঙ্গ যদি আবার বাদ পড়ে—

ব্রহ্মদত্ত ॥ তাহলে আমাদের হাত পা মেলবার স্থানই যে হয় না! ভাল ক'রে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতেও যে কষ্ট হয়!

অশোক ॥ কলিঙ্গ! কলিঙ্গ আমার নয়?

খল্লাতক ॥ না সম্রাট! এবং তার স্পর্দ্ধা দেখুন, অভিষেক-উৎসবে কলিঙ্গ-রাজ যে বাণী প্রেরণ করেছেন শুনুন;

যঃ সহস্রং সহস্রেন সংগ্রামে মনুসঞ্জয়েৎ—

রাধাগুপ্ত ॥ জানি—জানি! যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সংগ্রামে জয় করে তাহাপেক্ষা যে একমাত্র নিজেকে জয় করে, সেই উত্তম সংগ্রামজিৎ।

অশোক ॥ হুঁ—ওরা বৌদ্ধ, না মহামাত্য?

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাটের অনুমান সত্য। বুদ্ধের দন্তকণা ব'ক্ষে ধারণ করে কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর নামে আখ্যাত হ'য়ে আজ বৌদ্ধের এক মহাতীর্থ।

অশোক ॥ বৌদ্ধের মহাতীর্থ! হুঁ কোথায় সেই দূত?

খল্লাতক ॥ দূত নয় সম্রাট! দূত তার সত্যকার পরিচয় নয়! সে এক কিশোর। তার চোখ, তার মুখ অতুলনীয় নয়, তুলনা তার আছে, কিন্তু এ সংসারে মাত্র একটি লোকের সঙ্গেই তার তুলনা হয়—!

অশোক ॥ আপনি কি বলছেন দেব?

খল্লাতক ॥ হাঁ সত্য বলছি—তুমি দেখ—

[প্রতিহারকে ইঙ্গিত, প্রতিহারের প্রস্থান]

বীতশোক ॥ অভিষেক-উৎসব যখন সর্ব্বদিক দিয়েই সার্থক হ'য়ে উঠেছিল—

অশোক ॥ উৎসব! এ জীবনে কোথায় উৎসব? কোথায় স্নেহ, কোথায় প্রেম? মায়া কই? মমতা যা ছিল আমি তা হারিয়েছি! আর যা আছে তা হয় ক্রয় করেছি না হয় পশু-শক্তিতে অর্জ্জন ক'রেছি। সংসারে মাত্র দুটী প্রাণী আমায় ভালবেসেছিল, আমি তাদের হারিয়েছি—আমার সমস্ত শক্তিকে ব্যর্থ করে তারা চলে গেছে, একজন চিরতরে—আমার সেই অভাগিনী মাতা!—আর একজন—[মহেন্দ্রকে দেখিয়া] কে, কেও?

[প্রতিহারসহ মহেন্দ্রের প্রবেশ]

থল্লাতক ॥ [মহেন্দ্রকে] সম্মুখে সম্রাট—

[মহেন্দ্র সম্রাটকে অভিবাদন করিল]

থল্লাতক ॥ [সম্রাটকে] কলিঙ্গ দূত—

অশোক ॥ সেই মুখ—সেই মুখ!

থল্লাতক ॥ এ সংসারে মাত্র একটি লোকের সঙ্গেই এ মুখের তুলনা হয়!

অশোক ॥ সে কে? কে সে?

থল্লাতক ॥ [কাণে কাণে] তুমি অশোক!

[অশোক সকলকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলে সকলের প্রস্থান।
রহিলেন শুধু অশোক, থল্লাতক ও মহেন্দ্র]

অশোক ॥ তুমি কে?

মহেন্দ্র ॥ কলিঙ্গ দূত।

অশোক ॥ তোমাকে তো কলিঙ্গবাসী ব'লে মনে হ'চ্ছে না!

মহেন্দ্র ॥ সম্রাট, আমার জন্মভূমি উজ্জয়িনী। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আজ

আমি আপনার অভিষেক-সভায় কলিঙ্গদূতরূপে উপস্থিত! সম্রাটের নিকট আমার এক অভিযোগ আছে।

অশোক ॥ কি অভিযোগ?

মহেন্দ্র ॥ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মৌর্য্যবংশের শতাধিক রাজপুত্র মৃগয়া উপলক্ষে উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বিদিশারণ্যে গমন করেন। সেই শতাধিক রাজপুত্রের অন্যতম এক রাজপুত্র মৃগয়ায় আহত হ'য়ে, বিদিশা নগরীর এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণকালে--সেই শ্রেষ্ঠীর কুমারী কন্যার রূপ-গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে গোপনে বিবাহ করেন। নিম্নকুলে বিবাহ করবার অপরাধ মৌর্য্যরাজ ক্ষমা করবেন না জেনে, তিনি তাঁর সদ্য-বিবাহিতা পত্নীকে এই বিবাহের কাহিনী গোপন রাখতে আদেশ দিয়ে সেই কাপুরুষ উজ্জয়িনী থেকে পলায়ন করে। সম্রাট, সেই বৎসরই সেই নারী এক পুত্র সন্তানের জননী হন।

অশোক ॥ তুমি?

মহেন্দ্র ॥ হাঁ সম্রাট, আমি! আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার মাতার উপর অমানুষিক সামাজিক নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। স্বামীর বিপদ হ'তে পারে আশঙ্কায় আমার মাতা কিছুতেই আমার পিতার পরিচয় দিতে স্বীকৃত হননি—আজও না—আমার কাছেও না!

অশোক ॥ তিনি এখন কোথায়?

মহেন্দ্র ॥ আমার পিতা এই মৌর্য্যবংশেরই কোন রাজপুত্র। সম্রাট, তাঁকে আদেশ করুন তিনি আত্মপরিচয় গোপন না করে আমাকে সমাজে এবং সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন—!

অশোক ॥ বৎস! আমি জানি তোমার পিতৃ-পরিচয়। তিনি তোমার

মাতাকে সংসারে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এতকাল তাঁর অনুসন্ধান ক'রেছেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হ'য়েছেন। যদি তুমি তোমার পিতৃ-পরিচয় চাও তোমার মাতাকে এখানে আনয়ন কর।

মহেন্দ্র ॥ তা অসম্ভব সম্রাট!

অশোক ॥ অসম্ভব? কেন?

মহেন্দ্র ॥ তিনি সংসারে আর ফিরে আসবেন না—মা আমার ভিক্ষুণী।

অশোক ॥ ভিক্ষুণী! বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন? মৌর্য্যবংশে আজ পর্য্যন্ত কেউ ওই মিথ্যা ধর্ম্ম গ্রহণ করে নি। মৌর্য্য কুলবধূকে অবিলম্বে সেই মিথ্যা ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে হবে।

মহেন্দ্র ॥ আমার মাতার সম্বন্ধে সম্রাটের এই আদেশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

অশোক ॥ ব্যর্থ!

মহেন্দ্র ॥ হাঁ ব্যর্থ।

অশোক ॥ তুমি বল তিনি কোথায়? বল—

মহেন্দ্র ॥ তিনি কলিঙ্গে—

অশোক ॥ কলিঙ্গে! মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! এই যুবক বন্দী।

মহেন্দ্র ॥ সম্রাট—

অশোক ॥ হাঁ বন্দী। এই মুহূর্ত্তে কলিঙ্গে দূত প্রেরণ করুন। এর মাতা আগামী শুক্লা-পঞ্চমীর মধ্যে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন না করলে আগামী শুক্লা-ষষ্ঠীতে তাঁর এই পুত্রকে হ'ত্যা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাট্যশালা নিকটস্থ অলিন্দ

[কুনাল বেদীর উপর বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন ও কাঞ্চনমালা গাহিতেছেন]

গান

খেলাঘরের নবীন সাথী,
তোমার তরে ছিলাম ব'সে
পরাণ মাঝে আসন পাতি।
তোমায় আমি চিনেছিলাম
মোর জীবনের সকাল-বেলায়,
ছিলে আমার সন্ধ্যা-তারার
সঙ্গে দোলা স্বপন-ভেলায়।
এবার থেকে চির জীবন
তোমায় নিয়ে জাগব রাতি॥

কুনাল॥ তুমি এত ভাল গাইতে শিখলে কবে?

কাঞ্চন॥ তিষ্যাদেবী শিখিয়েছেন। তুমি আমায় বীণা বাজাতে শেখাবে ব'লেছিলে, কই শেখালে না তো? আর আমি তোমায় সাধব না।

কুনাল ॥ তবে আমিই বা শেখাব কেন ?

কাঞ্চন ॥ নাইবা শেখালে ! শেখাবার লোক বুঝি তুমি একা ?

কুনাল ॥ তিষ্যাদেবী বীণা বাজাতেও জানেন নাকি ?

কাঞ্চন ॥ তোমাকে এখন একশ বছর শেখাতে পারেন।

কুনাল ॥ আমাকেই যদি একশ বছর শিখতে হয়, তবে তোমার আরও বিপদ কাঞ্চন ! হাজার বছরের কমে তোমার শিক্ষা শেষ হবে ব'লে ত মনে হ'চ্ছে না !

কাঞ্চন ॥ তোমার বীণা আমি ভেঙে দেব—ভেঙে দেব ব'লছি—

কুনাল ॥ আঃ শোন—শোন—

কাঞ্চন ॥ তবে আমায় শেখাও এখনি—

কুনাল ॥ আচ্ছা, এস। [কাঞ্চনের উপবেশন] ধর, এমনি করে ধর—তারপর—দেখ—এমনি করে—এমনি করে—

কাঞ্চন ॥ আমি পারব। সর, এই দেখ—

[প্রথমে ধৈর্য্য-সহকারে, পরে অধৈর্য্য হইয়া]

দূর ছাই ! এও কি আবার 'বাজনা ! বাজনা হবে এমনি।
[আপন মনে যথেচ্ছ বাজাইতে লাগিলেন]

কুনাল ॥ আঃ কাঞ্চন, শোন শোন—

[কাঞ্চন যথেচ্ছ বাজাইতেছেন। কুনাল তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। কাঞ্চন হঠাৎ বীণার তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পালাইলেন। কুনাল বীণা তুলিয়া লইয়া তাহা বাজান চলেনা দেখিয়া কাঞ্চনের উদ্দেশে ক্রোধভরে চাহিয়া বীণা-সংস্কারে মন দিলেন]

[রাধাগুপ্তের প্রবেশ]

রাধাগুপ্ত ॥ কুমার!

কুনাল ॥ [সম্ভ্রম সহকারে দাঁড়াইয়া] মহামাত্য!

রাধাগুপ্ত ॥ কুমার এখানে একাকী?

কুনাল ॥ হাঁ। যিনি ছিলেন তিনি এইমাত্র পালিয়ে গেলেন।

রাধাগুপ্ত ॥ [আশঙ্কায়] খল্লাতক!

কুনাল ॥ না মহামাত্য। অতবড় কোন বিপদ নয়।—তবে নিতান্ত কমও নয়!

রাধাগুপ্ত ॥ মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতা?

কুনাল ॥ না, তিনিও নন! তিনি গ্রীকদূত সকাশে গ্রীক-ভাষা শিক্ষা ক'রতে ব্যস্ত।

রাধাগুপ্ত ॥ তবে, ও বুঝেছি। তাহলে আমি নির্ভয়ে—

কুনাল ॥ [আগ্রহে] এনেছেন?

রাধাগুপ্ত ॥ এনেছি।

কুনাল ॥ দিন—আমাকে দিন!

রাধাগুপ্ত ॥ [উত্তরীয়ে লুক্কায়িত ত্রিপিটক গ্রন্থ বাহির করিয়া তাহা কুনালের সম্মুখে ধরিয়া] শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি-কালে শিষ্য আনন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবান, আপনার অভাবে আমাদের উপায়?" শ্রীবুদ্ধ উত্তর দেন, "আমার উপদেশাবলী।" শিষ্যগণ তাঁর নির্ব্বাণ লাভের ছ'মাস পরে, রাজগৃহে সমবেত হ'য়ে, সেই উপদেশামৃত তিনখণ্ড গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন—

বিনয়-পিটক, সুত্র-পিটক এবং অভিধর্ম্ম-পিটক। এই সেই পূণ্যপূত ত্রিপিটক—

[কুনাল শ্রদ্ধাসহকারে গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন]

কুনাল ॥ আমি পরম শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করব। পাঠ করব কথন শুনবেন ?

রাধাগুপ্ত ॥ কথন কুমার ?

কুনাল ॥ নিশীথ রাত্রে—যখন ধরণী সুষুপ্ত—একা আমি জেগে থাকি—চেষ্টা ক'রেও ঘুমুতে পারিনা। তখন মনে জাগে—আমি কে! কেন এখানে এসেছি! কি কচ্ছি! কি ক'রব! মৃত্যুর পর কোথায় যাব!

রাধাগুপ্ত ॥ ধীরে ধীরে তুমি অগ্রসর হচ্ছ—অগ্রসর হচ্ছ কুনাল! ওদের কথা মিথ্যা নয়। তুমি—তুমি বোধিসত্ত্ব!

কুনাল ॥ বোধিসত্ত্ব! কে সে ?

রাধাগুপ্ত ॥ যে প্রাণী ধীরে ধীরে বুদ্ধত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হয়।

কুনাল ॥ [উদভ্রান্তের মত তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন]

রাধাগুপ্ত ॥ কি ভাবছ কুনাল ?

কুনাল ॥ তবে শুনুন মহামাত্য! জীবনে এখন আমার অপার মায়া! ভোগ-সুখে এখন আমার অনন্ত লোভ! কাঞ্চনে এবং কাঞ্চন-মালায় আমার অপরিসীম প্রীতি!

রাধাগুপ্ত ॥ সিদ্ধার্থের ইতিহাসও অবিকল তাই! ওই অজ্ঞানতার মেঘজাল ভেদ ক'রে তাঁর মনে যেদিন জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হ'ল সেদিন তো তাঁকে কেউ ধরে রাখতে পারল না!—রাজ্য না,

ঐশ্বর্য্য না, প্রেমময়ী প্রিয়া না, সদ্যজাত পুত্রের আধ আধ হাসিও না !

কুনাল ॥ ওরা ব'লে আমি বোধিসত্ত্ব ?

রাধাগুপ্ত ॥ ওরা বলে মৃণালের মত ছিল তার চক্ষু !

কুনাল ॥ আমি বোধিসত্ত্ব ?

রাধাগুপ্ত ॥ তোমার চক্ষুই তার সাক্ষী। শোন কুমার, রাজপুরী প্রমাদে আচ্ছন্ন। শ্রীবুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, প্রমাদ মৃত্যুর পদ এবং অপ্রমাদ অমৃত পদ। রাজপুরীকে তুমি শ্রীবুদ্ধ প্রদর্শিত সেই অমৃত-পদে পরিচালিত কর।

বুদ্ধানাং শোক উৎপাদ, সুখাস্বধর্ম্ম দেশনা।

সুখা সংঘ্যস্ত সামগ্রী সম প্রাণঃ তপ সুখং। আসি কুমার।

[প্রস্থান]

[কুনাল বেদীর উপর ত্রিপিটক স্থাপিত করিয়া সসম্ভ্রমে উহা প্রণাম করিলেন]

[খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ কুনাল !

কুনাল ॥ [সচকিতে] মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ! কি দেব ?

খল্লাতক ॥ রাধাগুপ্তের কণ্ঠ শুনলাম না !

কুনাল ॥ হাঁ দেব। তিনি ছিলেন, এইমাত্র চ'লে গেলেন।

খল্লাতক ॥ হুঁ। আমি তাঁকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। কথাটা শাস্ত্রবাক্য। তুমিও শুনতে পার—

কুনাল ॥ বলুন দেব—

খল্লাতক ॥ স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।

[প্রস্থানকালে হঠাৎ বেদীর উপর ন্যস্ত ত্রিপিটক দেখিয়া তাহা তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া—যথাস্থানে রক্ষা করিয়া—কুনালের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ও প্রস্থান। ঐ সময় কুনাল সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি গমন করিলে কুনাল ছুটিয়া গ্রন্থ বুকে তুলিয়া থল্লাতকের গমন পথের দিকে সক্রোধে চাহিয়া রহিলেন—তখন চোরের মত কাঞ্চনমালা প্রবেশ করিয়া বীণা লইয়া খুব জোরে বাজাইতে লাগিলেন। কুনাল মৃদু হাসিলেন]

কুনাল ॥ কাঞ্চন!

[কাঞ্চন খুব জোরে বাজাইতেছেন]

আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি! সন্ধিপ্রার্থী!

কাঞ্চন ॥ উত্তম। সন্ধির সর্ত্ত?

কুনাল ॥ তুমি বল!

কাঞ্চন ॥ আজ আমি তোমায় যা বলব তাই করবে!

কুনাল ॥ এ ত বড় বিপদ হল দেখছি। রোজই তুমি অমনি একটা কিছু ক'রবে, বাধ্য হয়ে শেষে আমাকে প্রার্থনা করতে হয় সন্ধি, আর সে সন্ধির সর্ত্ত হয় অনুগতভাবে তোমার আদেশ পালন করা! না কাঞ্চন, আমি তো স্ত্রৈণ নই যে তোমার—

[কাঞ্চন আরও জোরে বাজাইতে লাগিলেন]

কুনাল ॥ আঃ—আমি কি ব'লেছি তোমার কথা রাখব না?

কাঞ্চন ॥ তবে আমার সঙ্গে এস—

কুনাল ॥ কোথায়?

কাঞ্চন ॥ নাটমঞ্চে।

অশোক]

কুনাল ॥ নাটমঞ্চে কেন ?

কাঞ্চন ॥ সেখানে আজ আমরা অভিনয় ক'রব।

কুনাল ॥ অভিনয় ক'রবে তোমরা !

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী, আমি, রাজপুরীর সবাই। তিষ্যাদেবী আজ আমাকে ধ'রেছেন তোমাকেও অনুরোধ ক'রতে—

কুনাল ॥ কি অনুরোধ কাঞ্চন ?

কাঞ্চন ॥ তোমাকেও আজ আমাদের সঙ্গে অভিনয় ক'রতে হবে !

কুনাল ॥ আমাকেও অভিনয় ক'রতে হবে ! তিষ্যাদেবীর অনুরোধ ?

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবীর একান্ত অনুরোধ। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, তোমাকে নিয়ে যাব। অমত করনা, লক্ষ্মীটী !

কুনাল ॥ আচ্ছা যাব।

কাঞ্চন ॥ এ অভিনয় ত তাঁর উদ্যোগেই হচ্ছে !

কুনাল ॥ বটে !

কাঞ্চন ॥ আচ্ছা, তুমি নাটক লিখতে পার ?

কুনাল ॥ না।

কাঞ্চন ॥ এ নাটক তিনি লিখেছেন।

কুনাল ॥ ও—

কাঞ্চন ॥ তাঁর নাচ দেখেছ, গান শুনেছ ?

কুনাল ॥ না।

কাঞ্চন ॥ না ! আজ তোমার ভাগ্য ভাল। [যাইতে যাইতে] কিন্তু এ আমি তোমায় ব'লে রাখছি কুনাল, তিষ্যাদেবী যদি তোমার মা না হ'তেন,—আমি তাঁর সঙ্গে তোমায় অভিনয় ক'রতে দিতাম না।

যদি চুরি করে অভিনয় ক'রতে, তোমার পা ভেঙে দিতাম, চোখ কানা করে দিতাম।

[কুনালকে লইয়া প্রস্থান]

[তিষ্যরক্ষিতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি, কুনাল ও কাঞ্চনের গমন পথের দিকে চাহিয়া চোরের মত তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন এমন সময় খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক॥ দেবী!

তিষ্যরক্ষিতা॥ [আত্মস্থ হইয়া] কে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক॥ আপনার সহিত আমার কয়েকটী কথা আছে। অনুমতি হয়ত নিবেদন করি।

তিষ্যরক্ষিতা॥ করুন।

খল্লাতক॥ অভিষেকের পরদিনই সম্রাট এক ঘোষনাসহ কলিঙ্গে দূত প্রেরণ করেছেন, আপনি অবগত আছেন?

তিষ্যরক্ষিতা॥ আছি।

খল্লাতক॥ সেই ঘোষনানুযায়ী আজই হ'চ্ছে সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর পাটলিপুত্রে আগমনের নির্দ্দিষ্ট দিন। আজ রাত্রির মধ্যে যদি তিনি কলিঙ্গবাস ত্যাগ ক'রে পাটলিপুত্রে এসে সম্রাটের সঙ্গে মিলিত না হন, তবে সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর বন্দী-পুত্রকে আগামী কল্য হত্যা করা হবে। আপনি জানতেন?

তিষ্যরক্ষিতা॥ কে না জানে!

খল্লাতক॥ আজ আমি অবগত হ'য়েছি, সম্রাটের ওই ঘোষনাসহ

অশোক]

কলিঙ্গে দূত প্রেরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, শ্রেষ্ঠী রমণীর সেই বন্দী-পুত্র পাটলিপুত্রের কারাগার থেকে পলায়ন ক'রেছে।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এ কাহিনী চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। কিন্তু এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করবার জন্য আমি এখন ব্যস্ত—

[প্রস্থানোদ্যত]

থল্লাতক ॥ [উত্তেজিত ভাবে] শুনুন !

[তিষ্যরক্ষিতা চমকিয়া দাঁড়াইলেন]

আপনি বুঝতে পাচ্ছেন এ কতবড় দুর্ঘটনা ! সম্রাট-প্রেরিত দূতের সঙ্গে সঙ্গেই, পুত্র যখন মাতৃচরণে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াবে, মাতার নিকট সম্রাটের এ ঘোষণা এতটুকুও কার্য্যকরী হবেনা। ফলে সেই শ্রেষ্ঠী রমণী সম্রাট সম্বন্ধে যেমন উদাসীন ছিলেন তেমন উদাসীনই থাকবেন। পরন্তু সম্রাটের উপর হয়ত তার ঘৃণা ছিল না, এখন জন্মাবে সেই ঘৃণা।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তাতে আমার কি ক্ষতি ?

থল্লাতক ॥ আপনার ক্ষতি নাই বরং আপনার তাতে লাভ আছে, আমি তা জানি। আপনি বুদ্ধিমতী, এ কথা বুঝতে আপনি নিশ্চয়ই পেরেছেন সম্রাট যদি কোন নারীকে ভালবেসে থাকেন, সে নারী আপনি নন—সে সেই শ্রেষ্ঠী রমণী, তাঁর প্রথমা প্রণয়িনী, তাঁর প্রথমা পত্নী। তাঁকে যদি সম্রাট একবার ফিরে পান, সম্রাট

আপনার সঙ্গে যে খেলা খেলছেন সে খেলা আর খেলবেন না, না, আপনার ঐ বিশ্বজয়ী রূপের আকর্ষণেও না।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সাবধান! আপনার রসনা সংযত করুন—

খল্লাতক ॥ ক্ষমা করুন, আমি অক্ষম।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ক্রোধে] প্রতিহার!

[প্রতিহারের প্রবেশ]

সম্রাট কোথায়?

প্রতিহার ॥ প্রাসাদচূড়া থেকে গোধূলির শোভা নিরীক্ষণ ক'রছেন।

খল্লাতক ॥ [প্রতিহারকে রোষ-কষায়িত নেত্রে] যাও—[প্রতিহার প্রস্থান করিল]... এবং প্রতিমুহূর্তে সাগ্রহে সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখবেন গোধূলির অবসান হ'ল, তিনি এলেন না, যখন শুনবেন তাঁর পুত্র পাটলিপুত্রের কারাগার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, যখন জানবেন সে পলায়নের মূলে এই রাজপুরীরই কোন মহাদেবীর স্বার্থ ছিল, এবং অবশেষে যখন প্রমাণ প্রয়োগে আমি প্রতিপন্ন ক'রব, বন্দী যুবকের সেই মুক্তিদাত্রী—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সাবধান!

খল্লাতক ॥ আমাকে আপনি জানেন না তাই। শুনুন দেবী, এই অশোককে তার শৈশব থেকে আমি রাজপুরীর সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে এসেছি। অশোকের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য বিন্দুসার আমাকে মন্ত্রীত্ব হ'তে অপসারিত করেন···সুসীম আমাকে কারারুদ্ধ করেন। থাক সে কথা। ওই অশোককে অশোক যত ভাল

না বাসে আমি ভালবাসি তার বেশী। অশোকও সে কথা জানে।

তিষ্যরক্ষিতা। আমি জানতেম না। শুনুন দেব, সম্রাটের মহা বিপদ। সেই শ্রেষ্ঠী রমণী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি যদি এখানে ফিরে আসেন, তাঁর সংস্পর্শে, তাঁর প্রভাবে সম্রাট হবেন বৌদ্ধ।

খল্লাতক॥ [চমকিত হইয়া] দেবী! এ কথা ত আমার কল্পনায়ও আসেনি!

তিষ্যরক্ষিতা॥ হাঁ দেব, সম্রাট হবেন সন্ন্যাসী। এই রাজৈশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ, কিছুতেই তাঁর আকর্ষণ থাকবেনা। আপনার স্নেহ, আপনার প্রেম তাঁর বৈরাগ্যের গতিরোধ করতে পারবেনা। অবশেষে সিদ্ধার্থের মত একরাত্রে তিনি এই সাম্রাজ্যকে অনাথ ক'রে—

খল্লাতক॥ দেবী! আপনি উচিত কাজ ক'রেছেন। হাঁ দেবী, আমার এই মহাসাম্রাজ্যের স্বপ্ন যে ধ্বংস করতে আসছিল, সেই আমাদের পরম শত্রু! এ প্রশ্নের—এই দিকটা—বৃদ্ধ হয়েছি দেবী!

তিষ্যরক্ষিতা॥ হ'য়েছেন বৈ কি! আমার ইচ্ছা হয় আমি নিজে আপনার শুশ্রূষা করি! সারাদিন সারারাত্রি রাজকার্য্যে মস্তিষ্ক চালনা করা কিছু নয়! মাঝে মাঝে বিশ্রাম চাই! আসুন, আমাদের অভিনয় দেখবেন আসুন।

খল্লাতক॥ অভিনয়!

তিষ্যরক্ষিতা॥ হাঁ। আজ রাজধানীতে এই শুভ সন্ধ্যায় সম্রাটের

প্রথমা প্রণয়িনীর শুভাগমন হবে! হবেনা? তারই উৎসব!
[যাইতে যাইতে ফিরিয়া] আসবেন কিন্তু, ভুলবেন না—

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

[অদূরে কোলাহল। বীতশোক, ব্রহ্মদত্ত, ও দিমেকাস
গল্প করিতে করিতে সেখানে আসিলেন]

বীতশোক ॥ এই যে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! আপনাকে ছাড়ছিনে। আপনাকেও আজ অভিনয় ক'রতে হবে।

খল্লাতক ॥ আমি বৃদ্ধ—

দিমেকাস॥ একজন বৃদ্ধেরই আবশ্যক হইয়াছে।

খল্লাতক॥ না, না আমাকে বাদ দিন। কি গ্রন্থ অভিনীত হবে?

বীতশোক॥ সিরিয়া রাজবংশের অভূতপূর্ব্ব এক কাহিনী। মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতার আগ্রহে মহামতি দিমেকাস মহাদেবীর সহযোগে মাগধী ভাষায় এই নাটক প্রণয়ণ ক'রেছেন। অতি মুখরোচক সেই আখ্যান!

ব্রহ্মদত্ত॥ অশ্লীল! অশ্লীল!

খল্লাতক॥ কি?

ব্রহ্মদত্ত॥ সিরিয়ার সেই রামায়ণ!—

দিমেকাস॥ রামায়ণের মতই পবিত্র সেই কাহিনী। শ্রবণ করিতে থাকুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক। ঘটনা অনেক সময় কল্পনাকে পরাজিত করে। আপনি সিরিয়া রাজবংশের সত্য ঘটনা শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজা সেলুকস কত বড় সুমহান পিতা ছিলেন।

বীতশোক ॥ আপনি মহাসন্ধিবিগ্রাহিককে সেই সুমহান পিতার সুমহতী কাহিনী বলিতে থাকুন। অভিনয়ের কত বিলম্ব আমি দেখিয়া আসিতেছি।

[প্রস্থান]

দিমেকাস ॥ সিরিয়ার বর্ত্তমান ভূপতি মহামতি আঁতিয়োক বীরবর সেলুকসের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। সেলুকস দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কুমার আঁতিয়োক ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অকাল-মৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। রাজবৈদ্যগণ কুমার আঁতিয়োকের এই রোগের কোন কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া স্নেহময় পিতা মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

খল্লাতক ॥ সত্য ঘটনা ?

দিমেকাস ॥ অক্ষরে অক্ষরে ইহা সত্য। রাজবৈদ্যগণ যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন—তখন একদা কুমার আঁতিয়োকের বিমাতা ষ্ট্রাটোনিস কুমারকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাজবৈদ্য কুমারের নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন। বিমাতাকে সন্দর্শন করিয়াই কুমারের নাড়ী অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজবৈদ্য পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলেন রাণী ষ্ট্রাটোনিস! উভয়ের মুখাবলোকন করিয়া দেখেন তাঁহাদের উভয়ের মুখেই স্বর্গীয় প্রেমের রক্তিম আভা!

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল! অশ্লীল!

দিমেকাস ॥ আপনি ইহাকে অশ্লীল বলিবেন না। দেখুন, রাজহংস

নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া থাকেন। হায় হায়! আপনি রাজহংস হইতেও অধম!

খল্লাতক ॥ আপনি বলুন।—

দিমেকাস ॥ রাজবৈদ্য তখন চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন—"রোগ নির্ণয় হইয়াছে—রোগ নির্ণয় হইয়াছে।" রাজা সেলুকস দ্রুতবেগে তথায় আগমন করতঃ সেই মঙ্গলময় বার্ত্তা অবগত হইয়া কহিলেন, "কুমার আঁতিয়োক! তোমার প্রাণ রক্ষার্থে আমি তোমাকে আমার রাণী ষ্ট্রাটোনিসকে দান করিলাম।"

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল—অ—

[দিমেকাসের রক্তচক্ষু দেখিয়া থামিয়া গেলেন]

দিমেকাস ॥ মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতার আগ্রহে জগতে এই পুণ্য-কাহিনী প্রচার করিবার জন্যই আমরা এই নাটক প্রণয়ন করিয়া অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য পিতার এইরূপ জ্বলন্ত আত্মত্যাগ আর কখনও কি শ্রবণ করিয়াছেন?

[বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ অভিনয়ের আয়োজন প্রস্তুত। সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর পাটলিপুত্রে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয় আরম্ভ হবে। মহাদেবীর ইচ্ছা তৎপূর্ব্বে আমরা আমাদের ভূমিকাগুলি আরও একবার আবৃত্তির দ্বারা অভ্যাস করি। বিশেষতঃ কুমার কুনাল আঁতিয়োকের

অশোক]

ভূমিকা গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় অভিনয়টির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইয়াছে।

দিমেকাস ॥ উত্তম, উত্তম! মহাদেবীর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। অভিনয় এইরূপেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে।

বীতশোক ॥ আসুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক।

থল্লাতক ॥ সম্রাটের সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি যেতে পারব না মহাবলাধিকৃত।

বীতশোক ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] আসুন মহাসচীব।

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল! অ—

[দিমেকাস গর্জ্জন করিয়া উঠিতেই থামিয়া গেলেন]

চলুন—চলুন—

[বীতশোক, দিমেকাস ও ব্রহ্মদত্ত চলিয়া গেলেন। থল্লাতকও যাইতেছিলেন এমন সময় সেখানে স্বয়ং সম্রাট আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অশোক ॥ দেব!

থল্লাতক ॥ বৎস!

অশোক ॥ গোধূলি যে অতিবাহিত হয়ে গেল!

থল্লাতক ॥ হাঁ—সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে।

অশোক ॥ আজ কি তিথি? অমাবস্যা?

থল্লাতক ॥ না বৎস, আজ শুক্লা-পঞ্চমী।

অশোক ॥ হাঁ শুক্লা পঞ্চমী।·· আমি ভাবছিলাম অন্ধকারে তারা পথ হারাবে না ত?

থল্লাতক ॥ তিনি কি সত্যই আসবেন?

অশোক ॥ কি জানি! কেমন ক'রে ব'লব! না এলে আমি তাঁকে দোষ দিতে পারি না দেব! যে অপরাধ আমি তাঁর কাছে করেছি—তার ক্ষমা নাই!—ক্ষমা নাই!

খল্লাতক ॥ তুমি ত ইচ্ছা ক'রে তাঁকে ত্যাগ করনি বৎস! নিতান্তই ভাগ্যচক্রে।—

অশোক ॥ এই কথাটী—অতি সত্য এই কথাটী কে তাঁকে বলে? বলতে পারলাম কই? পিতার ভয়ে তাঁকে গোপনে বিবাহ করি—। অদৃষ্টের নির্ম্মম-পরিহাসে তখনই পিতা আমাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। রাজধানীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হই। প্রাণপণ উদ্যমে বিদ্রোহ দমন করে যখন রাজধানী যাত্রা করলাম, মনে হল পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাজধানীতে ফিরে এসেই চর মুখে সংবাদ পেলাম সে উজ্জয়িনীতে নাই! উত্তর ভারতের কোথাও নাই! সেই থেকে, —সেই থেকে দেব আজ এই বিশ বৎসর—

খল্লাতক ॥ আমি জানি বৎস!

অশোক ॥ কিন্তু সে ত তা জানে না! একথা ত সে জানে না, এই ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত জীবনে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—সে আমাকে, আমার দেহ-মনের সকল দীনতা সত্ত্বেও ভালবাসে! এ সংবাদ সে ত রাখেনি যে তাঁকে তাঁর সত্যকার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আমি সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি! এতটুকু বিশ্রাম গ্রহণ করিনি! অদম্য উদ্যমে অসাধ্য সাধন করেছি!...একথা ত কেউ তাকে বলেনি যে শুধু ঐ একটী মাত্র

অশোক]

প্রাণীর অভাবে আজ আমার কি নিদারুণ দুর্গতি! জীবন হয়েছে মরুভূমি! হৃদয় হয়েছে শ্মশান!

[নাট্যশালায় ঐক্যতানবাদন]

অশোক ॥ ওকি?

খল্লাতক ॥ নাট্যশালায় অভিনয় হবে।

অশোক ॥ ও হাঁ, তিষ্যরক্ষিতা বলেছে বটে। তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে সে উৎসব-আয়োজন করেছে!

খল্লাতক ॥ অভিনয় দেখবে অশোক?

অশোক ॥ তিষ্যরক্ষিতার অভিনয়?

প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখছি—প্রতি মুহূর্ত্তে—! অভিনয় আর সইতে পারি না দেব! সইতে পারিনা বলেই ত—দেব! সে কি তবে আসবে না?

খল্লাতক ॥ আসবার হলে বহুপূর্ব্বেই কি আসতেন না?

অশোক ॥ সে আসবে না। আমি ভাবতে পারি না দেব! সে আসবে। আমার মন ব'লছে সে আসবে! আমি মানস-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি সে আসছে! মশাল জেলে রাজপথ আলোকিত হোক। তার অভ্যর্থনার জন্য প্রাসাদসৈন্য প্রস্তুত হোক। কুলাঙ্গনারা আরতি দীপ জেলে প্রাসাদে তাঁদের রাজ্যলক্ষ্মীকে বরণ করে আনুক। দেব! আমার সঙ্গে আসুন—

খল্লাতক ॥ কোথায়?

অশোক ॥ কারাগারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নাট্যশালা

নাট্যমঞ্চ

[নাটকের কুশীলবগণসহ দিমেকাসের প্রবেশ। সঙ্গে রাজপুরীর কয়েকজন দর্শকও আছেন]

দিমেকাস॥ অনুমান করিতে থাকুন ইহা হইতেছে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ। ইহা শয়ন কক্ষ। উহা—'জোথিকা' 'জোথিকা'—হাঁ, উপশয়ন কক্ষ [কুনাল সংশোধন করিয়া দিল 'উপবেশন কক্ষ'] ও···হাঁ উপবেশন কক্ষ—শয়ন কক্ষ-সংলগ্ন উপবেশন কক্ষ। আর ঐ লতাবিতান। [কুনালকে] আপনি হইতেছেন সেলুকসের একমাত্র পুত্র কুমার আঁতিয়োক। আপনি দুর্জ্জয় ব্যাধিতে তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছেন। আপনি শয়ন করিয়া থাকিবেন। [কাঞ্চনকে] আপনি হইতেছেন শুশ্রূষাকারিণী মিডিয়া। শুশ্রূষায় রত থাকুন। 'কোকা' 'কোকা'—পাখা—পাখা—[পাখা আনাইয়া মিডিয়াকে বাতাস করিতে দিলেন] [ব্রহ্মদত্তকে] আপনি রাজবৈদ্য, আপনি কুমারের নাড়ী ধারণ করিয়া থাকুন। [কুনালকে] আপনার চিত্তবিনোদনের জন্য এখন নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীত করিবে।

[নর্ত্তকীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা লতাবিতানে নৃত্য-গীত করিতে আসিল]

নৃত্য-গীত

এস মোর পরাণ-প্রিয় মধুর এই সমীরণে,
বস আজ লতায়-ঘেরা শীতল এই কুঞ্জবনে।
চোখে ঘুম লাগলে প্রিয়
খুলি মোর উত্তরীয়—
বসাব স্নিগ্ধ ছায়ে গাব গান আপন মনে।
ফাগুনে ফুলের বনে,
এস আজ ফুল্ল মনে
বাঁধিব বাহুর-ডোরে জীবনের পরম-ক্ষণে।

[মত্তাবস্থায় সেলুকসবেশী বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ আবার—আবার—

দিমেকাস ॥ আপনি মহা বিপদ সংঘটন করিতেছেন। আপনি উহাদিগকে পুনরায় নৃত্য-গীতের আদেশ দিবেন কেন? আপনি বলিবেন "ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও! আমার মুমূর্ষু পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত করিও না।" আপনার এই আদেশে নর্ত্তকীকুল পলায়ন করিবে।

বীতশোক ॥ আমার ভুল হইয়াছে। উহাদের নৃত্য-গীত আমাকে আনন্দ

দিতেছিল বলিয়াই আমি উহাদিগকে পুনর্ব্বার নৃত্য-গীতের আদেশ দান করিয়াছিলাম। উত্তম, আমি পুনরায় আসিতেছি। [ফিরিয়া] দিমেকাস! মহামতি দিমেকাস! দয়া করিয়া প্রণিধান করুন। ধরা যাউক না কেন পুত্র আঁতিয়োকের শয়ন-কক্ষ বহুদূরে অবস্থিত, এবং তজ্জন্য এস্থানে নৃত্য-গীত সংঘটিত হইলে শ্রীমানের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে না ?

দিমেকাস॥ আপনি বৃথা তর্ক করিবেন না। আপনি ভূমিকানুযায়ী অভিনয় করিবেন।

বীতশোক॥ উত্তম—উত্তম! [লতাবিতানপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন]

দিমেকাস॥ আপনি দ্রুতপদে প্রবেশ করুন।

বীতশোক॥ উহারা পুনরায় নৃত্য-গীত করুক!

দিমেকাস॥ [বিরক্ত হইয়া নর্ত্তকীদের প্রতি] কিঞ্চিৎ—

[নর্ত্তকীগণ কিঞ্চিৎ নৃত্য-গীত করিল]

[বীতশোকের দ্রুত প্রবেশ]

বীতশোক॥ ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও!

[তাহার পর কি বলিতে হইবে ভুলিয়া গিয়া দিমেকাসের দিকে তাকাইলেন। দিমেকাস বলিয়া দিলেন]

আমার মুমূর্ষু পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত কর—

দিমেকাস ॥ আপনাকে দিয়া চলিবে না। আপনি আপনার মুমূর্ষু পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে আদেশ দিলেন ?

বীতশোক ॥ এত কথা কি করিয়া মনে রাখি ? ইহা অপেক্ষা দেখিতেছি যুদ্ধ জয় করা সহজ! আমি ভীষণ শ্রান্ত হইয়াছি। কে কোথায় আছ সিরিয়ার রাজাকে একপাত্র মদ্য পান করিতে দাও।—

দিমেকাস ॥ ভীষণ বিপদের কথা। আপনি দেখিতেছি নাটকটিকে হত্যা করিবেন।

বীতশোক ॥ সে আর বেশী কথা কি ? এখনি একপাত্র মদ্য না পাইলে আমাকেই আত্মহত্যা করিতে হইবে। বরং আপনি এক কাজ করুন, আমাকে একটি মাতালের ভূমিকা দিন। আপনাদের নাটকও রক্ষা পাইবে, আমিও।

দিমেকাস ॥ এ নাটকে মাতালের ভূমিকা নাই মহাবলাধিকৃত।

বীতশোক ॥ না থাকে একটা সৃষ্টি করুন না কেন ? আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি আসিতেছি।

[নেপথ্যগৃহে প্রস্থান]

দিমেকাস ॥ [হতাশ হইয়া অবশেষে] এইবার কুমার আঁতিয়োকের বিমাতা রাজ্ঞী ষ্ট্রাটোনিস। আমরা ইহাকে সতৃষ্ণা আখ্যা দিয়াছি। রাণী সতৃষ্ণা, আপনি কুমারকে দেখিতে আসুন।

[মৃদু-বাদ্যের তালে তালে রাজ্ঞী সতৃষ্ণা-বেশী তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ ও উপবেশন কক্ষে উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থান।
শুশ্রূষাকারিণী কাঞ্চনমালা দিমেকাসের নির্দ্দেশানুযায়ী তাহার নিকট গেলেন।
তিষ্যরক্ষিতা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন কুমার কিরূপ আছেন।
কাঞ্চন অভিনয়ে ব্যক্ত করিলেন কোন আশা নাই, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষিতা তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কুনালের কাছে গিয়া মুগ্ধ-নেত্রে তাহাকে অবলোকন করিলেন। কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিলেন। আহতমনে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন]

দিমেকাস ॥ রাজবৈদ্য ছুটিয়া আসুন এবং সেলুকসের অনুসন্ধান করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল—অ—

দিমেকাস ॥ [সক্রোধে তাঁহার প্রতি] এই—

ব্রহ্মদত্ত ॥ [ভয়ে স্তব্ধ হইলেন, পরে ভাল মানুষটীর মত দিমেকাসের প্রতি] কি বলব ?

দিমেকাস ॥ আমি যাহা বলিব তাহাই বলিবেন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ হাঁ তাহাই বলিব।

[মদ্যপানরত সেলুকসবেশী বীতশোক প্রবেশ করিলেন]

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] সম্মুখে নৃপতি সেলুকস, অভিবাদন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্মুখে নৃপতি সেলুকস, অভিবাদন করুন।

দিমেকাস ॥ নৃপতি সেলুকস বলিতে হইবে না—শুধু অভিবাদন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ নৃপতি সেলুকস বলিতে হইবে না—শুধু অভিবাদন করুন।

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] আঃ শুধু অভিবাদন করুন !

ব্রহ্মদত্ত ॥ আঃ শুধু অভিবাদন করুন !

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] অভিবাদন করিতে হইবে না—আপনি বলুন !

ব্রহ্মদত্ত ॥ অভিবাদন করিতে হইবে না—আপনি বলুন !

বীতশোক ॥ অভিবাদন করিতেই হইবে, নতুবা আমি শুনিব না।

ব্রহ্মদত্ত ॥ [সভয়ে বীতশোককে অভিবাদন করিলেন]

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] এইবার বলুন !

ব্রহ্মদত্ত ॥ এইবার বলুন !

দিমেকাস ॥ রাজ্ঞী সতৃষ্ণাকে দর্শন করামাত্র কুমার আঁতিয়োকের ব্যাধি অৰ্দ্ধেক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মদত্ত ॥ রাজ্ঞী সতৃষ্ণাকে দর্শন করামাত্র কুমার আঁতিয়োকের ব্যাধি অৰ্দ্ধেক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

দিমেকাস ॥ আর চিন্তা নাই, রোগ নির্ণয় হইয়াছে। গুপ্ত পরামর্শ আছে। আমরা এখান হইতে প্রস্থান করি আসুন !

ব্রহ্মদত্ত ॥ [দিমেকাসেরই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রস্থানের জন্য দিমেকাসের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।]

দিমেকাস ॥ আমাকে না। [বহুকষ্টে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ব্রহ্মদত্ত ও সেলুকসকে নেপথ্য গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।] এইবার আপনাদের অভিনয় !

[দূরে দাঁড়াইয়া দিমেকাস স্মারকের কার্য্য করিতে লাগিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [কুনালকে] এস আমরা লতাবিতানে গিয়ে বসি।

ওর শান্ত শীতল ছায়ায় দেহ-মন স্নিগ্ধ হবে। আমি গান গাইব তুমি শুনবে ?

কুনাল ॥ শুনব।

[কাঞ্চনমালা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

মিডিয়া, আমায় লতাবিতানে নিয়ে চল।

[কাঞ্চন কুনালকে ধরিয়া তুলিল। তিষ্যরক্ষিতা তাহাকে সাহায্য করিতে গেলেন]

কাঞ্চন ॥ [তিষ্যরক্ষিতার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে] তিষ্যাদেবী ! আমি একাই পারব।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [চমকাইয়া উঠিয়া পরে কাঞ্চনের পানে চাহিয়া হাসিলেন]

[কুনাল ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন অভিনয় করেন নাই। অভিনয়ের এই ব্যাপারটাই তাঁহার নিকট অতি অপূর্ব্ব এবং রহস্যময় মনে হইতে লাগিল। এই অভিনয়ে যে কোন দোষ আছে তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিষ্যরক্ষিতা নৃত্যগীত সহকারে আগে আগে চলিলেন, কুনাল ও কাঞ্চন তাহার অনুসরণ করিলেন। কুনাল লতাবিতানে গিয়া বেদীর উপরে বসিলেন। কাঞ্চন পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিষ্যরক্ষিতা কুনালের সম্মুখে নৃত্যসহকারে গাহিলেন।]

গান

মানস-সরসী ফুলে ফুলে ওঠে
দুলে দুলে ওঠে জল।
আমার এ গাঙে এসেছে জোয়ার
কল-কল ছল-ছল।

চাঁদ ও কুমুদ দেখে যে স্বপন
মন-মাঝে তারে করিব বপন।
তোমার পরাণে রণিয়া ফিরুক
আমার হাসি উছল।

[তিষ্যরক্ষিতা নৃত্য ভঙ্গীতে কুনালের পার্শ্বে বসিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কেমন লাগল, ভালো লাগল ?

কুনাল ॥ ভাল লাগল।

[কাঞ্চনের চোখে চোখ পড়িলে দেখিলেন তাহার চোখ জ্বলিতেছে]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [কুনালের মুখ তাহার মুখের কাছে আনিয়া] শোন—

[কাঞ্চন তিষ্যরক্ষিতার হাত সরাইয়া লইয়া তাহার প্রতি জ্বালাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া]

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী !

[তিনজনের চোখে মুখে চাঞ্চল্যের আভাস প্রকাশ পাইল।
দিমেকাস বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া—]

দিমেকাস ॥ মিডিয়া আর ওখানে থাকিবে না। ওখান হইতে তাহার প্রস্থান হইবে।

কাঞ্চন ॥ না—[কুনালকে] আমি থাকব !

[তিষ্যরক্ষিতা প্রথমে জ্বলিয়া উঠিলেন পরে যখন দেখিলেন নিজের মনের
কথা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা তখন বলিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ নাটকে ত তা নেই কাঞ্চন! [কুনালকে] কি হবে?

কুনাল ॥ তাই ত কাঞ্চন! কি হবে!

দিমেকাস ॥ [কাঞ্চনকে] আপনি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?

কাঞ্চন ॥ [কুনালকে] তুমি এ নাটক ক'রতে পারবে না। না—না—পারবে না।

[কুনালের উঠিবার উপক্রম]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ ছিঃ ছিঃ ঐ বিদেশী কি ভাবছে?

[কুনালের হাত ধরিয়া রহিলেন]

দিমেকাস ॥ ভারতবাসীরা কি অভিনয় সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ?

কুনাল ॥ [দ্বিধায়]—কাঞ্চন!

কাঞ্চন ॥ না!

দিমেকাস ॥ দেখিতেছি নাটক অভিনয় বন্ধ করিতে হইল!

কুনাল ॥ কাঞ্চন শোন!

[কাঞ্চন সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। কাঞ্চন যে ভাবে চলিয়া গেলেন তাহাতে কুনাল মনে ব্যথা পাইয়া তাহার অনুসরণ করিতে গেলেন। তিষ্যরক্ষিতা কুনালের মুখ সেদিক হইতে ঘুরাইয়া আনিলেন]

দিমেকাস ॥ [কুনালকে] আবার আপনি উঠিতেছেন কেন?

কুনাল ॥ [রাগিয়া] বসিতেছি।

[কুনাল পুনরায় বসিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তুমি কি সুন্দর! কি অপরূপ ঐ চোখ দুটি!

দিমেকাস ॥ আঁতিয়োক বলিবেন "তোমারও"!

কুনাল ॥ তোমারও।

দিমেকাস ॥ "কিন্তু ঐ চোখ ম্লান কেন? দীপ্তি কই?" রাজ্ঞী সতৃষ্ণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কুমার আঁতিয়োক কহিবেন—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিন্তু ঐ চোখ ম্লান কেন? দীপ্তি কই? যেদিন ঐ আঁখিপদ্ম প্রথম দেখেছিলাম সেই দিন থেকে দিবারাত্রির প্রতিটী মুহূর্ত্তে ঐ আঁখিপদ্মই হ'য়েছে আমার দিবসের ধ্যান—রজনীর স্বপ্ন!

[কুনাল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দিমেকাস নূতন কথা শুনিয়া ঘন ঘন পাতা উল্টাইতে লাগিলেন]

দিমেকাস ॥ রাজ্ঞী ক্ষান্ত হউন—নাটক বহির্ভূত কথা বলিলেন না! কুমার আঁতিয়োক বলুন—মৃত্যুর করাল ছায়া আমার চোখে—তাই আমার চোখ ম্লান!

কুনাল ॥ মৃত্যুর করাল ছায়া আমার চোখে—তাই আমার চোখ ম্লান!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ ম্লান পদ্ম কিসে প্রস্ফুটিত হয়, সে রহস্য আমি জানি কুনাল!

দিমেকাস ॥ পুনরায় নাটক বহির্ভূত কথা! দেখিতেছি তোমরা ভারতবাসী অভিনয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবগত নহ! এ আমার পণ্ডশ্রম!

[হাতের পুঁথি ভূতলে ফেলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কুনাল—কুনাল—

[তিষ্যরক্ষিতার এই আচরণে কুনাল বিস্মিত…ভীত হইয়া তাঁহার বাহু-বন্ধন-মুক্ত হইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা কেহই দেখিতে পান নাই অশোক কখন যে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন]

অশোক ॥ চমৎকার—

[বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলে যেমন চমকিত হয় তিষ্যরক্ষিতা ও কুনাল সেই প্রকার চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চেষ্টা করিয়া সপ্রতিভ হইয়া তিষ্যরক্ষিতা—]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমরা—আমরা অভিনয় ক'রছিলাম! সিরিয়ার সেই নাটক!

অশোক ॥ [উন্মাদের হাসি হাসিয়া] অভিনয়! অভিনয়! অভিনয়! স্ত্রী করে অভিনয়, পুত্র করে অভিনয়, সমস্ত জগতই যদি অভিনয় করে, তবে জীবনে কোথায় সত্য, কোথায় পবিত্রতা, কোথায় নিষ্ঠা!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কেন কলিঙ্গে?

অশোক ॥ হাঁ কলিঙ্গে! তুমি তার বন্দী-পুত্রকে কারামুক্ত ক'রে সেই মহাসতীর আগমন-পথ রোধ ক'রেছ। কিন্তু আমার পথ রোধ ক'রবে কে? আমি স্বয়ং সেই মহাসতীকে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে চললাম!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তুমি পারবে না। তিনি আসবেন না। শ্রীবুদ্ধের চরণে তিনি আত্ম-নিবেদন করেছেন! তিনি তোমার কাছে ফিরে আসবেন না! তিনি তোমায় মর্ম্মে মর্ম্মে চিনেছেন! ভেবে দেখ সম্রাট!

অশোক]

অন্তরে বাইরে তুমি সমান কুৎসিৎ ! এ সংসারে যদি কেউ তোমার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী থাকে, সে আমি, দেবী নয় !

অশোক ॥ উত্তম ! আমি কলিঙ্গ থেকে যতদিন না ফিরব, তুমি এই প্রাসাদেই বন্দী রইলে। যদি একা ফিরে আসি তুমি মুক্তিলাভ ক'রবে, এবং তোমারই হবে জয়। তুমি যথেচ্ছা জয়োৎসব ক'র্ত্তে পারবে। আর সে যদি আমার সঙ্গে ফিরে আসে, তবে তোমার হবে পরাজয় এবং তোমার মৃত্যুতে হবে আমার সেই জয়োৎসব ! কুনাল ! তুমি এই বিষাক্ত প্রাসাদ ত্যাগ করে সস্ত্রীক এই মুহূর্ত্তে তক্ষশীলায় যাত্রা কর।

[মত্তাবস্থায় বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ সেলুকসও সঙ্গে যাবে তো ?

অশোক ॥ বীতশোক ! বীতশোক ! ! সেনাপতি ! ! !

বীতশোক ॥ ["সেনাপতি" এই আহ্বানে বীতশোকের নেশা তৎক্ষণাৎ টুটিয়া গেল। বীতশোক সামরিক প্রথায় সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া] সম্রাট !

অশোক ॥ কলিঙ্গ—

[এই আদেশে বীতশোক তৎক্ষণাৎ সৈন্য-বাহিনী সজ্জিত করিবার জন্য সামরিক প্রথায় প্রস্থান করিলেন।
নেপথ্যে জয়-বাদ্য···সৈন্যগণের
সমবেত পদধ্বনি]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিঙ্গ রাজধানী—দন্তপুরের মহাবিহার

সন্ধ্যা

[দেবী একাকী গাহিতেছিলেন]

গান

জ্বালাও তোমার প্রদীপখানি,
জ্বালাও আমার আঁখির আগে,
অন্ধকারে বন্ধ যে দ্বার—
বুকের মাঝে কাঁপন লাগে।
চল্‌তে গিয়ে একলা পথে—
ঝাপ্‌টা বায়ে নিভ্‌লো বাতি,
ধ্রুবতারা ঢাক্‌লো মেঘে
চল্‌ছে ঝড়ের মাতামাতি—।
তাই তো তোমার পরশখানি—
আজকে আমার চিত্ত মাগে!

[বিহারাভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া মহেন্দ্রের প্রবেশ]

মহেন্দ্র ॥ মা !

দেবী ॥ কি বাবা ?

মহেন্দ্র ॥ তারা আসছে…অশ্বারোহণে…হাতে উন্মুক্ত তরবারি ! সম্মুখে যাকে পাচ্ছে তাকেই—[বাহিরে সমবেত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ—] ঐ !…[ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষপথে কি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল…] উঃ ! [দেবীর নিকট ছুটিয়া গেল] মা !

দেবী ॥ মিত্রা কোথায় ? আমার মিত্রা ?

মহেন্দ্র ॥ সে ঐ ঘরে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

দেবী ॥ পিতৃমাতৃহীন ঐ অভাগীকে কি ক'রে রক্ষা করব মহেন্দ্র ? ও যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না !

মহেন্দ্র ॥ কেউ কি কাউকে রক্ষা করতে পারে মা ?

[বাহিরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ আর্ত্তনাদ]

দেবী ॥ ওর মা মৃত্যুকালে ওকে আমার বুকেই তুলে দিয়ে গেছে। প্রাণ দিয়ে ওকে রক্ষা ক'রতে না পারলে কেন ওর ভার নিয়েছিলাম ! ওকে বাঁচান চাই মহেন্দ্র, ওকে বাঁচাতেই হবে।

মহেন্দ্র ॥ কি উপায় ক'রব মা ! কোন উপায়ই ত দেখছি না !

[বাহিরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল]

দেবী ॥ ওদের সঙ্গে কি সম্রাট আছেন ?

মহেন্দ্র ॥ জানি না। দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয় সে সঙ্গেই আছে। আর সকলে তত নিষ্ঠুর নয় মা যত সেই সম্রাট, সেই নর-পিশাচ !

দেবী ॥ সত্য সত্যই কি সে এত নিষ্ঠুর ?

মহেন্দ্র ॥ তুমি তাকে দেখনি মা ! তাই তোমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি তাকে দেখেছি। ঘাতকও তার চেয়ে দয়ালু হয়। তার চোখ দুটি দেখলে মনে হয় সে চোখ যেন মানুষের নয় !

দেবী ॥ তুমি তাকে একদিন মাত্র দেখেছ। একদিনে মানুষকে চেনা যায় না বাবা—এক বৎসরেও চেনা যায় না—এক জীবনেও না !

[বাহিরে পূর্ব্ববৎ আর্ত্তনাদ। বিহারাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষুগণ একে একে সাতঙ্কে ছুটিয়া আসিতে লাগিল]

প্রথম ভিক্ষু ॥ ওরা মানুষ নয়, রাক্ষস। পল্লীতে পল্লীতে ওরা আগুন দিচ্ছে !

দ্বিতীয় ভিক্ষু ॥ কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা···কত বালক-বালিকা জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে !

তৃতীয় ভিক্ষু ॥ উঃ যারা পালাচ্ছে, দুর্ব্বৃত্তরা তাদের বর্ষা দিয়ে বিদ্ধ করে বধ কচ্ছে !

প্রথম ভিক্ষু ॥ এই যে দেবী ! তোমার কাহিনী ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে !

দ্বিতীয় ভিক্ষু ॥ ভগবান উপগুপ্তের অনুরোধে কলিঙ্গ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, এই তার অপরাধ !

তৃতীয় ভিক্ষু ॥ সংঘে প্রবেশ করে তুমি সংসারে কিছুতেই ফিরতে চাইলে না। কলিঙ্গ তোমাকে সমর্থন করল। তোমার ধর্ম্মরক্ষার জন্য

অশোক]

কলিঙ্গ সেই দুর্ব্বৃত্তদের রক্ত-চক্ষু তুচ্ছ করল! তার ফলে আজ কি দেখছি! ভগবান বুদ্ধের কি এই ইচ্ছা ছিল!

[বাহির হইতে আর্ত্তনাদধারা ভাসিয়া আসিতে লাগিল।
পূর্ব্বের ন্যায় কতিপয় ভিক্ষু ছুটিয়া আসিল]

চতুর্থ ভিক্ষু ॥ বর্শা দিয়ে আঘাত করে এক বৃদ্ধের চোখ দুটি—উঃ—

পঞ্চম ভিক্ষু ॥ মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে পাষাণের ওপর আছড়ে মারছে! উঃ—

[সন্ত-জাগ্রতা মিত্রা ছুটিয়া আসিল]

মিত্রা ॥ মা! মা!

দেবী ॥ [তাহাকে বুকে লইয়া] কি মা!

মিত্রা ॥ রাক্ষসের সেই রাজা আমাদের কাটতে আসছে। আমাদের কি হবে মা?

দেবী ॥ ভয় নেই মা, ভয় নেই!

তৃতীয় ভিক্ষু ॥ ও মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে লাভ কি দেবী? মায়ের বুক থেকেই যে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাষাণে আছড়ে মারছে!

মিত্রা ॥ উঃ—[ভয়ে দেবীর বুকে মুখ লুকাইল]

প্রথম ভিক্ষু ॥ জগতের ইতিহাসে হয় ত এই প্রথম, যে এক নারীর জন্য—

দেবী ॥ [বাক্যযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া]

বুদ্ধো থমতুত্তং মম।
বুদ্ধো থমতুত্তং মম।
বুদ্ধো থমতুত্তং মম।

মিত্রা ॥ [কাঁদিয়া] মা ! মা !

[বাহিরে সৈন্যগণের পদধ্বনি। বিহারের দ্বারে করাঘাত। আর্ত্তনাদ, চীৎকার, কোলাহল। ভিতরে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভিক্ষুগণ ভিতর হইতে তোরণদ্বার ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিল, যাহাতে বাহির হইতে উহা কেহ না খুলিতে পারে। বাহিরে রমণীগণের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। মহেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া একটি গবাক্ষ অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া বাহিরে ব্যাপার কি দেখিয়া লইয়াই গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল]

মহেন্দ্র ॥ [ভিক্ষুগণকে] দ্বার খোল—দ্বার খোল—ওরা শত্রু নয়। প্রাণ-ভয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে। ওদের আশ্রয় দাও—ওদের আসতে দাও! বিলম্ব হলে ওদের হত্যা করবে—!

[মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া ভিক্ষুগণকে সরাইয়া দিয়া তোরণদ্বার খুলিয়া দিল।
একদল নর নারী বন্যার জলের মত ছুটিয়া বিহারে ঢুকিল।
ভিক্ষুগণ তোরণদ্বার পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল]

এক বৃদ্ধ ॥ নর-রাক্ষস, বাবাঠাকুর, নর-রাক্ষস! আমার সর্ব্বনাশ করেছে বাবাঠাকুর, চোখ দুটো একেবারে গেছে! জল! জল! আমি আর কথা বলতে পারছি না! [সঙ্গীয় লোকজনদের] ও বাবা, তোরা এসেছিস বাবা?

তাহার পুত্র ॥ সবাই এসেছে বাবা! কেবল আমার নরোত্তম—

বৃদ্ধ ॥ তাকে মেরে ফেলেছে? মেরে ফেলেছে? ওরে, কথা কচ্ছিস না যে? উত্তর দে—উত্তর দে—

পুত্র ॥ কি উত্তর দেব বাবা? আমার বুক থেকে কেড়ে নিল যে বাবা! আমায়ও—আমায়ও—ওঃ!

বৃদ্ধ ॥ আমার মা-লক্ষ্মী ? মা-লক্ষ্মী ?

পুত্রবধূ ॥ এই যে বাবা ! কিন্তু আমার বুকের ধন নরোত্তম—

[কাঁদিয়া উঠিল]

মহেন্দ্র ॥ এ শোকের সময় নয়—শোকের সময় নয়। এস—এস—দেখি তোমাদের যদি বাঁচাতে পারি—! [তাহারা হা-হুতাশ করিতেছিল] এস—এস—আমার সঙ্গে এস—

[মহেন্দ্র তাহাদিগকে বিহারাভ্যন্তরে লইয়া গেল। বাহিরে সৈন্যদের পদধ্বনি শোনা যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বিহারাভ্যন্তর হইতে মহাস্থবির ধর্ম্মকীর্ত্তি বাহির হইয়া আসিলেন]

ধর্ম্মকীর্ত্তি ॥ শান্ত হও—শান্ত হও। আর ভয় নাই। আমাদের কাতর আহ্বানে বৌদ্ধ-গুরু ভগবান উপগুপ্ত সুদূর মথুরা থেকে এখানে শুভাগমন করেছেন। তিনি আমাদের দ্বারে। দ্বার উদ্‌ঘাটন কর।

[মহেন্দ্র দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ সকলে দ্বারের দিকে মুখ করিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সহযোগে আবৃত্তি করিল]

ওঁং নমঃ বুদ্ধায় গুরুবে।
নমঃ ধর্ম্মায় তারণে।
নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ ॥

[উপগুপ্ত প্রবেশ করিলেন]

ভবতু সব্ব মঙ্গলং
রকখন্ত সব্ব দেবতা
সব্ব বুদ্ধান ভাবেন
সদা সোত্থি ভবন্তুতে ॥

[ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ উপগুপ্ত উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।
উপগুপ্ত মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন]

দেবী ॥ [কাঁদিয়া] পিতা!

উপগুপ্ত ॥ আমি সবই জানি মা!

ধর্ম্মকীর্ত্তি ॥ একলক্ষ কলিঙ্গবাসীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে, দেড়লক্ষ কলিঙ্গবাসীকে বন্দী ক'রে, নগরের পর নগর, পল্লীর পর পল্লী ধ্বংস করে, কলিঙ্গকে মহাশ্মশানে পরিণত ক'রে মগধ-সম্রাট আজ এই মহাবিহারের দ্বারদেশে!

উপগুপ্ত ॥ সম্রাট যদি মহাবিহারের দ্বারদেশে, তবে দ্বার রুদ্ধ কেন? দ্বার উদ্‌ঘাটন কর—

জনৈক ভিক্ষু ॥ প্রভু! ও আদেশ দেবেন না প্রভু! ওরা বড় নির্দ্দয়! বড় নির্ম্মম!

উপগুপ্ত ॥ ভগবান বুদ্ধের মন্দির-দ্বার কখন অবরুদ্ধ থাকে না। শত্রু, মিত্র, পাপী, তাপী সকলেরই এখানে সমান প্রবেশাধিকার। দ্বার উদ্‌ঘাটন কর—

[দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। বাহিরে কাহাকেও দেখা গেল না। অদূরে রণবাদ্য।
সৈন্যগণের পদধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর শোনা যাইতে লাগিল]

দেবী ॥ পিতা! আমারই জন্য আজ কলিঙ্গ ধ্বংস হ'ল! আপনি আমায় আসন্ন-মৃত্যু থেকে কেন রক্ষা করেছিলেন! কেন আমায় আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন! মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আমাকে দূরে রাখবার জন্য কেন আপনি আমায় সপুত্র কলিঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন?

উপগুপ্ত ॥ কোন অন্যায়ই আমি করি নি মা!

কায়িকং হরতি মানসং তথা
দেহিনাং ভবময়ং মহাভয়ম্।
বুদ্ধ এব ভগবান সুধা নিধি
সর্ব্বলোক পরলোক বান্ধব ॥

ভয় কি মা! শ্রীবুদ্ধই আমাদের ভয়হারী বন্ধু। মা! যে প্রাণের এত মমতা, আজ তাহাই হউক বুদ্ধ-চরণে আমাদের শেষ অর্ঘ্য!··· সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়! তোমরা প্রাণভয়ে শ্রীবুদ্ধের সন্ধ্যারতি বিস্মৃত হয়েছ! যাও মা! তুমিই আজ শ্রীবুদ্ধের সন্ধ্যারতি কর—

[দেবী বিহারাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন]

উপগুপ্ত ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

সকলে ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

উপগুপ্ত ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সকলে ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

উপগুপ্ত ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সকলে ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

[মুক্ত দ্বারপথে প্রতিহারের প্রবেশ]

প্রতিহার ॥ পরমেশ্বর-পরমশৈব-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-মগধ-সম্রাট-অশোক-সেনাপতি-মহাবলাধিকৃত-মহাবীর বীতশোক !

[কতিপয় সেনানীসহ বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ দেবী ! কে দেবী ? কোথায় তিনি ?

ধর্ম্মকীর্ত্তি ॥ তিনি এখানে ছিলেন—কিন্তু এখন এখানে নাই।

বীতশোক ॥ তিনি এখানে আছেন। আপনারা বলছেন এখানে নাই ! উত্তম ! [সেনানীদের আদেশ দিলেন] আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—হত্যা—

[সেনানীগণ আঘাত করিতে ছুটিল, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, পরন্তু]

উপগুপ্ত ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধগণ ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

উপগুপ্ত ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধগণ ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

উপগুপ্ত ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধগণ ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বীতশোক ॥ [বিচলিত সেনানীগণের প্রতি] ঐ কণ্ঠ চিরতরে নীরব কর—

প্রথম সেনানী ॥ [বৌদ্ধগণের প্রতি] অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—

উপগুপ্ত ॥ বৌদ্ধের শিক্ষা অনুরূপ। তাদের যুদ্ধ স্বতন্ত্র।

বীতশোক ॥ কিরূপ !

উপগুপ্ত ॥ স্বচক্ষে তা দেখেছ !

বীতশোক ॥ হাঁ দেখেছি। তারা মেষের মত শুধু প্রাণবলি দিয়েছে! মানুষের বেশে বেঁচে থাকবার অধিকার ভীরু মেষের নাই। [সেনানীদের প্রতি] ওদের বধ কর—

সেনানীগণ ॥ ওরা অস্ত্র নিক—

বীতশোক ॥ না, ওরা অস্ত্র নেবে না—বধ কর—

প্রথম সেনানী ॥ তুমি জাননা—তুমি জাননা প্রভু, আজ আমাদের চেয়ে দুর্ব্বলতর লোক সংসারে নাই!

দ্বিতীয় সেনানী ॥ প্রভু! প্রভু! রাত্রে আমরা ঘুমুতে পারি না প্রভু!

তৃতীয় সেনানী ॥ প্রভু! তুমি আমাদের বধ কর! আমাদের বধ কর!

বীতশোক ॥ প্রাণদণ্ড তোমাদের দণ্ড নয়। তোমাদের দণ্ড—

[সেনানীগণ নতজানু হইয়া বীতশোকের সম্মুখে অস্ত্র ত্যাগ করিল।]

বীতশোক ॥ অস্ত্র নাও। [সেনানীগণ অস্ত্র লইল] যাও—[তাঁহার আদেশানুযায়ী বাহিরে চলিয়া গেল। বাহির হইতে দ্বিতীয় সেনানী ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাদিগকে] আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—হত্যা—

[বিহারাভ্যন্তর হইতে দেবীর প্রবেশ]

দেবী ॥ এদের কি অপরাধ?

বীতশোক ॥ আপনি কে?

দেবী ॥ আমার নাম দেবী।

বীতশোক ॥ আপনারই নাম দেবী! আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন দেবী!···আপনাকে জয় করতে এসে সম্রাট কলিঙ্গকে মহা-শ্মশানে পরিণত করেছেন। কিন্তু, তবু আপনি অপরাজিতাই

রয়েছেন সম্রাটের ইচ্ছা আপনি আজ প্রথম-প্রহর রাত্রি মধ্যে সম্রাটের শিবিরে গিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন—অন্যথায়—

দেবী ॥ অন্যথায় ?

বীতশোক ॥ দ্বিতীয়-প্রহরে এই মহাবিহার চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে—চৈত্য ধূলিসাৎ হবে—এবং—

দেবী ॥ কি ?

বীতশোক ॥ আমি জানিনা দেবী। আপনি বিবেচনা করে কাজ করবেন। সম্রাট দুর্জ্জয়···দুর্দ্ধর্ষ ! [প্রস্থানোদ্যত]

দেবী ॥ আপনি ?

বীতশোক ॥ আমি সম্রাটের অস্ত্র। নাম বীতশোক। পরিচয় মহাবলাধিকৃত।

দেবী ॥ আপনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে এসেছেন ?

বীতশোক ॥ আমার যা বলবার আমি বলেছি। ভয় পাবেন কিনা—সে আপনি জানেন। আসি দেবী ! [প্রস্থানোদ্যত]

দেবী ॥ দাঁড়ান—

বীতশোক ॥ দেবী !

দেবী ॥ আমাকে কি সম্রাট সত্য সত্যই চান ?

বীতশোক ॥ এ অতি নিরর্থক প্রশ্ন দেবী, যখন আপনি জানেন, এবং কে না জানে, যে আপনার জন্যই কলিঙ্গে লক্ষ লোক নিহত হয়েছে—লক্ষাধিক লোক বন্দী হয়েছে !

দেবী ॥ উত্তম। কিন্তু, এ কথা কি আপনি কখনও কল্পনা করতে পারেন যে লক্ষাধিক লোক হত্যা করার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার

সম্রাট এই মহাবিহারে এসে বুদ্ধ-চরণে আত্মসমর্পণ করে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করলেন ?

বীতশোক ॥ দেবী ! [অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া] না দেবী ।

দেবী ॥ তবে আপনি এই বা কি করে কল্পনা করতে পারেন যাঁরা পিতার স্নেহে, মাতার মমতায়, ভ্রাতার ভালবাসায়, ভগিনীর সমবেদনায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল, অবশেষে দিল প্রাণ, আমি তাঁদের স্মৃতি, তাদের শবদেহ পদতলে দলিত করে, আপনার সম্রাটের হস্তে আত্মসমর্পণ করব !

বীতশোক ॥ আপনাকে যতক্ষণ না দেখেছিলাম ততক্ষণ অতি অনায়াসে ওরূপ কল্পনা করেছি—কিন্তু আপনাকে দেখা অবধি আমার মনে হচ্ছে দেবী, আপনি অসাধারণ, সত্য সত্যই অনন্তসাধারণ। আপনি শুধু একটা নারীদেহ ধারণ করেন না…ঐ দেহে—ঐ তপঃক্লিষ্টা দেহে এমন কোন শক্তি আছে—যা আমি দেখতে পাচ্ছি না—যা দেখা যায় না—কিন্তু অনুভব করতে পাচ্ছি—! যা—এই সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে ছিন্ন হয় না—যা আমার চেয়ে—আমার সম্রাট যে সম্রাট—সেই সম্রাটের চেয়েও সহস্রগুণ শক্তিমতী। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি, পৃথিবীতে অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নয়—[হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া] এ আমি কি বলছি !…

উপগুপ্ত ॥ তুমি কিছুই মিথ্যা বলনি বীতশোক !

বীতশোক ॥ তোমরা মায়াবী ! হাঁ, তোমরা—তোমরা—[আত্মস্থ হইয়া দেবীকে] আপনাকে প্রথম-প্রহর মধ্যে সম্রাট-শিবিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে—নতুবা—

দেবী ॥ নতুবা ?

বীতশোক ॥ এই বিহার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে—চৈত্য ধুলিসাৎ করে, আপনাকে বলপূর্ব্বক—

দেবী ॥ কাকে? আমাকে? না আমার মৃতদেহকে? এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার মৃতদেহ দেখতে চাও বীর?

বীতশোক ॥ না—না দেবী!...দেবী, তুমি অপরাজিতা। সম্রাটের অমানুষিক সাধনাকে এই শেষ মুহূর্ত্তে তুমি ব্যর্থ ক'র না—ক'র না দেবী! সম্রাট কলিঙ্গ জয় করেছেন সত্য, কিন্তু সম্রাটকে জয় করেছ তুমি! আমি তোমার কাছে সকাতরে প্রার্থনা কচ্ছি...দেবী, তুমি এস! যে আগ্রহ,—যে ব্যাকুলতা নিয়ে সম্রাট তোমার পথ চেয়ে রয়েছেন—সেই আগ্রহ—সেই ব্যাকুলতায় যদি তিনি দেবতার পথ চেয়ে থাকতেন তবে এর বহু পূর্ব্বে স্বর্গ থেকে দেবতা নেমে আসতেন—প্রসন্নমুখে সম্রাটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতেন!

[সেনানীগণসহ প্রস্থান]

দেবী ॥ [উপগুপ্তকে] প্রভু!

উপগুপ্ত ॥ নির্ব্বাণ সর্ব্বত্যাগ। আমাদের মন নির্ব্বাণার্থী। সুতরাং যেত্যাগ আমাদের করিতেই হইবে তাহা আমরা সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণেই ত্যাগ করিব!

দেবী ॥ [মহেন্দ্রকে] বৎস!

মহেন্দ্র ॥ মা!

দেবী ॥ মিত্রা রইল। ওকে দেখো। আমার জন্য দুঃখ করোনা বৎস!

মহেন্দ্র ॥ আজও কি তুমি আমায় বলবে না?

দেবী ॥ আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

উপগুপ্ত ॥ কিন্তু, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নই। আমি বলব।

মহেন্দ্র ॥ বলুন—বলুন—

[দেবী না বলিবার জন্য উপগুপ্তকে সকাতরে ইঙ্গিত করিলেন।]

উপগুপ্ত ॥ [মহেন্দ্রকে] আজ নয়, বলব সেই দিন যে দিন তার পরিচয় পেলে তুমি তোমাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত পুত্র বলে মনে করবে!

দেবী ॥ [উপগুপ্তকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া]

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

—[বলিতে বলিতে বিহার হইতে বাহির হইয়া সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়া গেলেন।—আকাশে-বাতাসে বিদায়ের ..বিসর্জ্জনের করুণ রাগিনী বাজিয়া উঠিল। বিহারের অভিভূত নর-নারী দেবীর যাত্রা-পথ-লক্ষ্যে তাকাইয়া রহিলেন। বিহারাভ্যন্তর হইতে মিত্রা "মা! মা-" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিল—কিন্তু উপগুপ্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বুকে টানিয়া নিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিঙ্গ। রাত্রি। গুহাভ্যন্তরস্থ কক্ষে সম্রাট অশোকের সাময়িক সামরিক-আবাস। কক্ষে একটি শয্যা, শয্যাপার্শ্বে দীপাধারে প্রদীপ। অন্যত্র আর কয়েকটি প্রদীপ। কক্ষে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহার চরণদ্বয় ভগ্ন, ভগ্নাংশ কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।]

[সম্রাটের যবনী দেহরক্ষী কক্ষে একাকী। সে গাহিতেছিল :—]

গান

হে মোর কামনা—হে মোর ধ্যানের ছবি,
তব তরে প্রিয় বিলায়ে দিয়াছি সবি।—
তবু তুমি মোর সুদূর সন্ধ্যা-তারা—
কেন একা ফেলে কর মোরে দিশাহারা—
তোমার স্বপনে পরম চেতনা লভি।

যারে বুকে চাই সেকি রবে দূর নভে—?
মরুভূমি শুধু পরাণ জুড়িয়া রবে—!
তব গাথা রচি হব আমি ব্যথা-কবি!

[সামরিক সজ্জায় সজ্জিত সম্রাট অশোক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যবনী পত্রাধারটি তাঁহার সম্মুখে ধরিল—সম্রাট তাহা হইতে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া, শয্যায় বসিয়া দীপালোকে পাঠ করিতে লাগিলেন। যবনী সম্রাটের বর্ম্ম-চর্ম্মাদি সামরিক সজ্জা খুলিতে লাগিল। কক্ষের দ্বারদেশে রাধাগুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্যাকুলভাবে সম্রাটের দৃষ্টিপ্রসাদের অপেক্ষায় রহিলেন।]

অশোক ॥ আমাকে এ পত্র কে দিয়ে গেছে যবনী ?

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট ! আমি।

অশোক ॥ আপনি এ পত্র কোথায় পেলেন ?

রাধাগুপ্ত ॥ ভগবান উপগুপ্ত—বৌদ্ধগুরু উপগুপ্ত প্রেরিত এক বৌদ্ধ এই পত্র এনেছিল সম্রাট !

অশোক ॥ কোথায় সেই ভগবান বৌদ্ধ ? আর কোথায়ই বা সেই ভগবান উপগুপ্ত ?

রাধাগুপ্ত ॥ সেই বৌদ্ধকে সম্রাটের দেহরক্ষীগণ নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছে।

অশোক ॥ আর শ্রীউপগুপ্তকে—?

রাধাগুপ্ত ॥ তাঁর সংবাদ আমি এখনি নিচ্ছি। কিন্তু, তৎপূর্ব্বে সম্রাটের নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে।

অশোক ॥ বলুন !

রাধাগুপ্ত। এই নৃশংস হত্যার আদেশ প্রত্যাহার করুন সম্রাট !···সম্রাট, নিজের মন দিয়ে অপরের ব্যথা, অপরের বেদনা একটিবার অনুভব করুন ! এই হত্যা-স্রোত নিবারণ করুন ! জগতে প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করুন ! দয়া করুন সম্রাট !

অশোক ॥ প্রেমের রাজ্য! প্রেম! উত্তম, তাই যদি হয়, আমার প্রেমের যারা প্রতিকুলাচরণ কচ্ছে আমি তাদেরই বিরুদ্ধাচরণ কচ্ছি! অন্যায় আমি কিছুই করছি না মহামাত্য!

রাধাগুপ্ত ॥ আপনি ভুল বুঝেছেন সম্রাট। কলিঙ্গ বৌদ্ধরাজ্য। অনন্ত প্রেম, অসীম করুণা, অপরিসীম মমতাই শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মভিত্তি। দেবী যদি সম্রাট সকাশে আগমন করতে চাইতেন, কলিঙ্গবাসী তাঁকে বাধা দিত না। আমি অবগত হয়েছি সম্রাট, দেবী সম্রাটের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়!

অশোক ॥ আমি বিশ্বাস করি না। আমি দেবীকে চাই। যতক্ষণ দেবী আমার সম্মুখে উপস্থিত না হবেন, ঐ হত্যা-স্রোত অবাধে অব্যাহতগতিতে চলবে।

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ আপনি আমার আদেশ বিস্মৃত হয়েছেন মহামাত্য! আমি অবিলম্বে অবগত হতে চাই ভগবান শ্রীউপগুপ্ত জীবিত কি মৃত! [রাধাগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে] যদি তিনি জীবিত থাকেন, আমি তাঁর দর্শন ইচ্ছা করি!

রাধাগুপ্ত ॥ তবে আমি স্বয়ং মহাবিহারে যাচ্ছি সম্রাট! যদি সৌভাগ্য-বশতঃ তাঁকে জীবিত দেখি, তাঁকে আমি এখানে আনয়ন কর্ব্ব-ই!— সেজন্য যদি তাঁর চরণ-ধারণও করতে হয়—

অশোক ॥ দাঁড়ান মহামাত্য।

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ এই গুহাকক্ষে প্রথম প্রবেশ করে দেখি আমার অনুচরদের

সতর্কদৃষ্টিকে প্রতারিত করে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি তখন দণ্ডায়মান! অনুসন্ধানে অবগত হলাম কলিঙ্গ-রাজ মূর্ত্তিটির চরণপূজা করে ধন্য হতেন!

রাধাগুপ্ত ॥ শ্রীবুদ্ধমূর্ত্তি! কই সে মূর্ত্তি সম্রাট?

অশোক ॥ চরণধারণ করবেন? ধন্য হবেন?

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ চরণ তার নাই! আমি ভগ্ন করেছি! ঐ দেখুন—

[ভগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া রাধাগুপ্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি অশোকের সম্মুখে তাহার মর্ম্মবেদনা গোপন করিতে গেলেন, অশোক উহা উপভোগ করিতে লাগিলেন]

অশোক ॥ মহাবিহারে যেতে আপনার বিলম্ব হচ্ছে মহামাত্য! [হাসিতে লাগিলেন।] যান, শীঘ্র যান—গিয়ে উপগুপ্তের চরণ-বন্দনা করে তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে আসুন। তাঁর চরণযুগল দর্শন কামনায় আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি মহামাত্য! [বক্রহাস্য]

রাধাগুপ্ত ॥ [ভীত হইয়া] সম্রাট, অনুমতি হয় ত আমি বরং কোন দূতই তাঁর নিকট প্রেরণ করি!

অশোক ॥ [হাসিয়া] যেরূপ অভিরুচি! ফলকথা তাঁকে আমি চাই—এখানে—এখনি!

[নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাধাগুপ্তের প্রস্থান]

অশোক ॥ যবনী, পত্রখানা অগ্নিদগ্ধ কর—[পত্র নিক্ষেপ। যবনী তাহা তুলিয়া লইয়া প্রদীপশিখায় ধরিতে গেলে] দাঁড়া—[যবনী থামিল] দেখি—

[যবনী পত্রখানি অশোকের সম্মুখে ধরিল। অশোক তাহা গ্রহণ করিতেই বাহিরে অশ্বখুরোত্থিত শব্দ শুনিয়া] ওকি! কে? অশ্বারোহণে কে এল?

[দ্বারদেশে চণ্ডগিরিককে দেখা গেল]

চণ্ডগিরিক ॥ সাংবাদিক।

অশোক ॥ পাঠিয়ে দে—

[সাংবাদিক ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল]

···সংবাদ?

সাংবাদিক ॥ পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক—

অশোক ॥ [অধীর হইয়া] সংবাদ?

সাংবাদিক ॥ মহাবীর মহাবলাধিকৃত—

অশোক ॥ হাঁ—হাঁ—বীতশোক। তারপর?

সাংবাদিক ॥ পরম বিক্রম-সহকারে মহাবিহারে প্রবেশ করতঃ দেখেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ মহাসমারোহে—

অশোক ॥ তোমাকে আমি বধ করব। দেবীর সংবাদ?

সাংবাদিক ॥ অসহ্য পিপাসায় আমার কণ্ঠরোধ—

অশোক ॥ [সম্মুখস্থ পানীয়জল তাহার মুখের কাছে ধরিয়া] দেবীর সংবাদ?

সাংবাদিক ॥ তিনি মহাবিহারে নাই।

অশোক ॥ অসম্ভব! অসম্ভব! মহাবিহারে যদি নাই তবে কোথায় তিনি?

সাংবাদিক ॥ তা এখনও অজ্ঞাত!

[জলপানার্থে চোখে-মুখে চরম ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল]

অশোক]

অশোক ॥ এ সম্মানের অযোগ্য তুমি। [জলপাত্র নামাইয়া রাখিলেন] যতক্ষণ না দেবীর সংবাদ পাওয়া যায় ততক্ষণ জলগ্রহণ তোমার নিষেধ।

[খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ হতভাগ্যকে ক্ষমা কর সম্রাট। [পানীয় লইয়া সাংবাদিককে দান কালে] আমার চর সংবাদ এনেছে দেবী মহাবিহারে আছেন, সঙ্গে তাঁর পুত্র মহেন্দ্রও আছে। আমি বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েছি অশোক।

অশোক। কেন দেব ?

খল্লাতক ॥ উপগুপ্ত মহাবিহারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে বৌদ্ধগণ, বিশেষতঃ ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধজ্ঞানে পূজা করে।

অশোক ॥ শুনেছি দেব। এবং তিনি শুধু বৌদ্ধকেই উপদেশ দেন না, এই চণ্ডাশোককেও এক পত্র লিখে অনুগ্রহ করেছেন !

খল্লাতক ॥ বটে ! কি লিখেছেন ?

অশোক ॥ প্রথমতঃ তিনি বলেছেন অতীত এবং বর্ত্তমান আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ভাগ্য গঠন করে। এবং যেহেতু আমি লোকের বুকে শেলাঘাত করেছি—করছি—অতএব আমার বক্ষেও শেলাঘাত হবে —হবেই হবে !

খল্লাতক ॥ শেলাঘাত করবে কে ?

অশোক ॥ আমার কর্ম্ম।...দেব, একথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

খল্লাতক ॥ ও কথা বিশ্বাস করতে গেলে রাজত্ব করা চলে না। রাজ্য-

রক্ষা, সাম্রাজ্যবৃদ্ধি, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষণ প্রভৃতি প্রতিকার্য্যে রাজাকে কঠোর হতে হয়। শাসনদণ্ড চিরকালই নির্ম্মম।

অশোক ॥ কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! [হঠাৎ] দেবী কি আসবে না দেব? উপগুপ্তই হয় ত তাকে আসতে বাধা দিচ্ছে। আমি উপগুপ্তকে এখানে উপস্থিত করবার জন্য আদেশ দিয়েছি।

খল্লাতক ॥ আমি শুনলাম। কিন্তু এ আদেশ সমীচিন হয়নি অশোক!

অশোক ॥ কেন? কেন দেব?

খল্লাতক ॥ সে যাদু জানে। সে বলে যারা ক্লান্ত…শ্রান্ত…অবসন্ন…সে তাদের শান্তি দিতে জানে। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করবার রহস্য না কি সে উদ্‌ঘাটন করেছে।

অশোক ॥ সত্য? সত্য দেব?

খল্লাতক ॥ যদি বলি সত্য?—

অশোক ॥ আমি এখনি স্বয়ং তার কাছে যাব—

খল্লাতক ॥ যদি বলি মিথ্যা?—

অশোক ॥ আমি তাকে বধ করব।

খল্লাতক ॥ তবে শোন অশোক। এ তার মিথ্যা দম্ভ।

অশোক ॥ তাকে এখনি বন্দী করে এখানে আনয়ন করুন—

খল্লাতক ॥ না অশোক।

অশোক ॥ তবে তাকে বধ করা হোক্—

খল্লাতক ॥ [বিচলিত হইলেন। কি ভাবিলেন…] না অশোক, তাও না।

অশোক ॥ না! কেন?

খল্লাতক ॥ কারণ জিজ্ঞাসা না করলেই আমি সুখী হব অশোক।

অশোক]

অশোক ॥ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ! আমি উপগুপ্তকে এখনি এখানে চাই ।

থল্লাতক ॥ তা হয় না অশোক ।

অশোক ॥ [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] মহাসন্ধিবিগ্রাহিক !

থল্লাতক ॥ তুমি জানো না অশোক, তোমার সৈন্যদল রণক্লান্ত। তাকে দর্শন করামাত্র তোমার ঐ ঘাতকও অভিভূত হবে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ গেয়ে উঠ্‌বে

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ।

অশোক ॥ সেই উপগুপ্ত রয়েছে মহাবিহারে—যেখানে আমার দেবী !··· মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ! আপনি কি তবে চান না দেবী মহাবিহার ত্যাগ করে আমার কাছে আসে ?

থল্লাতক ॥ উতলা হয়োনা অশোক ! বীতশোক সংবাদ পাঠিয়েছে প্রথম-প্রহর মধ্যেই দেবী এখানে শুভাগমন করবেন। প্রথম-প্রহর উত্তীর্ণ হতে আর বিলম্ব নাই ।

অশোক ॥ আসবে ? আসবে ? যদি সে না আসে দেব ?

থল্লাতক ॥ কলিঙ্গের দুর্ভাগ্য ! কলিঙ্গে প্রাণীমাত্রও জীবিত থাকবে না !

অশোক ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া] না—না, তাতে লাভ ?

থল্লাতক ॥ অশোক, এতদূর অগ্রসর হবার পর তুমি ওই প্রশ্ন করছ ?

অশোক ॥ আপনি জানেন না—জানেন না দেব ! ও প্রশ্ন আমার নয় ।

থল্লাতক ॥ তবে কার ?

অশোক ॥ ঐ প্রশ্ন করে একজন আমাকে অহোরাত্র জ্বালাতন করছে। আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি—কিন্তু—তবু—তবু তাকে আমি রোধ

করতে পারি না! আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে সে গোপনে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়!

খল্লাতক ॥ তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়! গোপনে! কে? কখন?

অশোক ॥—রাত্রে!

খল্লাতক ॥ এখনি আমি প্রহরীদের প্রাণদণ্ড দেব। চণ্ডগিরিক!

অশোক ॥ না—না দেব! ওদের অপরাধ কি? পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে তাকে রোধ করে। [বুদ্ধমূর্ত্তি দেখাইয়া—] আমি ওর চরণদ্বয় ভগ্ন করেছি—তবু আমি ওর গতি—

খল্লাতক ॥ [বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন] এ কি!

[অশোকের অসি লইয়া মূর্ত্তিকে আঘাত করিতে গেলেন]

অশোক ॥ [হাসিয়া] ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেও ও আসবে!

খল্লাতক ॥ [ক্রুদ্ধস্বরে] অশোক!

অশোক ॥ [অভিভূতের মত] দিবসে আমার তন্দ্রায়, রাত্রিতে আমার স্বপ্নে ঐ ভগ্নমূর্ত্তি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! শান্ত, সৌম্য ঐ মূর্ত্তি মমতা-মধুর আননে, করুণা-সুন্দর চক্ষে সকাতরে যখন আমার প্রতি চেয়ে থাকে—তখন—তখন—

খল্লাতক ॥ [অশোককে ঝাঁকি দিয়া] অশোক! অশোক! [অশোকের চৈতন্য হইলে] এ স্বপ্ন দেখে বিহ্বল হবার সময় নয় সম্রাট! তোমার চতুর্দ্দিকে গুপ্ত শত্রু শাণিত ছুরিকা নিয়ে—লুকায়িত!

অশোক ॥ আপনি কি বলছেন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক?

অশোক]

থল্লাতক ॥ আমি এইমাত্র তাদের একদলকে ধৃত করেছি। তারা সঙ্কল্প করেছিল আজ রাত্রে তোমাকে গুপ্তহত্যা করবে!

অশোক ॥ সত্য? সত্য দেব?

থল্লাতক ॥ তুমি কি এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে—

অশোক ॥ পাচ্ছি না দেব, এতই সুসংবাদ এই কথা! আঃ এতদিন পর আজ নিস্তেজ ধমনীতে রক্তের চাঞ্চল্য অনুভব করছি! রণোন্মাদনা আবার ফিরে পাচ্ছি!…হত্যা কর্ত্তে হবে না, যুদ্ধ করতে পারব! আমি বেঁচে গেলাম দেব, বেঁচে গেলাম! অনুতাপ অনুশোচনার জ্বালা থেকে মুক্তি পেলাম! মেষের দল তবে এতদিনে মানুষ হল!

থল্লাতক ॥ তুমি ভুল করছ অশোক। গুপ্তহত্যার জন্য যারা অস্ত্রধারণ করেছে তারা কলিঙ্গবাসী নয়!

অশোক ॥ তবে?

থল্লাতক ॥ যদি কলিঙ্গবাসী নয়, তবে তারা কে, অনুমান করা কি এতই শক্ত অশোক?

অশোক ॥ আপনি বলছেন কি দেব!

থল্লাতক ॥ আমি সত্যই বলেছি। কোন সত্য আমাকে এত বেশী লজ্জা দেয় নি—কোন সত্য আমাকে এত বেশী বিচলিত করেনি।

অশোক ॥ তারা কি এখন জীবিত?

থল্লাতক ॥ পশুর মত তারা নিহত হয়েছে। কিন্তু তবু অশোক—

অশোক ॥ বলুন দেব—

থল্লাতক ॥ আমার অনুরোধ, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তুমি আজ রাত্রে

বিশেষ সাবধানে থাকবে। কে শত্রু, কে মিত্র আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমি বুঝি না কেন ওদের মনে এই বিদ্রোহ-সঞ্চার হয়েছে! তুমি কাউকে কাছে আসতে দিয়োনা অশোক! সাবধান, খুব সাবধান! [প্রস্থানকালে] যবনী! খুব সাবধান! [প্রস্থান]

অশোক ॥ যবনী, আলো জ্বাল্—আলো জ্বাল্। বড় অন্ধকার! আলো—আলো! [আলোর ব্যবস্থা করিতে যবনী বাহিরে গেল। কক্ষমধ্যে কাহার ছায়া পড়িল দেখিয়া অশোক চমকিয়া উঠিলেন; বোধহয় তাঁহার অজ্ঞাতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।]…কে?

[অতি সন্তর্পণে বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ আমি।

অশোক ॥ [বজ্রমুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া] দাঁড়াও—দাঁড়াও তুমি ওখানে— [বীতশোক বিস্মিত হইয়া আরও কাছে আসিলেন] কে তুমি?

বীতশোক ॥ ঐ প্রশ্ন কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?

অশোক ॥ তুমি ভিন্ন ত এখানে আর কেউ নাই! কে তুমি?

বীতশোক ॥ আমি বীতশোক।

অশোক ॥ না বীতশোকের ছদ্মবেশে—?

বীতশোক ॥ সে কি সম্রাট?

অশোক ॥ ঘুমের ঘোরে উঠে এসেছ!…ছুরি কোথায়? ছুরি?

বীতশোক ॥ [তীব্রকণ্ঠে] সম্রাট! সম্রাট!

অশোক ॥ [বীতশোকের মুখপানে ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিয়া] ভুল! আমারই

অশোক]

ভুল!·· ছি—ছি—ছি! [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।]...[হঠাৎ] বীতশোক, দেবী কই ?

বীতশোক ॥ মহাবিহারে। তাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম সম্রাট! সত্য সত্যই তিনি দেবী!

অশোক ॥ দেবী! না পাষাণী ?

বীতশোক ॥ পাষাণী! না সম্রাট, না।

অশোক ॥ সে পাষাণী, পাষাণী। পাষাণী না হলে সে এখন এখানে এল না!

বীতশোক ॥ তুমি প্রথম-প্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

অশোক ॥ অপেক্ষা আমি করব। শুধু প্রথম-প্রহর কেন, অপেক্ষা আমি আজীবন করব! অপেক্ষা যে আমাকে করতেই হবে! কিন্তু আজীবন অপেক্ষা করলেও কি তাকে পাব ?

বীতশোক ॥ প্রথম-প্রহর উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই তাঁর আসবার কথা আছে। কিন্তু প্রথম-প্রহর উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই যে আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক, আমি সেই আলোচনার অনুমতি প্রার্থনা করি, এখনই—!

অশোক ॥ কি আলোচনা বীতশোক ?

বীতশোক ॥ অতি গোপনে আজ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি। যবনী—[যবনীকে বাহিরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত]

যবনী ॥ [অশোকের প্রতি] প্রভু!

অশোক ॥ [যবনীকে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া] বীতশোক! বীতশোক! শাণিত ছুরিকা আমার বুকে বিদ্ধ করবার জন্য আমার চারিপাশে

আমারই স্বজন, পরিজন, বন্ধুবান্ধব লুকায়িত আছে। শত্রু, মিত্র আমি চিনি না বীতশোক!

বীতশোক ॥ তুমি আমাকেও অসঙ্কোচে বিশ্বাস করতে ইতস্তত: করছ সম্রাট! [অশোক যবনীকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। যবনী বাহিরে গেল]

বীতশোক ॥ [চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখার পর]···সম্রাট, আজ রাত্রি-শেষেই পাটলিপুত্র যাত্রা করুন!

অশোক ॥ কেন? কেন বীতশোক?

বীতশোক ॥ আর মুহূর্তকালও এখানে থাকা আমাদের নিরাপদ নয়!

অশোক ॥ গুপ্তহত্যার ভয় করছ?

বীতশোক ॥ না সম্রাট, আমি ভয় করছি ঐ উপগুপ্তকে, ঐ মহাবিহারে এখন যে মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ জীবিত আছে, ভয় করছি তাদের!

অশোক ॥ তুমি উপগুপ্তকে এখনো বধ করনি কেন? কেন সেই মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ এখনও জীবিত রেখেছ?

বাতশোক ॥ তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচেই বলছি, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি তা পারলাম না! এবং বিষম বিস্মিত হয়ে অনুভব করলাম এ পৃথিবীতে অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নয়!···আমি একরূপ পালিয়ে এসেছি সম্রাট!···সম্রাট আজ রাত্রে পাটলিপুত্র যাত্রা না করলে সমূহ বিপদ···!

অশোক ॥ বীতশোক—!

বীতশোক ॥ ওদের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে সম্রাট! তা দেখা যায় না, তা অদৃশ্য, কিন্তু···কিন্তু দুর্ণিবার তার গতি!

অশোক ॥ সে কি বীতশোক ?

বীতশোক ॥ শোন…[কাণে কাণে কি কহিলেন। অদূরে অগণিতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল…"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !"]

বীতশোক ॥ ঐ আবার !

অশোক ॥ কে ওরা ?

বীতশোক ॥ ও ভাষা ত কলিঙ্গের নয় সম্রাট !…সম্রাট, তুমি আদেশ দাও, আমি ওদের দণ্ডবিধান করি—

অশোক ॥ [কি ভাবিলেন] দণ্ডবিধান ! দণ্ডবিধান !…কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ দলের অন্য একজনের দণ্ডবিধান করতে হয়। তার দণ্ডবিধান না করে ওদের দণ্ডবিধান করলে অন্যায় হবে বীতশোক, নিতান্ত অন্যায় হবে !

বীতশোক ॥ কে সে ?

অশোক ॥ তার মনেও মাঝে মাঝে ঐ দুর্ব্বলতা আসে। মাঝে মাঝে সেও মনে-প্রাণে গেয়ে ওঠে

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !"

মাঝে মাঝে সম্রাট অশোকের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—নির্ভয়ে স্পষ্টকণ্ঠে প্রকাশ করে "সম্রাট, তুমি মানুষ নও ! তুমি পশু। তুমি নির্ম্মম নৃশংস রাক্ষস।"

বীতশোক ॥ [জ্বলিয়া উঠিয়া] কে সে সম্রাট ? আমি এখনি তাকে— [অসিতে হাত দিলেন]

অশোক ॥ তুমি পারবে না বীতশোক, তুমি তাকে দণ্ড দিতে পারবে না। তুমি তাকে পূজা কর—ভক্তি কর—ভালবাস !

বীতশোক ॥ না। আমি জানতে চাই সে কে ?

অশোক ॥ [অর্দ্ধোচ্চারিত-স্বরে] আমি বীতশোক, আমি !

বীতশোক ॥ [পিছাইয়া গিয়া]—সম্রাট !

অশোক ॥ বীতশোক, কি দণ্ড তুমি আমাকে দেবে, দাও—

বীতশোক ॥ সম্রাট ! সম্রাট !

[প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন]

অশোক ॥ [তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া] ভয় নাই—ভয় নাই বীতশোক ! এ আমার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা ! আমাকে আজ রাত্রিটুকু বাঁচিয়ে রাখ ভাই, আজ রাত্রিটুকু ! তুমি বলছ আজ রাত্রে সে আসবে। আমার ভয় হচ্ছে বীতশোক···লক্ষ অশরীরি আত্মা···[কি যেন দেখিলেন]

বীতশোক ॥ কি বলছেন সম্রাট !

অশোক ॥ লক্ষ অশরীরি আত্মা আমাকে বেষ্টন করে ঘুরছে !···বলছে "সে এলেও তুমি তাকে পাবে না !" কেন, জান ?···কর্ম্ম ! আমার কর্ম্ম ! আমি ওদের হত্যা করেছি—প্রিয়জনের মাঝে আমি বিচ্ছেদ রচনা করেছি ! আমার সেই কর্ম্ম প্রিয়জন হতে আমাকে···না—না ···আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না—

বীতশোক ॥ সম্রাট ! সম্রাট !

অশোক ॥ দেবী কই ? আর কতদূরে ? বীতশোক, বিলম্ব আর আমি সইতে পাচ্ছি না ! তুমি দয়া করে দেখ বীতশোক, প্রথম-প্রহরের কি শেষ নাই ?

বীতশোক ॥ আমি দেখছি—

[চলিয়া গেলেন]

অশোক ॥ ···যবনী—যবনী ! কারও কি পদশব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?

যবনী ॥ না প্রভু !

অশোক ॥ আমিও পাচ্ছি না, আমিও না। অথচ তবু ও বলে গেল সে আসবে। কখন আসবে ? আমার ঘুম পাচ্ছে যবনী ! [ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির উপর দৃষ্টি পড়িতেই—] সে এলে আমি তাকে বিস্মিত করে দেব, দেখবি ? [বুদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাংশগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া পূর্ণমূর্ত্তি রচনান্তর] সে দেখেই চমকে উঠবে ! অবাক বিস্ময়ে সে···কি অপরূপ রূপ যবনী ! [মূর্ত্তির প্রতি অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।] প্রাণহীন পাষাণ ! তুমি কি সুন্দর ! তুমি কি সুন্দর ! [ক্ষণকাল মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ উচ্ছসিত কণ্ঠে···] তোমায় আমি প্রণাম করছি বুদ্ধ ! তোমায় আমি প্রণাম করছি !

[ক্ষণকাল প্রণতঃ ভাবে থাকিয়া হঠাৎ উঠিলেন। খেয়াল হইল তাঁহার এই দৌর্ব্বল্য প্রকাশ সঙ্গত হয় নাই। লজ্জিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আশেপাশে চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন তাঁহার দৌর্ব্বল্যের সাক্ষী একমাত্র যবনী]

অশোক ॥ [যবনীকে] আমি ওকে প্রণাম করিনি ! করেছি ?

[যবনী কি বলিবে বুঝিল না]

অশোক ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে···] না। তাকে বলবি ঐ মূর্ত্তি এখানে আমি রেখেছি, শুধু সে চম্‌কে উঠ্‌বে ব'লে। ঐ মূর্ত্তি দেখে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে ! মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে আমার পানে চাইবে !···সে আসছে ! তার পায়ের ধ্বনি আমার বুকে তালে তালে বাজ্‌ছে ! গা যবনী

সেই গান···"তার চরণের নূপুর ধ্বনি বাজে আমার বুকের মাঝে"
[শয্যায় শয়ন করিলেন]

[যবনী অশোককে ব্যজন করিতে করিতে গাহিল]

গান

তার চরণের নূপুর ধ্বনি
বাজে আমার বুকের মাঝে।
বাজে নীরব নিশীথ রাতে,
বাজে মধুর সকাল সাঁঝে।
বর্ষা-মেঘের মাদল সনে
বেজেছে তার চরণ-ধ্বনি,
রৌদ্র-উজল দীপ্ত দিবায়
তার নূপুরের ধ্বনি গণি,
বজ্রসম আর্ত্তনাদে,
সে ধ্বনি মোর বক্ষে বাজে!
আজকে একা আঁধার সাঁঝে
জ্বালাই প্রদীপ বারে বারে,
তার সে চলা শেষ হবে কি
জীর্ণ এ মোর কুটীর দ্বারে!
আঁধার ঘরে জ্বালাই প্রদীপ
পায়ের ধ্বনি বক্ষে বাজে!

অশোক]

[যবনীর গান শুনিতে শুনিতে অশোক নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। যবনী তাহা বুঝিয়া একটিমাত্র ঘৃতদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া বাকী দীপগুলি নিভাইয়া দিয়া দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পর দেবীকে সঙ্গে লইয়া খল্লাতক দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খল্লাতক দেবীকে কক্ষমধ্যে রাখিয়া যবনীকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।·· দেবী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলেন। আনন্দে, বিস্ময়ে তাঁহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রণাম করিলেন। তৎপর তিনি অশোকের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্লান দীপালোকে তাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্ত না হওয়ায় দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, দীপহস্তে অশোকের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে গেলেন। অপলক নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সম্রাটকে ডাকিলেন]

দেবী ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ [অশোক চমকিয়া চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন]—কে ?

[অশোকের এই আকস্মিক চীৎকারে, ত্রস্তা দেবীর কম্পমান হাত হইতে প্রদীপটি সশব্দে ভূতলে পতিত হইয়া নিভিয়া গেল]

অশোক ॥ [অন্ধকার কক্ষে দীপ পতনের শব্দে এবং পার্শ্বে কেহ দাঁড়াইয়া আছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাতঙ্কে দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—] গুপ্তহত্যা! গুপ্তহত্যা!

[সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ অসি তুলিয়া সম্মুখীন মূর্ত্তির বক্ষে তাহা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ নারীকণ্ঠের নিদারুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল]

অশোক ॥ যবনী! রক্ষী! আলো! আলো!

[যবনী আলো লইয়া ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বীতশোক, খল্লাতক, চণ্ডগিরিক প্রভৃতি ছুটিয়া আসিলেন। কক্ষ আলোকিত হইলে দেখা গেল রক্ত-বন্যার মাঝখানে ভূবলুণ্ঠিতা দেবী! অশোক তাঁহার বুকে অসি বিদ্ধ করিয়া বীভৎস মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান]

অশোক ॥ বধ করেছি! বধ করেছি! [উপস্থিত সকলকে] কে? এ কে?

বীতশোক ॥ একি! দেবী!

অশোক ॥ দেবী?!

বীতশোক ॥ দেবী।

[তৎপর কি হইল, না লেখাই ভাল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপুরীতে মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতার প্রাসাদ

রাত্রি

[সমাজ-উৎসবে নিমন্ত্রিত রাজপুরুষগণ। নটীগণ তাহাদের চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য গীত করিতেছে]

নৃত্য-গীত

মনের-বনের ঋতুর-কোকিল
ক্ষণিক অতিথ্ এই কুটীরে—
ক্ষণিক ভালো বাস্‌লে দু'দিন—
উড়্‌বে আবার মেঘের শিরে !
তোমার দেশের মলয় অনিল,
মোদের প্রাণে জাগায় দোলা,
তোমার মনের হাত-ছানিতে—
করলো সবার প্রাণ উতলা !
মিলন-ক্ষণে বিদায় দিতে
ঝড় এলো যে মোদের চিতে
ছিন্ন-তারে বৃথাই বাজাই—
মোদের মনের ছন্দটিরে !

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্রাটের বর্তমান মানসিক অবস্থায় মহাদেবীর এই উৎসব-আয়োজন আমার বিধেয় বলে মনে হচ্ছে না।

বীতশোক ॥ দেবীর শোচনীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে সৈনিক আমি, আমারও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু সেজন্য আমরা সমাজ-উৎসব করতে পারব না, এও ত হতে পারে না! কি বলেন মহাসচীব?

ব্রহ্মদত্ত ॥ সমাজ-উৎসব কোন নূতন উৎসব নয়। সমাজ-উৎসব পাটলিপুত্রের বহু পুরাতন কৌলিক উৎসব—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বার্ষিক-উৎসব। এ উৎসব কোনমতেই বন্ধ হওয়া উচিত নয়, কিন্তু—

বীতশোক ॥ সম্রাটের বিরক্তি-ভাজন আমি হতে চাই না মহাসচীব। তিনি যে কি মানসিক অশান্তিতে আছেন আমি জানি। কিন্তু উৎসবও ত চাই! তাঁর মানসিক অশান্তি দূর করবার জন্য উৎসবের আরও অধিকতর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুনছি সমস্ত উৎসব নিষিদ্ধ হবে। তা নিতান্ত অন্যায় হবে—কি বলেন মহাসচীব?

ব্রহ্মদত্ত ॥ তা ত বটেই! তা ত বটেই! এই যে মহাদেবী! মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক! যাক কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বীতশোক ॥ [নিমন্ত্রিত রাজপুরুষগণকে] আপনারা প্রাসাদে অপেক্ষা করুন—আমরা আসছি।

[ব্রহ্মদত্ত, বীতশোক ব্যতীত অন্য সকলে প্রাসাদাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অন্যদিক দিয়া খল্লাতক ও লাসিকাসহ তিষ্যরক্ষিতা আসিয়া দাঁড়াইলেন]

খল্লাতক ॥ মন্ত্রণা কি এখানেই হবে ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ নিশ্চয় ! এর চেয়ে ভাল সুযোগ, ভাল স্থান আর কোথায় মিলবে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ?

বীতশোক ॥ এই প্রকাশ্য উৎসবে ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ, এই প্রকাশ্য উৎসবে, যেহেতু এখানে কেউ কোন সন্দেহ করবে না। কি বলেন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ?

খল্লাতক ॥ একথা খুবই সত্য মহাবলাধিকৃত। গুপ্তমন্ত্রণা গুপ্ত-স্থানে হলেই প্রকাশ পায়।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ উৎসবের সকল আয়োজনই প্রস্তুত। দ্বিধা কেন মহাবলাধিকৃত ? কিসের ভয় ? আমরা ত কোন অন্যায় করছি না ! আজ বৈশাখী-পূর্ণিমা। প্রতি বৎসর এই তিথিতে মহাসমারোহে সমাজ উৎসব সম্পন্ন হয় নি ?

বীতশোক। নিশ্চয়ই হয়েছে। সমাজ-উৎসব পাটলিপুত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব। সে একদিন ছিল…যেদিন এই তিথিতে—গত দুই বৎসর পূর্ব্বেও—এই তিথিতে রূপ ও রসের বন্যায় এই প্রাসাদ ভেসে গেছে ! সুবাসিত ফুলের গন্ধে, রূপসীদের কলহাস্যে মর্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি হয়েছে ! সুপক্ক মদিরায় আমরা সন্তরণ করেছি !

ব্রহ্মদত্ত ॥ কাব্যকলার মহাসভা করেছি ! বিরাট এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছে ! আমি স্বয়ং তার কর্ত্তৃত্ব করেছি ! রন্ধনশালায় নানাবিধ ব্যঞ্জন-রচনার জন্য কতলক্ষ প্রাণী যে হত্যা করা হয়েছে তার ইয়ত্তাও ছিল না ! মৃগের মাংস…ময়ূরের মাংস…

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি মহাসচীব !

ব্রহ্মদত্ত ॥ [উজ্জ্বল চোখে] হুঁ৷ ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিছুমাত্র না। ভয় কি ? সাহস চাই। নির্ভয়ে বলা চাই আমরা আমাদের এই কৌলিক সমাজ-উৎসব ক-র্-বো। কোন বাধা আমরা মা-ন-বো না। [নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া] কই ? আর বিলম্ব কেন ?

[আলোর বন্যার মত উৎসব-মত্তা নটীগণের প্রবেশ—ও নৃত্যগীতারম্ভ]

নৃত্য-গীত

আজকে মনের গোপন কথা
পারিজাতের পরাগ মত—
পড়ুক বুকে, পড়ুক মুখে
পড়ুক ঝরে অবিরত !

[হঠাৎ অদূরে ধর্ম্ম-ভেরী বাজিয়া উঠিল। নিমেষে সমস্ত উৎসব যন্ত্রচালিতবৎ বন্ধ হইয়া গেল। যে যেখানে সে সেখানে সেইভাবে স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া ভেরীবাদ্য শ্রবণ করিতে লাগিল]

[ধর্ম্ম-ঘোষের প্রবেশ]

ধর্ম্মঘোষ ॥ —[ঘোষনা করিল]

দেবী, সম্রাটের আদেশে আজ থেকে সমাজ-উৎসব নিষিদ্ধ।

[ধর্ম্মঘোষ প্রস্থান করিল। উপস্থিত সকলে প্রথমটায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল]

খল্লাতক ॥ আজিকার এই সমাজ-উৎসব তবে নিষিদ্ধ হ'ল ?

ব্রহ্মদত্ত ॥ আমি রন্ধনশালার কথাটাই ভাবছি !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আপনাদের কিছুই ভাবতে হবে না। উৎসবের দায়িত্ব আমার। উৎসব হ-বে।

বীতশোক ॥ কিন্তু—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিন্তু নয়, উৎসব হবে। এবং এই উৎসবে আমি সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছি। আপনারা স্বচ্ছন্দমনে উৎসবে যোগদান করুন!

[পূর্ব্ববৎ উৎসব সুরু হইল। নটীগণের নৃত্য-গীত। তিষ্যরক্ষিতা এক পত্র লিখিয়া সেই পত্র সম্রাট-সকাশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কি কাজে উঠিয়া গেলেন]

নৃত্য-গীত

আজকে মনের গোপন কথা
পারিজাতের পরাগ মত—
পড়ুক বুকে, পড়ুক মুখে
পড়ুক ঝরে অবিরত!
ভবন-শিখির পুচ্ছে আজি
সাজাবো সবাই রূপের রাণী,
নিশীথ-রাতে জাগ্‌বে রে চাঁদ,
চল্‌বে মোদের কানাকানি!
সুরার সাথে সুর মিলায়ে—
তুল্‌বো মোরা প্রাণ বিলায়ে,
আজ সখি সব সঙ্গোপনে—
মুখ ফুটে তা কইব কত

বীতশোক ॥ এ কিন্তু সম্রাটের নিতান্ত অন্যায়। এখন আর আমার ভয় হচ্ছে না—ক্রোধ হচ্ছে!

খল্লাতক ॥ এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না মহাবলাধিকৃত, যে যুদ্ধে জয়লাভ করে মানুষের মনে কি করে দুঃখ হয়! পরাজয়ের পর এমনিধারা বৈরাগ্য স্বাভাবিক। কিন্তু চরম জয়লাভ করার পর—

বীতশোক ॥ আমি বুঝতে পেরেছি মহাসান্ধিবিগ্রাহক! সম্রাটের মস্তিষ্ক-বিকার হয়েছে, চিকিৎসার আবশ্যক। রাজকার্য্য ওঁকে দিয়ে আর কিছুতেই চলবে না।

খল্লাতক ॥ বীতশোক! বীতশোক! কত আশা করে—কত কামনা বুকে নিয়ে আমি সম্পদে বিপদে ওর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছি! মান-সম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে ওর পক্ষ সমর্থন করেছি! নিজের জীবন বিপন্ন করে ওর সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করেছি! সে কি এরই জন্য? আমার কল্পনাকে মূর্তিমতী করতে পারে যে মহামানব, ওকে আমি সেই মহামানব ভেবেছিলাম! ও যদি সে মহামানব নয়, ও আমার কেউ নয়—কেউ নয় বীতশোক!

বীতশোক ॥ না—না মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! সম্রাটকে আপনি বাল্যাবধি রক্ষা করে এসেছেন। এখন আপনিই তাঁকে রক্ষা করুন। আমার বুদ্ধি নাই কিন্তু এই অসি আছে—

[হঠাৎ অদূরে ঘনঘন শঙ্খনাদ ও ভেরীবাদ্য। উন্মত্তার মত তিষ্যরক্ষিতা ছুটিয়া আসিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সে এসেছে! সে এসেছে!

[ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বাহিরে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিলেন]

থল্লাতক ॥ কে এসেছে দেবী?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [এই প্রশ্নে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন থল্লাতক ও বীতশোক! লজ্জা ও সঙ্কোচে··, কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া] কি জানি কে! আমি জানি না।

[বাহিরে পুনরায় শঙ্খনাদ ও ভেরীবাদ্য। তিষ্যরক্ষিতা পুনরায় বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। গবাক্ষে ছুটিয়া গিয়া পুনরায় বাহিরে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত]

বীতশোক ॥ কে এল? কে?

[তিষ্যরক্ষিতা পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন। বীতশোক গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পথরোধ করিলেন]

থল্লাতক ॥ আমি দেখছি—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] না।

থল্লাতক ॥ সম্রাট বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তকে পাটলিপুত্রে নিমন্ত্রণ করেছেন। হয় ত তিনিই এলেন!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ না—না—তিনি নন!

থল্লাতক ॥ আমি দেখে আসছি—

[গমনোদ্যত হইলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ না। আপনি যাবেন না।

বীতশোক ॥ [ইতিমধ্যে তিনি গবাক্ষে গিয়া দাঁড়াইলেন—বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন] তক্ষশিলার রথ বলে মনে হচ্ছে !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া চরম আগ্রহে] কই ? কোথায় ? [গবাক্ষের দিকে ছুটিলেন]

খল্লাতক ॥ তবে কি কুনাল ? কিন্তু, তার ত তক্ষশিলার কাজ এখনও শেষ হয়নি—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [খল্লাতকের দিকে ফিরিয়া] না—না—সে কেন আসবে ? [কাহার পদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। চরম ব্যাকুলতায় একরূপ চীৎকার করিয়াই উঠিলেন] কে ?

[কাঞ্চনমালার প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ একি ! কাঞ্চন তুমি !

কাঞ্চন ॥ আমি এইমাত্র এলাম। বলুন ত আমার সঙ্গে কে এসেছেন ?

খল্লাতক ॥ কে কাঞ্চন ?

[তিষ্যরক্ষিতা উদ্‌ভ্রান্তার মত একবার কাঞ্চনের দিকে আর একবার দ্বারপথে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন]

কাঞ্চন ॥ শুনলে আশ্চর্য্য হবেন !

বীতশোক ॥ কে ? কুনাল ?

কাঞ্চন ॥ [হাসিয়া] না।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ না !

বীতশোক ॥ তবে—?

কাঞ্চন ॥ ভগবান উপগুপ্ত। কলিঙ্গ থেকে তিনি তক্ষশিলা যান। সেখানে একটা বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন করে আমরা এখানে এলাম। আপনারা এখনও এখানে! সম্রাট যে—

বীতশোক ॥ এই যে আমরা যাচ্ছি। আসুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

[উভয়ে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন]

কাঞ্চন ॥ [ধীরে ধীরে তিষ্যরক্ষিতার সম্মুখে গিয়া] আপনি কুমারকে পত্র লিখেছিলেন তিষ্যাদেবী ?

[তিষ্যরক্ষিতার চোখ দুটি জ্বলিতেছিল। কোন উত্তর দিলেন না]

কাঞ্চন ॥ আপনি তাঁকে এখানে আসতে লিখেছিলেন? তাঁর জন্যই আজ আপনি মহাসমারোহে সমাজ-উৎসবের আয়োজন করেছেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [আর তাহার লজ্জা-সঙ্কোচ নাই—। দৃপ্তকণ্ঠে] হাঁ, করেছি।

কাঞ্চন ॥ কিন্তু তিনি আসবেন না।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কেন আসবেন না?

কাঞ্চন ॥ এখনও তাঁর আসবার সময় হয়নি।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এ কি তাঁর কথা—না—তোমার?

কাঞ্চন ॥ তাঁরই কথা তিষ্যাদেবী। আমি তাঁকে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি এলেন না। তিনি আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমি চাই না।

কাঞ্চন ॥ পড়বেনও না! এ পত্রে খুব সুন্দর একটি গল্প আছে। আমায় বলেছেন ঐ গল্প নিয়ে আপনি যেন একটা নাটক লেখেন।

খুব সুন্দর গল্প। মথুরায় পরমা রূপসী এক নটী ছিল, নাম ছিল তার বাসবদত্তা।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [কাঞ্চনের হাত হইতে পত্র কাড়িয়া লইয়া] তুমি থাম—আমি পড়ছি। [রুদ্ধনিশ্বাসে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বীতশোক ফিরিয়া আসিলেন]

কাঞ্চন ॥ [বীতশোককে] ফিরে এলেন যে!

বীতশোক ॥ আমরা স্থির করলাম আমরা কেউ যাব না—এখানে উৎসবই করব।

কাঞ্চন ॥ আপনাদের আবার অভিনয় করতে হবে। কুমার গল্প পাঠিয়েছেন—সেই গল্প নিয়ে তিষ্যাদেবী নূতন নাটক লিখবেন।

বীতশোক ॥ বটে—বটে! তাহলে দিমেকাসকে···না—না, দিমেকাস নয়। দিমেকাস বড়ই বিপদ সংঘটন করিয়া থাকে। এ নাটকের প্রযোজনা করব আমি। বল—বল কাঞ্চন, কুনাল কি গল্প পাঠিয়েছে বল—দিমেকাসের পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে আমি শুনতে চাই—

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী—!

[তিষ্যরক্ষিতা তৎক্ষণাৎ পত্রখানি সরোষে মুষ্টিমধ্যে সম্পূর্ণ পুরিয়া ফেলিয়া, কাঞ্চনের প্রতি অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া ··সক্রোধে চলিয়া গেলেন]

বীতশোক ॥ [তিষ্যরক্ষিতার ঐ ভাব দেখিয়া কাঞ্চনকে] এ কি! নূতন নাটক অভিনয় আরম্ভ হল না কি? তুমি বল—বল কাঞ্চন—অভিনয় করবার জন্য আমার মন ছটফট্ করছে!

কাঞ্চন ॥ [পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া] খুব সুন্দর গল্প! শুনলে অভিনয় না

করে থাকতে পারবেন না। মথুরা নগরীতে পরমাসুন্দরী এক নটী ছিল, নাম ছিল তার বাসবদত্তা।

বীতশোক ॥ তিষ্যাদেবী—এ ভূমিকা তিষ্যাদেবীর।

কাঞ্চন ॥ বাসবদত্তার মত রূপ কেউ কখনও দেখে নাই। দেশশুদ্ধ লোক তার দৃষ্টিপ্রসাদ পাবার জন্য পাগল হয়ে ফিরত! কিন্তু সে কাকে ভালবাসত কেউ তা জানত না!

বীতশোক ॥ নটী কাউকে কখন ভালবাসে না—ভালবাসতেও জানে না।

কাঞ্চন ॥ আগে শুনুন সবটা। সেদিন ছিল অমাবস্যা। সেই অমাবস্যার অন্ধকারে বাসবদত্তা অভিসারে বের হয়েছে। হঠাৎ কার অঙ্গে তার চরণ ঠেকল!

বীতশোক ॥ হয়ত কোন এক মাতাল! এটা আমি পারব কাঞ্চন।

কাঞ্চন ॥ না—না, শুনুন। বাসবদত্তার হাতে ছিল প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে চেয়ে দেখল যার অঙ্গে তার চরণ ঠেকল সে পরমসুন্দর এক তরুণ তাপস!

বীতশোক ॥ তবে কুনাল।

কাঞ্চন ॥ বাসবদত্তার চরণ-স্পর্শে তাপস ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলেন। রূপ দেখে জীবনে সেই প্রথম বাসবদত্তা চমকে উঠল! তার সঙ্গে তার আবাসে যাবার জন্য বাসবদত্তা তাকে সকাতরে নিমন্ত্রণ করল!

বীতশোক ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—তারপর?

কাঞ্চন ॥ কিন্তু তরুণ তাপস তাকে বললেন "এখনও আমার সময় হয় নি। যে দিন সময় হবে সেদিন আমি বিনা নিমন্ত্রণেই তোমার কুঞ্জে যাব।"

বীতশোক ॥ অন্তরালে দাঁড়িয়ে থেকে শুনলাম তিষ্যাদেবী কুনালকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কুনাল বলে পাঠিয়েছে "এখনও আমার সময় হয়নি।"···অভিনয় তবে কি আরম্ভ হয়ে গেছে কাঞ্চন ?

কাঞ্চন ॥ না—না, আমি গল্পই বলছি। বলুন ত সেই তরুণ তাপস কে ?

বীতশোক ॥ কে কাঞ্চন ?

কাঞ্চন ॥ ভগবান উপগুপ্ত।

বীতশোক ॥ অশীতিপর বৃদ্ধ, তরুণ তাপস ? বরং বল কুনাল।

কাঞ্চন ॥ এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু তিনি ত একদিন তরুণ ছিলেন !

বীতশোক ॥ এ কাহিনী কি সত্য ?

কাঞ্চন ॥ সত্য। তারপর শুনুন। কিছুদিন পর দেশে এল নিদারুণ মহামারী। সেই দুরন্ত ব্যাধি রূপসী-শ্রেষ্ঠা বাসবদত্তাকে আক্রমণ করল।

বীতশোক ॥ তিষ্যাদেবী সম্মত হলে হয় ! আচ্ছা, তারপর—?

কাঞ্চন ॥ পুরবাসীরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তাকে নগর-প্রাচীরের বাইরে পরিত্যাগ করে চলে এল ! সেদিন ছিল পূর্ণিমা-রজনী। মাথার ওপর দিয়ে পাপিয়া গান গেয়ে উড়ে গেল। মুমূর্ষু বাসবদত্তা হঠাৎ অনুভব করল সে সেই জনহীন প্রান্তরে একা নয় ! কে যেন এসেছে ! কে যেন তাকে কোলে টেনে নিল ! তার রোগক্লিষ্ট-দেহে চন্দন-প্রলেপ দিয়ে বলল "এইবার আমার সময় হয়েছে বাসবদত্তা ! আমি এসেছি !" বাসবদত্তা চেয়ে দেখল তার আজিকার সেই অনাহূত অতিথি আর কেউ নয়, সে রাত্রির সেই তরুণ তাপস !

অশোক]

[কাঞ্চনের কথামধ্যে তিষ্যরক্ষিতা পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

বীতশোক ॥ কুনাল, না—না, উপগুপ্ত।

কাঞ্চন ॥ উপগুপ্ত! ভগবান উপগুপ্ত!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [সক্রোধে] মহাবলাধিকৃত!

বীতশোক ॥ আমার ভুল হইয়াছিল মহাদেবী! কুনাল নয়, উপগুপ্ত।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [জ্বালাময় দৃষ্টিতে] কাঞ্চন!…নাটকই যদি লিখতে হয় কাঞ্চন, আমি সে নাটকের পরিসমাপ্তি করব অন্য রকমে!

কাঞ্চন ॥ কি রকম?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কি রকম?

যে পদ্ম-আঁখির এত দর্প…
সেই পদ্ম-আঁখি আমি—

[শিহরিয়া উঠিলেন]

কাঞ্চন ॥ বলুন—বলুন—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ বলবার সময় এখনও হয়নি! [ত্বরিৎপদে প্রস্থান]

বীতশোক ॥ আমি বরাবর দেখেছি কাঞ্চন, তিষ্যাদেবীর মত অভিনয় কেউ করতে পারে না, কেউ না! দেখলে কেমন চলে গেল! চমৎকার!

কাঞ্চন ॥ [সাতঙ্কে] একি! আমার বুক কাঁপছে কেন! [বিষম চঞ্চল হইয়া পড়িয়া] না—না, এ কি হল! তিষ্যাদেবী—তিষ্যাদেবী—

[তিষ্যরক্ষিতার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া প্রস্থান]

বীতশোক ॥ এও ত মন্দ করল না! চমৎকার!

[খল্লাতক প্রভৃতি রাজপুরুষগণের প্রবেশ]

দেখুন, উপগুপ্ত হঠাৎ পাটলিপুত্রে কেন এলেন! সম্রাট কি··· শুনুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, আমাদের আর নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ।

খল্লাতক ॥ যা শুনে এলাম, তাতে আমারও ত তাই মনে হচ্ছে। কলিঙ্গ জয়ের পর সম্রাট এতদিন বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী-ই ছিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু আগামীকাল তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হবেন।

বীতশোক ॥ বলেন কি!

খল্লাতক ॥ হাঁ, উপগুপ্তই তাঁকে দীক্ষা দেবেন।

বীতশোক ॥ অসম্ভব। আমার বোধ হয় আপনার সংবাদ সত্য নয় মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক ॥ দীক্ষার আয়োজন করবার জন্য সম্রাট আমাকে স্বয়ং আদেশ দিয়েছেন বীতশোক! এবং এই মুহূর্ত্তে তিনি উপগুপ্তের সম্মুখে ঘোষণা করেছেন—আজ হতে অহিংসা তাঁর ধর্ম্ম; প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, তাঁর মন্ত্র; তাঁর অসি চিরদিনের তরে কোষবদ্ধ হল!

বীতশোক ॥ আমি বিদ্রোহ করলাম মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! তিনি তাঁর অসি কোষবদ্ধ করুন! আমি আমার অসি কোষমুক্ত করলাম!

খল্লাতক ॥ সাধু! সাধু! রাজ্য বিস্তার তোমার কর্ম্ম। যুদ্ধই তোমার ধর্ম্ম। তুমি সৈনিক। ভীরুতা,···কাপুরুষতা তোমার ভ্রাতাকে আচ্ছন্ন করেছে। তুমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে সিংহাসনে উপবেশন কর। মগধের রাজমুকুটে তোমার শির অলঙ্কৃত হোক।

জনৈক রাজপুরুষ ॥ আমরা' সকলেই আপনার সঙ্গে যোগদান করব মহাবলাধিকৃত!

অন্যান্য রাজপুরুষগণ ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বীতশোক ॥ উত্তম, তবে তাই হোক। বংশ গরিমা রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। হাঁ, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছি। আমার পথ অন্ধকার নয়। এই অসির দীপ্তিই আমার পথ আলোকিত করবে। আসুন, কে আমায় অনুসরণ করবেন, আসুন!

[সদলবলে প্রস্থানোদ্যত,—সদলবলে তিষ্যরক্ষিতা আসিয়া বীতশোকের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এ কি! আপনারা সব কোথায় যাচ্ছেন! আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে! আমি কি দোষ করলাম?

বীতশোক ॥ আজ থেকে আমরা বিদ্রোহ করলাম।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে আমার এই যে উৎসব—তার নাম কি বিদ্রোহ নয়? সে বিদ্রোহ সর্ব্বাগ্রে করেছে কে?

বীতশোক ॥ তুমি দেবী!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এই অপমানই বুঝি তার পুরস্কার?

খল্লাতক ॥ এ তিরস্কারের অধিকার সত্যই তোমার আছে দেবী!

বীতশোক ॥ সত্যই আমার অন্যায় হয়েছে দেবী! আমাকে মার্জ্জনা কর।...[সকলের প্রতি] সমাজ-উৎসবের শেষ অধ্যায় পানোৎসব। বন্ধুগণ! আমাদের বহুকালের কৌলিক-উৎসব আজ নিষিদ্ধ হয়েছে! পানোৎসবে যোগদান করে, আসুন, আমরা সম্রাটের এই অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ জানাই!

[বীতশোক ও তিষ্যরক্ষিতা সকলকে মদ্য-পরিবেষণ করিলেন। অবশেষে, উভয়ে পাত্র বিনিময় করিয়া…সকলে যুগপৎ মদ্যপান করিলেন। তিষ্যরক্ষিতার নেতৃত্বে গান আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিতাগণ মহা-উৎসাহে নৃত্য-গীতে মত্ত হইলেন। বীতশোকও তাহাতে সোৎসাহে যোগদান করিলেন]

গান

তিষ্যরক্ষিতা : ভাঙ্‌বো এবার লোহার বাঁধন

নর্ত্তকীগণ : মুক্ত-পাখী—সাজ্‌বে না তোর
ঘরের কোনে ধর্ম্ম-কাঁদন।

তিষ্যরক্ষিতা : ঢাল্‌না সুরা পাত্র পুরে—
বাজুক বাঁশী রাত্র জুড়ে;

নর্ত্তকীগণ : অসীম সুনীল আকাশ তলে
চলুক মোদের রূপের মাতন।

তিষ্যরক্ষিতা : উৎসবে আজ জ্বাল্ না আলো—
সেই তাড়াবে নিষেধ-কালো!

নর্ত্তকীগণ : ধর্ম্ম-ভীরু নইকো মোরা
সে যে মোদের মর্ম্ম-যাতন।

বীতশোক ॥ আমাদের বিদ্রোহের জয়যাত্রা এখান থেকেই সুরু হোক!

[উন্মুক্ত উদ্যত অসি-হস্তে বীতশোক সহ উপস্থিত রাজপুরুষগণ বিদ্রোহার্থে অগ্রসর হইতেই···অশোক ও তৎপশ্চাতে যবনীর প্রবেশ]

অশোক ॥ বিদ্রোহের আবশ্যকতা নাই। [অশোকের এই আকস্মিক উপস্থিতিতে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। অশোকের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাঁহারা অপরাধীর মত অবস্থান করিতে লাগিলেন]

অশোক ॥ [ধীরে ধীরে বীতশোকের সম্মুখে গিয়া] সিংহাসনে উপবেশন কর। রাজ্যশাসন কর।

বীতশোক ॥ তুমি ?

অশোক ॥ সাতদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করছি। আগামীকাল বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে সাতদিন গুরু-সকাশে ধর্ম্মপদ অধ্যয়ন করব।

বীতশোক ॥ না—। ঐ মিথ্যাধর্ম্ম তুমি গ্রহণ করতে পারবে না। যে ধর্ম্মের মতে যৌবন মিথ্যা, জরাই সত্য,···জীবন মিথ্যা, মৃত্যুই সত্য, সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, মিথ্যা মোহ।

অশোক ॥ জরা সত্য নয় ? মৃত্যু সত্য নয় ? উত্তম। রাজত্ব করবে মাত্র সাতদিন। অষ্টম দিবসে—

বীতশোক ॥ অষ্টম দিবসে—?

অশোক ॥ প্রা-ণ-দ-ণ্ড !

বীতশোক ॥ কি অপরাধে ?

অশোক ॥ তোমার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার অপরাধে !

বীতশোক ॥ আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নি।

অশোক ॥ তিষ্যরক্ষিতা—!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ, বিদ্রোহ করেছ। আমি তার সাক্ষী।

বীতশোক ॥ [তিষ্যরক্ষিতার এই আচরণে যেরূপ বিস্মিত হইলেন, জীবনে কখনও অত বিস্মিত হন নাই। তাহার সম্মুখে গিয়া, চোখে চোখে চাহিয়া] আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নি। [অশোকের উদ্দেশ্যে] আমি তোমার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি !

অশোক ॥ হাঁ, আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু আমি সম্রাটও ! অহিংসা আমার পরম ধর্ম্ম, কিন্তু রাজধর্ম্মও আমার অক্ষুণ্ণ আছে। দুষ্কৃতের দমন এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজন হলে, রক্তপাত করতেও আমি কুণ্ঠিত হব না !

খল্লাতক ॥ কুণ্ঠিত হবে না ?

অশোক ॥ না।

খল্লাতক ॥ কিন্তু আমি বুঝেছিলাম অন্যরূপ। যাক্। আমিও তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম সম্রাট ! আমিও দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত !

অশোক ॥ সাতদিন পর আমি আপনার বিচার করব মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক ! কিন্তু তাই বলে এই সাতদিন আপনার বিশ্রাম নাই। এই সাতদিনের মধ্যে আপনি মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আমার অনুশাসনগুলি প্রেরণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। যবনী, মস্যাধার—লেখনী—[যবনী উহা আনিতে গেল] রাত্রি গভীর !

[সম্রাটকে অভিবাদনান্তে অন্য সকলের প্রস্থান। যবনী মস্যাধার-লেখনী প্রভৃতি পত্রোপকরণ আনিয়া সম্রাটের সম্মুখে ধরিল। সম্রাট সুখাসনে বসিয়া পত্র-রচনা আরম্ভ করিলেন। তিষ্যরক্ষিতা ব্যজনী লইয়া সম্রাটকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন]

অশোক ॥ [পত্র রচনা করিতে করিতে তিষ্যরক্ষিতার উদ্দেশ্যে] দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার অপরাধ ?

অশোক ॥ আমার নিষেধ অবগত হয়েও তুমি আজ এখানে উৎসব করেছ।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তার ফলেই বিদ্রোহের বিষয় অবগত হতে পেরেছি! যথাসময়ে যথাস্থানে সে সংবাদ দিয়ে সম্রাটকে সাবধান করতে পেরেছি !

অশোক ॥ ও কথায় আমি ভুলব না ! তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ করেছি।

অশোক ॥ কেন ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার অধিকার আছে।

অশোক ॥ অধিকার ! কি অধিকার ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ বলছি, তোমার পত্র লেখা আগে শেষ হোক্—

অশোক ॥ [পত্র লেখা শেষ হইলে নিজ অঙ্গুরীয়ক দ্বারা পত্র মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যবনীর প্রতি] যবনী, তক্ষশিলার পারাবত—

[যবনী পারাবত আনিতে গেল]

কাঞ্চন আজ এখানে এসেছে।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ জানি।

অশোক ॥ কিন্তু কুনাল আসে নি। তার আঁখিপদ্মদুটি কতদিন

দেখি নি! তাই তাকে এখানে প্রেরণ করবার জন্য তক্ষশিলার রাজুককে পত্র দিচ্ছি। কুনাল আসেনি কেন জান?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ইতস্ততঃ করিয়া] আমি জানি না।

অশোক ॥ কাঞ্চন বলল সে বলেছে "এখনও সময় হয় নি।" কেন যে হয়নি বুঝলাম না। ভগবান উপগুপ্ত বললেন "ও বোধিসত্ত্ব।" শুনে অবধি ওকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ নিতান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে, কি জানি কেন তাকে এখানে আনতে আমার আতঙ্কও হচ্ছে। আমি যাকে চাই, তাকে পাই না, যাকে চাইনা··· তাকে [হঠাৎ] আমার আদেশ অমান্য করে তুমি উৎসব করেছ। কেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমাকে চাওনা বলেই কি হঠাৎ ঐ প্রশ্ন?

অশোক ॥ উত্তর দাও—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ মনে করে দেখ সম্রাট, তুমি যাকে চেয়েছিলে, আমি বলেছিলাম তুমি তাকে পাবে না। তুমিই বলেছিলে আমার কথা যদি সত্য হয়, আমারি হবে জয়, এবং আমি যথেচ্ছা জয়োৎসব করতে পারব। তুমি ত দেবীকে আনতে পার নি! এ আমার সেই জয়োৎসব!

অশোক ॥ কোন নারী যে এত নির্ম্মম হতে পারে, আমার জানা ছিল না!···হাঁ, দেবীকে আমি আনতে পারিনি। শুধু আনতে পারিনি নয়, আমি তাকে স্বহস্তে—···[আর বলিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া] আঘাত করতে তুমি আমায় কিছুমাত্র ত্রুটি করলে না তিষ্যরক্ষিতা! কিন্তু ভগবান বুদ্ধের কৃপায় আজ আমার আঘাত

সইবার ক্ষমতা এত বেশী যে তুমি তা ধারণাও করতে পার না!

[তিষ্যরক্ষিতার প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [তাহার চোখে-মুখে জয়ের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু অশোকের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশোক-লিখিত পরিত্যক্ত পত্রখানি ছুটিয়া গিয়া তুলিয়া লইলেন—এক নিশ্বাসে উহা পাঠ করিয়া চারিদিকে একবার দেখিয়া লইয়া ঐ পত্রে কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিয়া বাহিরে কাহার পদশব্দে অপরাধিনীর মত চমকিয়া উঠিয়াই পত্রখানি লুকাইয়া ফেলিলেন]...কে?

[পারাবত হস্তে যবনীর প্রবেশ]

যবনী ॥ [অভিবাদনান্তে] তক্ষশিলার পারাবত—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ দাঁড়াও—!

[আলুথালুবেশে কাঞ্চনমালার প্রবেশ]

তুমি! [চীৎকার করিয়াই উঠিলেন!] এখানে কেন?

কাঞ্চন ॥ [চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে] জানিনা কেন! কে যেন আমায় এখানে টেনে আনল! কেন যেন আমার শুধুই মনে হচ্ছে তুমি—তুমি—তুমি—

[তিষ্যরক্ষিতা নির্মম নিয়তির মত দক্ষিণ হস্ত যবনীর দিকে প্রসারিত করিলেন। যবনী তাহার হস্তস্থিত পত্র লইবার জন্য করপুট বিস্তার করিল। পত্র যবনীর করপুটে পতিত হইল]

কাঞ্চন ॥ [উহা দেখিয়াই চমকিয়া…শিহরিয়া…উঠিলেন, সাতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]—ও কি ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাটের পত্র !

কাঞ্চন ॥ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমার চোখের আলো নিভে যাচ্ছে ! চারিদিকে আমি অন্ধকার দেখছি !…তিষ্যা-দেবী ! আমার চোখ গেল—চোখ গেল ! [তিষ্যরক্ষিতার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ, গেল…[অঙ্গুলি সঙ্কেতে ইঙ্গিত মাত্র যবনী বাতায়ন-পথে তক্ষশিলার পারাবত আকাশে ছাড়িয়া দিল।—তিষ্যরক্ষিতার চোখে-মুখে সয়তানি হাসি ফুটিয়া উঠিল]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

[মিত্রা গান গাহিতেছিল। অশোক তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। অশোকের পরিধানে ভিক্ষুর বেশ। মিত্রার পরিধানেও গৈরিক বসন]

গান

থেমেছে ঝড়-বাদল !

ব্যথাতুর প্রাণে ছড়াবো আজিকে স্নিগ্ধ শান্তি-জল !

তোমার পরাণে নিভে যাক্ আজ প্রখর সূর্য্যালোক,

হৃদয়-গগনে চাঁদের-অমিয় আরো মধুময় হোক।

ঝড় থেমে গেছে, সরোবর বুকে শশী করে টলমল !

রক্ত-সায়রে উঠুক ফুটিয়া ব্যথার লাল-কমল !

[গীত মধ্যেই রাজমুকুট হস্তে বীতশোকের প্রবেশ। বীতশোককে দেখিলে চেনা যায় না। সাতদিনে মৃত্যুভয়ে তিনি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার চোখে-মুখে বৈরাগ্যজাত শান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। মিত্রার গান শেষ হইলে বীতশোক ধীরে ধীরে অশোকের সম্মুখে নতজানু হইয়া রাজমুকুট প্রত্যর্পনার্থে হস্ত প্রসারণ করিলেন]

বীতশোক ॥ আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত—

[অশোক রাজমুকুট লইয়া মিত্রার হাতে দিয়া বীতশোকের মুখপানে চাহিলেন]

মৃত্যুকে আর আমি ভয় করি না। আমাকে দণ্ড দাও !

অশোক ॥ [কি ভাবিলেন। ধীরে ধীরে গিয়া ত্রিপিটক আনিয়া বীতশোকের প্রসারিত করে রক্ষা করিলেন]…দণ্ড দিলাম। [বীতশোক পরমানন্দে সশ্রদ্ধচিত্তে ত্রিপিটক মাথায় ঠেকাইলেন] বীতশোক! ভাই! [অশোক বীতশোককে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন]

[রাধাগুপ্তের প্রবেশ]

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ কি মহামাত্য?

রাধাগুপ্ত ॥ পাটলিপুত্রের মহাবিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি—

অশোক ॥ বলুন—

[রাধাগুপ্ত ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন]

বলুন, বলুন মহামাত্য! মহাবিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি—?

রাধাগুপ্ত ॥ এক ব্রাহ্মণ রাত্রিযোগে ধ্বংস ক'রেছে।

অশোক ॥ ধ্বংস ক'রেছে! বুদ্ধমূর্ত্তি—?

রাধাগুপ্ত ॥ হাঁ সম্রাট, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম…মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ!

অশোক ॥ ব্রাহ্মণ সে মূর্ত্তি ধ্বংস ক'রেছে! ব্রাহ্মণ!

[রাধাগুপ্ত অশোকের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মস্তক অবনত করিলেন]

কোথায় সেই ব্রাহ্মণ?

রাধাগুপ্ত ॥ পলায়ন ক'রেছে সম্রাট!

অশোক ॥ আমার শ্রীবুদ্ধ চূর্ণ বিচূর্ণ! ব্রাহ্মণ! অথচ ব্রাহ্মণকে আমি সম্মান করি! আমি সেই ব্রাহ্মণের মস্তক চাই—আজ রাত্রেই।—

অন্যথায়, কাল প্রাতেই সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রত্যেকের মস্তক চাই। এই মুহূর্ত্তে নগরে ঘোষণা করুন মহামাত্য, যে সেই ব্রাহ্মণের ছিন্ন শির আমাকে উপহার দেবে, আমি তাকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দেব।

[রাধাগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত। বীতশোক এই আদেশে কাতর হইলেন]

বীতশোক ॥ মহামাত্য! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।···সম্রাট, আর হিংসা নয়! রক্ত-ধারায় ধরণী সিক্ত হ'য়েছে সম্রাট! রক্তপাত আর নয় সম্রাট!

অশোক ॥ মহামাত্য—

[রাধাগুপ্তকে চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রাধাগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে বীতশোক অশোককে পরম মিনতি-সহকারে বলিলেন]

বীতশোক ॥ এইমাত্র—এইমাত্র তোমারই গুরুর মুখে তাঁর বাণী শুনে এলাম। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। মৃত্যু ভয়েই, হে সম্রাট, আজ আমার এই পরিবর্ত্তন! দয়া ক'রে এ আদেশ প্রত্যাহার কর সম্রাট!

অশোক ॥ না মহামাত্য!

[মহামাত্য প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

বীতশোক ॥ [মরিয়া হইয়া] মহামাত্য! সম্রাট!

অশোক ॥ না।

বীতশোক ॥ না! [ত্রিপিটক রাখিয়া দিয়া] সম্রাট, এ অনুরোধ আমি—

আমি করছি সম্রাট! অনুরোধ ক'রছে সে—যে এক কলিঙ্গেই লক্ষ লোক হত্যা ক'রেছে—যে সেই হত্যাদৃশ্য দেখে আনন্দে, উল্লাসে পৈশাচিক অট্টহাস্য হেসে উঠেছে—যে অট্টহাস্যে তুমি···তুমি যে সম্রাট—তুমিও শিউরে উঠতে! ক'টা লোক স্বহস্তে তুমি হত্যা ক'রেছ সম্রাট? আর আমি—[শিহরিয়া উঠিয়া] ওঃ সেই আমি সম্রাট, তুচ্ছতম যে কীট, ক্ষুদ্রতম যে প্রাণী—তাদের ক্লেশও আজ সইতে পারি না। দয়া কর সম্রাট! আমার এই নব-জীবনের প্রথম প্রভাতে তোমার কাছে সানুনয়ে, সকাতরে প্রার্থনা ক'রছি—হত্যার আদেশ প্রত্যাহার কর—প্রত্যাহার কর—

অশোক ॥ না মহামাত্য।

[মহামাত্যের প্রস্থান]

বীতশোক ॥ রক্তপাতে তুমি এখনও তৃপ্ত হওনি সম্রাট! তৃপ্ত নও!··· তৃপ্তি? তৃপ্তি? আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা!

[প্রস্থান]

মিত্রা ॥ তুমি বড় নিষ্ঠুর বাবা। আমাদের দেশের সমস্ত লোক তুমি মেরে ফেলেছ। আমাকেও তোমার লোকেরা মেরে ফেলত আর একটু হলে!

[অশোক মিত্রাকে বুকে টানিয়া লইলেন]

আমার মাকে তুমি কেটে ফেললে। তোমার মনে তারপর দয়া এল, তুমি ভাল হ'য়ে গেলে। আবার কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ বাবা? যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইব না। [সরিয়া গেল]

অশোক ॥ মিত্রা, শোন্, শোন্—

মিত্রা ॥ আচ্ছা, এতবার তুমি ঠকেছ, তবু আজও তোমার বুদ্ধি হ'ল না?

অশোক ॥ বুদ্ধি হ'ল না · বুদ্ধি হ'ল না!

· [হঠাৎ দ্বারস্থ প্রতিহারীর প্রতি]

মহামাত্য! [প্রতিহারী গমনোদ্যত হইল] না, থাক।

মিত্রা ॥ থাক কেন? আবার কিন্তু তুমি ঠ'কবে তা আমি ব'লে রাখছি—

অশোক ॥ ঠ'কি ঠ'কব।

মিত্রা ॥ শেষে আবার ত কাঁদবে। সারারাত ত এমনি ঘুমুতে পার না। ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠ।

অশোক ॥ তোকে আমার কাছ থেকে না তাড়াতে পারলে চ'লছে না মিত্রা।

মিত্রা ॥ কেই-বা আর তোমার কাছে থাকছে ব'ল? তিষ্যাদেবী ত কাছেই আসেন না। তক্ষশিলা থেকে কাঞ্চন দেবী এলেন, ভাবলাম বেশ হ'ল—তা যে রাত্রে এলেন সেই রাত্রেই চ'লে গেলেন। একে একে দেখছি তোমার কাছ থেকে সবাই পালাবে!

অশোক ॥ ব'লতে পারিস কাঞ্চন কেন চ'লে গেল? কোথায় গেল?

মিত্রা ॥ কি ক'রে ব'লব? শুনলাম, যে রথে এসেছিলেন, সবাই যেই ঘুমুল, সেই রথেই চ'লে গেলেন।

অশোক ॥ তক্ষশিলাতেই চ'লে গেছে, কি বলিস?

মিত্রা ॥ হবে। আমিও যাব।

অশোক ॥ কোথায়? কোথায় যাবি মিত্রা?

মিত্রা ॥ বল ত!

অশোক ॥ কলিঙ্গে?

মিত্রা ॥ না। সেখানে কি আর যাওয়া যায়?

অশোক ॥ [ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর] তুই কোথায়ও যাবিনে। আমাকে ছেড়ে কি ক'রে যাবি? আর তোকে ছেড়ে আমিই বা কি ক'রে থাকব মিত্রা?

মিত্রা ॥ তোমার বাবা তোমায় ছেড়ে যায়নি? তোমার মা? আমার মা—?

অশোক ॥ না, ওরে না, আমায় ছেড়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না।

মিত্রা ॥ সব ঠিক হ'য়ে গেছে যে—! না ব'ল না লক্ষ্মী বাবা!

অশোক ॥ কোথায় যাওয়া হবে শুনি?—

মিত্রা ॥ গান গেয়ে গেয়ে আমি যাব। বুদ্ধের জয় গেয়ে আমি পাহাড় পার হব। ধর্ম্মের জয় গেয়ে মরুভূমি পার হব। সঙ্ঘের জয় গেয়ে সাগর পার হব। পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, সাগর মুগ্ধ হ'য়ে আমার গান শুনবে! ভালবেসে আমার পথ ক'রে দেবে! সাগরের ওপারে রাক্ষসদের সেই দেশ। লোকেরা সব ঘুমিয়ে আছে। রাক্ষসরা রূপার কাঠি ছুঁইয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। আমার হাতে থাকবে সোনার কাঠি। আমি যেন সেই রাজকন্যা। সোনার কাঠি যেই ওদের চোখে ছোঁয়াব, ওরা জেগে উঠবে। জেগে উঠেই আমার সঙ্গে গাইবে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

[ভিক্ষাপাত্র হাতে উপগুপ্তের প্রবেশ। সঙ্গে ভিক্ষু মহেন্দ্র]

উপগুপ্ত ॥ সম্রাট, কাল তুমি সঙ্ঘে তোমার পুত্র মহেন্দ্রকে দান করেছ। আজ কি দান করবে সম্রাট ?

মিত্রা ॥ [সোৎসাহে অশোককে] আমাকে, বাবা, আজ আমাকে—

অশোক ॥ [সাতঙ্কে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া] মিত্রা! [তাহাকে বুকে টানিয়া নিয়া] কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রভু !

উপগুপ্ত ॥ তোমার কল্যাণে সঙ্ঘে সুবর্ণের অভাব নাই। ধনরত্ন দানে তোমার ক্লান্তি নাই। তোমার রাজকোষের দ্বার সঙ্ঘের জন্য সর্ব্বদাই ত উন্মুক্ত রয়েছে সম্রাট !

অশোক ॥ বুঝেছি প্রভু আপনার কি অভিপ্রায়।···কিন্তু ও যে তার শেষ-স্মৃতি ! ও যে আমার—···[ক্ষণপর, চেষ্টা করিয়া দুর্ব্বলতা দমন করিয়া—মিত্রাকে ধীরে ধীরে উপগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন] গ্রহণ করুন—গ্রহণ করুন দেব !

মিত্রা ॥ বাবা, তুমি কাঁদছ ?

অশোক ॥ না, না মিত্রা—[অশ্রু গোপন করিলেন]

উপগুপ্ত ॥ অশোক—অশোক !

অশোক ॥ গুরুদেব, গুরুদেব ! পৃথিবী জয় করাও বুঝি এর চেয়ে সহজ !
[কাঁদিতে লাগিলেন]

উপগুপ্ত ॥ অশোক, শোন। "বনং ছিন্ধ চ মা বৃক্ষং, বনতো জায়তে ভয়ম্, বনঞ্চ বনকং চিত্তা, নৈর্ব্বনং জাত ভিক্ষব।" বনকে অর্থাৎ তৃষ্ণা সমূহকে ছেদন কর। বৃক্ষকে, কোন বিশেষ তৃষ্ণা-মাত্রকে ছেদন করিতে যাইও না। [মহেন্দ্র ও মিত্রাকে] হে ভিক্ষুগণ! তোমরা 'নির্ব্বন' অর্থাৎ তৃষ্ণাশূন্য হও। ধর্ম্ম পথের যাত্রী! বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য লোকের প্রীতি অনুকম্পাভরে এই নব-ধর্ম্মের নির্ব্বাণ-বাণী দেশে দেশে, দিকে দিকে প্রচার কর।

[মিত্রা গাহিল। মহেন্দ্র তাহাতে যোগ দিল]

গান

শঙ্খ তব শুনতে পেলাম
আর ত মোদের শঙ্কা নাই—
ছন্দে গাবো সঙ্ঘ-গীতি
তুলে নিলাম ডঙ্কা তাই।
লঙ্ঘি মোরা চল্‌বো সাগর—
মান্‌বো নাকো ঝড়-তুফান
নিদ্রা-পুরীর ভাঙ্‌বে রে ঘুম—
উঠ্‌বে জেগে গাইবে গান।
শঙ্কাহরণ মন্ত্র নিয়ে
বিশ্ব জয়ে শঙ্কা নাই।

অশোক]

[উপগুপ্ত মহেন্দ্র ও মিত্রাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যদিক দিয়া খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ সম্রাট !

অশোক ॥ দেব !

খল্লাতক ॥ আমাকে আপনি স্মরণ করেছেন ?

অশোক ॥ ও—হাঁ, কাঞ্চনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল ?

খল্লাতক ॥ যতদূর সন্ধান পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে তিনি তক্ষশিলাতেই যাত্রা করেছেন।

অশোক ॥ কুনালের কোন সংবাদ আছে ?

খল্লাতক ॥ না সম্রাট।

অশোক ॥ কুনালকে এখানে আসবার জন্য সপ্তাহ-পূর্ব্বে পারাবত যোগে আমি এক পত্র প্রেরণ করেছি। আজও ত সে এল না !

খল্লাতক ॥ আসবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নি সম্রাট! তা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে পারাবতের গতি সময় সময় রুদ্ধ হয়েও থাকে !

অশোক ॥ [স্নেহকাতর কণ্ঠে] ওরা কেন আসবে না ? কেন এখানে থাকবে না ? এ বিদ্রোহ ত আমি ক্ষমা করব না ! তারা তক্ষ-শিলাতেই বাস করতে চায়। আমি কি এখানে একা পড়ে থাকব ! শুনুন দেব, ওদের ইচ্ছাতে ত কোন কাজ হবে না,—আমার ইচ্ছামত ওদের চলতে হবে। আমার ইচ্ছা হয়েছে কুনাল আর কাঞ্চন আমার কাছে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে থাকে—দিবারাত্র আমার চোখের সামনে থাকে !

খল্লাতক ॥ বুকের কাছে একটি সন্তান চাই বই কি সম্রাট! পিতার মর্ম্মব্যথা আমি বুঝি সম্রাট!

অশোক ॥ [স্নেহের এই দুর্ব্বলতা খল্লাতক ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা অশোকের ভাল লাগিল না] না—না মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, সে জন্য নয়। আমার ধর্ম্মের আদেশ, বন্ধন হতে মুক্ত হও। আমি বলছিলাম কি—

খল্লাতক ॥ যা-ই বলুন না কেন, বন্ধন হতে একেবারে মুক্ত হতে পারছেন কই? কুনাল—কাঞ্চন—এরা যে সম্রাটের—

অশোক ॥ [খল্লাতকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া] মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক, আপনি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আজ আপনার বিচারের দিন। আমি আপনার বিচার কর্ব্ব—দণ্ড দেব—

খল্লাতক ॥ আমিও সম্রাটকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিলাম!

অশোক ॥ আপনাকে দণ্ড দিলাম—আজ হতে আর আপনি মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক নন! আপনি ধর্ম্ম-মহামাত্য—একমাত্র ধর্ম্ম বিস্তারই আপনার কার্য্য!

খল্লাতক ॥ আমি সে পদ গ্রহণে অক্ষম অশোক!

অশোক ॥ অক্ষম! আমি যেখানে আপনাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারতাম!

খল্লাতক ॥ প্রাণদণ্ডই দাও অশোক! যে সাম্রাজ্য দেহের রক্তে আমি গড়ে তুলেছি সে সাম্রাজ্য ধ্বংস হচ্ছে চোখে দেখতে পারব না।... অশোক! যদি তুমি আমাকে বধ না কর, স্থির জেন আমি এ বৃদ্ধ বয়সেও তোমার বিরুদ্ধে—

অশোক ॥ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক—!

খল্লাতক ॥ হাঁ সম্রাট, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবদ্দশাতেই সাম্রাজ্যের এই সুবিশাল সৌধ ভেঙে পড়বে! সে দৃশ্য আমি দেখতে পারব না—পারব না অশোক! তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর, নতুবা আমি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব—।

অশোক ॥ বিদ্রোহ করবেন আপনি? আমার বিরুদ্ধে? বাল্যে, স্নেহে লালন পালন ক'রে, কৈশোরে প্রতিপদে রক্ষা ক'রে, যৌবনে দেহের রক্ত দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে আমার বিরুদ্ধে আপনি বিদ্রোহ ক'রতে পারবেন দেব?

খল্লাতক ॥ পারব না, আমি পারব না অশোক।

[কণ্ঠ অশ্রু-রুদ্ধ হইল]

সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতনও ত এ বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখতে পারব না। অশোক, আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকে আমাকে দণ্ড দাও।

অশোক ॥ উত্তম! আমি আপনাকে দণ্ডই দেব, কিন্তু—মৃত্যুদণ্ড নয়।

খল্লাতক ॥ তবে?

অশোক ॥ আপনার পক্ষে তা মৃত্যুদণ্ডের ও অধিক! দণ্ডাজ্ঞা আমি লিখছি দেব! আপনি অনুগ্রহ করে প্রাসাদে ক্ষণেক অপেক্ষা করুন—!

[খল্লাতক ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। অশোক কি লিখিতে লাগিলেন।
অন্যদিক দিয়া তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ। তিষ্যরক্ষিতাকে দেখিলে
চেনা যায় না। দেখিলেই মনে হয় কি একটা নিদারুণ
ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ধীরে ডাকিলেন] সম্রাট !

অশোক ॥ [লিখিতে লিখিতে] বল—

[তিষ্যরক্ষিতা কি বলিতে গিয়া, তাহা বলিতে পারিলেন না]

অশোক ॥ [লিখিতে লিখিতে] কি তিষ্যরক্ষিতা—?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিছু না !

অশোক ॥ [তিষ্যরক্ষিতাকে দেখিয়া চমকিত, বিস্মিত হইলেন] একি তোমার আকৃতি তিষ্যরক্ষিতা ! কি করেছ তুমি ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এইমাত্র একটা পাপ—একটা নিষ্ঠুর কাজ করে এলাম সম্রাট !

অশোক ॥ কি ? বল ··কি ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [বলিতে গিয়া সাহসে কুলাইল না] বলতে চাই···ব'ললে বাঁচি···কিন্তু আমি পাচ্ছি না · বলতে পাচ্ছি না সম্রাট !

[কাঁদিয়া ফেলিলেন]

অশোক ॥ চণ্ডগিরিক !

[চণ্ডগিরিক আসিয়া না দাঁড়াইতেই]

অশোক]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ছুটিয়া আসিয়া] না—না···আমি বলছি···বলছি সম্রাট—

অশোক ॥ [চণ্ডগিরিককে ইঙ্গিতে সরাইয়া দিয়া] বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এইমাত্র আমি প্রাসাদের সমস্ত—[আর বলিতে পারিলেন না]

অশোক ॥ কি সমস্ত···বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] পাচ্ছি না—পাচ্ছি না সম্রাট !

অশোক ॥ চণ্ডগিরিক—

[চণ্ডগিরিক আসিয়া দাঁড়াইল]

এইমাত্র দেবী প্রাসাদে কি করে এলেন ?

চণ্ডগিরিক ॥ মহাদেবীর আদেশে প্রাসাদের সমস্ত পারাবত বধ করা হয়েছে।

অশোক ॥ [ইঙ্গিত দ্বারা চণ্ডগিরিককে সরাইয়া দিয়া তিষ্যরক্ষিতাকে] এর অর্থ ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ অর্থ ! অর্থ ! অর্থ ! কি আবার অর্থ ! [নিরর্থক হাস্য]

অশোক ॥ [চিন্তা করিতে লাগিলেন] তুমি পারাবত বধ করেছ—পারাবত বধ করেছ !·· পারাবত···পারাবত গৃহের শোভা···পারাবত··· পারাবত পত্র বহন করে···

[তিষ্যরক্ষিতা অশোকের প্রতিটি কথা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিতেছিলেন—'পত্র বহন করে' উচ্চারিত হওয়া মাত্র তিষ্যরক্ষিতা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।]

অশোক ॥ [তন্মুহূর্ত্তে বুঝিলেন কোনও পত্র বহনের সহিত তিষ্যরক্ষিতার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার যোগাযোগ আছে। তিনি চিন্তা-স্রোত ছিন্ন করিলেন না]

…পারাবত পত্র বহন করেছে—সেদিন—তোমার প্রাসাদে—আমার পুত্র কুনালের—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ভীতিবিহ্বল হইয়া] আমি বলছি—আমি বলছি—

অশোক ॥ [রুদ্রমূর্ত্তিতে] নারী !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমাকে শাস্তি দাও—শাস্তি দাও সম্রাট !

অশোক ॥ আমি তক্ষশিলার রাজুককে পত্র লিখেছিলাম "কুনালকে অবিলম্বে পাটলিপুত্রে প্রেরণ কর।"

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তাতে আরও দুটি কথা ছিল।

অশোক ॥ [সতীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তিষ্যরক্ষিতার চোখে চোখে চাহিয়া] 'আরও দুটি কথা!'…কে লিখেছিল ? আমি ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ …তুমি। ··[শিহরিয়া উঠিয়াই] না—না, আমি—আমি।

অশোক ॥ তুমি ! এ দুঃসাহস তোমার হ'তে পারে। অসম্ভব নয়। আমি তোমার ওখানেই সে পত্র রেখে এসেছিলাম। তুমি—[তিষ্যরক্ষিতার চক্ষু হইতে চক্ষু না ফিরাইয়া তৎপ্রতি শঙ্কাকুল-চিত্তে অগ্রসর হইতে হইতে] বল…কি সে দুটি কথা ? যদি প্রাণের মমতা থাকে সত্য গোপন কোরো না—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [বহু কষ্টে, অবশেষে, আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন] "অন্ধ ক'রে" প্রেরণ কর।

অশোক ॥ [সার্ত্তনাদে] অন্ধ করে ! [রুদ্রমূর্ত্তিতে] রাক্ষসী, তোকে আমি—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [নতজানু হইয়া] আমাকে বধ কর !

অশোক ॥ [হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল। তিনি তিষ্যরক্ষিতার চোখে চোখে চাহিয়া কহিলেন] না…ও কথা তুমি লিখতে পার না—কিছুতেই পার না—

অশোক]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ পারি না!

অশোক ॥ না—কিছুতেই না।···আমি—জানি—কেন তুমি পার না!
···কিন্তু তবু আমার মন বিষম চঞ্চল হয়ে উঠছে। কোন এক অন্যায় কথা সংযোজনা করে সেই পত্র তুমি পাঠিয়েছ। পরে তোমার অনুতাপ হয়েছে, মনে হয়েছে ঐ পারাবত কেন গেল! পারাবত শেষে তোমার অসহনীয় হয়ে উঠল!—তাই, তাই আজ তুমি পারাবত কুল নির্ম্মূল করেছ—! সবই আমি বুঝতে পাচ্ছি। শুধু বুঝছি না কি কথা তুমি সংযোজন করলে! আমার কুনাল—সেই সরল নিষ্পাপ বালক! [হঠাৎ কি মনে হওয়ায়] রাক্ষসী, তুই তার কাঞ্চনকে হত্যা করিস নি ত?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কি জানি, হয় ত কাঞ্চনকেও আমি হত্যা করেছি!

অশোক ॥ তুই আমাকে উন্মাদ করবি! আমাকে উন্মাদ করবি!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ উন্মাদ! উন্মাদ!

[অদূরে নারী-কণ্ঠের গান শোনা গেল]

ও কি? [উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন]

অশোক ॥ কে? [তিনিও উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ছুটিয়া গেলেন] ওরা আসছে! ঐ ওরা আসছে!

অশোক ॥ [আনন্দে···উল্লাসে] ওরা বেঁচে আছে! ঐ ওরা আসছে!!
ওরে, আয়—আয়—আমার বুকে আয়—বুকে আয়—

[ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষদণ্ড ধরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কাঞ্চন অন্ধ কুনালকে হাত ধরিয়া লইয়া গাহিতে গাহিতে প্রাসাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

গান

বন্ধু তোমার পথের আঁধার ঘুচবে আমার আঁখির তারায়
তোমার বুকে যে শিখা তার কাঁপন লাগে তারায়-তারায় !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ছুটিয়া গিয়াছিলেন কুনালের চোখ আছে কি না দেখিতে। চোখ নাই দেখিয়াই] উঃ—[দুই হাতে চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করিলেন]

অশোক ॥ [তিনিও তিষ্যরক্ষিতার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদিগকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন] কাঞ্চন ! কুনাল ! [কুনালকে অন্ধ দেখিয়াই] একি ! ওঃ —[আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] রাক্ষসী ! এ তুই কি করেছিস !… কাঞ্চন, আমার পত্র কই ? আমার পত্র ? [কাঞ্চনের হাত হইতে পত্র লইয়া পাঠ] 'অন্ধ করে' প্রেরণ কর ! [তিষ্যরক্ষিতাকে] রাক্ষসী, তোর মনে কি আর কোন কথা ছিল না ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কত কথাই ত ছিল ! কিন্তু আমাকে ত তা লিখতে দিল না ! ও দিল না—তুমি দিলে না—কাঞ্চন দিল না—বিধাতাও না !

অশোক ॥ আমি বিচার করব—জীবনের শেষ বিচার !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ বিচার করবে ? কর বিচার !

অশোক ॥ হাঁ, বিচার—আমার জীবনের শেষ বিচার। তোমাকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করব। চণ্ডগিরিক !

[চণ্ডগিরিক ছুটিয়া আসিয়া তিষ্যরক্ষিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল]

কুনাল ও কাঞ্চন ॥ না পিতা, না—

কাঞ্চন ॥ চোখ নেই বলে ত ওর মনে এতটুকু ক্ষোভও নেই !

কুনাল ॥ মা, তুমি আমার মহাগুরু। আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়ে মা আমাকে দিব্য জ্যোতি দিয়েছেন পিতা! আমার মনে ত আজ এতটুকু ক্ষোভও নেই!···ঘরে দুটি মাটীর দীপ জ্বলছিল। সেই আলোতেই আমি মত্ত ছিলাম। কে এসে হঠাৎ সেই দীপ নিভিয়ে দিল। জ্যোৎস্নাধারা এসে আমার ঘর পরিপ্লাবিত করে দিল! [কাঞ্চন কুনালকে ক্রন্দনরতা তিষ্যরক্ষিতার সম্মুখে লইয়া গেলেন] মা, তুমি আমায় ডেকেছিলে, আজ আমি এসেছি মা!

[উপগুপ্তের প্রবেশ]

উপগুপ্ত ॥ আজ যে তোমার সময় হয়েছে কুনাল! তাই ত আজ মা-হারা সন্তান সন্তান-হারা মায়ের কাছে ফিরে এসেছে! মৃত্যু আজ দণ্ড নয় সম্রাট! আজ নব-জন্মের শুভদিন—নব-জীবনের সুখ-প্রভাত! কাঞ্চন, মাকে শোনাও তোমার সেই গান—

[কাঞ্চন এক হাতে তিষ্যরক্ষিতা অন্য হাতে কুনালকে ধরিয়া লইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলেন—সেই গান যে গান গাহিতে গাহিতে আসিয়াছিলেন। তিষ্যরক্ষিতার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।]

গান

বন্ধু তোমার পথের আঁধার ঘুচবে আমার আঁখির তারায়
তোমার বুকে যে শিখা তার কাঁপন লাগে তারায়-তারায়!
তোমার চোখের আঁধার-কালো জ্বালে একি উজল আলো,
শোনালে যে মহান-বাণী পরাণ যেন নাহি হারায়!

নিকষ-কালো অমানিশায় জ্বাল্‌লো কে গো প্রেমের-প্রদীপ,
ঝড়-বাদলে বজ্রপাতে আর কি কভু নিভ্‌বে ও দীপ ?
আজকে আমার পরাণ মাঝে চির-চেনার বংশী বাজে—
ধন্য আমি হে প্রিয়তম তাঁহার অসীম সুধার ধারায় !

অশোক ॥ [তাহাদের উদ্দেশ্যে] ওরে, তোরা একটু অপেক্ষা কর—একটু অপেক্ষা কর। আমিও যাচ্ছি—

[ফিরিয়াই দেখেন সেখানে খল্লাতক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন]

মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ! [খল্লাতকের দণ্ডাজ্ঞা পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা লইয়া খল্লাতকের হাতে দিয়া] পাঠ করুন—

খল্লাতক ॥ [পাঠ করিলেন] "এই সিন্ধুপরিবেষ্টিত মণি-মুক্তা-হীরকাদি-প্রসবিনী যাবতীয়-প্রাণী-সমাকীর্ণ ভারতবর্ষ আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম।" [পাঠ করিয়া চমকিত হইয়া] সাম্রাজ্য তুমি সঙ্ঘকে দান করলে অশোক !—[দানপত্র অশোকের হাতে দিয়া] যে সাম্রাজ্য আমি দেহের রক্তে—

অশোক ॥ [দানপত্র লইয়া] হাঁ দেব। কুনাল সত্যই বলেছে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না কক্ষে প্রবেশ করতে পাচ্ছে না। ক্ষুদ্র দীপ দিয়ে আমি তার পথ রোধ করে বসে আছি। কিন্তু আর নয়, বাইরের অনন্ত, অসীম, অফুরন্ত জ্যোৎস্না আমায় ডাকছে ! [উপগুপ্তের সম্মুখে নতজানু হইয়া দানপত্র ধরিলেন। উপগুপ্ত তাহা গ্রহণ করিলেন]

খল্লাতক ॥ আমায় দণ্ড দাও, নতুবা—

অশোক ॥ সঙ্ঘে আমি সাম্রাজ্য দান করেছি। এই দানই যদি আপনার দণ্ড হয়, তবে···আপনাকে আমি দণ্ড দিয়েছি মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক ॥ সত্য! অতি সত্য! তুমি আমায় দণ্ড দিয়েছ—এমন দণ্ড দিয়েছ যে—আমার যাবার স্থানও যে রাখলে না অশোক!

অশোক ॥ বিদ্রোহ করবেন না দেব?

খল্লাতক ॥ বিদ্রোহ করব কার বিরুদ্ধে? তোমার? এক নিঃস্ব ভিখারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্ব্বে খল্লাতক! তোমার আর কি আছে অশোক?

অশোক ॥···আছে দেব এই অর্দ্ধ-আমলকি। কোথায় যেন কার জন্য হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে এখনও একটু মায়া—একটু মমতা অনুভব করছি দেব! তাই এখনও এই অর্দ্ধ-আমলকি ত্যাগ করতে পারি নি। কে সে? কোথায় সে?

খল্লাতক ॥ যে দিন তোমায় প্রথম বুকে তুলে নিয়েছিলাম সেদিন তোমার অধিকতর সম্পদ ছিল। তুমি পিতৃপরিত্যক্ত হলেও সেদিন তোমার মহিমময়ী মা ছিলেন।···কিন্তু আজ? আজ আমি তোমাকে কি করে ত্যাগ করব অশোক?

[অশোককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

উপগুপ্ত ॥ কিন্তু ত্যাগ যে তোমাকে কর্ত্তেই হবে খল্লাতক। যে প্রেম প্রিয় বিচ্ছেদে ভয় পায়—সে প্রেম ত প্রেম নয়, সে প্রেম মোহেরই নামান্তর। শোন আমার প্রভুর বাণী! "গৃহকারকের সন্ধান করিয়া তাহাকে না পাইয়া কতবার জন্মগ্রহণ করিলাম! কত সংসার পরিভ্রমণ করিলাম! পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কি দুঃখই

না পাইলাম! হে গৃহকারক, এবার তোমার দেখা পাইয়াছি। এবার আর গৃহ-রচনা করিতে পারিবে না! তোমার সকল স্তম্ভ ও গৃহভিত্তি ভগ্ন হইয়াছে! আমার বিগত-সংস্কার চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়াছে!" থল্লাতক, তোমারও ত গৃহভিত্তি ভগ্ন! স্তম্ভ সমূহ ভগ্ন! তোমার রাজা আজ সন্ন্যাসী! মুক্তি তোমার সম্মুখে! তুমি তাঁকে উপেক্ষা করবে কেন থল্লাতক?

[বিষাদ-ক্লিষ্ট রাধাগুপ্তের প্রবেশ]

অশোক ॥ মহামাত্য! মহামাত্য! আমি সেই মূর্ত্তি-ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করছি। বীতশোক কই? তাকে এ সংবাদ—

রাধাগুপ্ত ॥ [কম্পিতকণ্ঠে, নতমুখে] সম্রাট!

অশোক ॥ হাঁ মহামাত্য, সে অভিমান করে চলে গেছে। তাকে ডেকে আনুন। এখনও আমার হাতে অর্দ্ধ-আমলকি আছে—এখনও··· এখনও আমি সম্রাট। আমি আজ বুঝেছি দণ্ডের চেয়ে ক্ষমা বড়। আজ আমার শুধুই ইচ্ছা হচ্ছে সকলে সুখী হোক···তুচ্ছতম যে কীট —ক্ষুদ্রতম যে প্রাণী—সবাই—সবাই!

রাধাগুপ্ত ॥ [আবেগপূর্ণ কণ্ঠে] তিনিও তাই চেয়েছিলেন!

অশোক ॥ কে?

রাধাগুপ্ত ॥ মহামতী বীতশোক।

অশোক ॥ তাই ত তাকে ডাকছি! দুটি ভাই আজ একসঙ্গে তীর্থ-যাত্রা করব। তাকে ডাকুন—সে আজ শুধু আমার ভাই নয়, সে আজ আমার ধর্ম্মপথের সাথী!

অশোক]

রাধাগুপ্ত ॥ [আবেগপূর্ণ কণ্ঠে] সম্রাট ! সম্রাট ! [কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিলেন না]

অশোক ॥ বলুন মহামাত্য, বলুন !···আমার অনুমান হচ্ছে আপনি কোন দুঃসংবাদ এনেছেন—যা বলতে আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন। বলুন মহামাত্য ! কোন দুঃসংবাদই আর বোধ হয় আমাকে অধীর করতে পারবে না !

রাধাগুপ্ত ॥ সেই মূর্ত্তি-ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণকে আজ রাত্রিমধ্যে বধ করতে না. পারলে তার স্বজন পরিজনকে আগামী প্রভাতে হত্যা করা হবে—সম্রাটের আদেশ ছিল। মহামতি বীতশোক এই আদেশে অত্যন্ত বিচলিত হন। এই আদেশ প্রত্যাহার করবার জন্য তিনি সম্রাটকে সকাতরে অনুনয় করেন। সম্রাট তাঁর কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রাণরক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি উন্মাদের মত পথে ছুটে বের হলেন। স্বল্পবুদ্ধি, ধনলোভী এক দরিদ্র গোপালক সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার আশায় সেই ব্রাহ্মণের সন্ধানরত ছিল। মহামতি বীতশোক তাকে ডেকে নিয়ে বলেন "সেই ব্রাহ্মণ আমি। আমার ছিন্নশির নিয়ে"—

অশোক ॥ [চরম অস্থিরতায়] মহামাত্য ! মহামাত্য ! তবে কি—

রাধাগুপ্ত ॥ [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] হাঁ সম্রাট, তাঁরই ছিন্নশির সম্রাটের দ্বারে।

অশোক ॥ [অশোকের বক্ষ বোধ হয় বাণ বিদ্ধ হইল। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

উপগুপ্ত ! ভগবান উপগুপ্ত !

উপগুপ্ত ॥ অশোক ! বৎস !

অশোক ॥ আমায় নিয়ে চলুন দেব আমার হাত ধরে—সেই পথে—যে

পথে দুঃখ নাই—ব্যথা নাই—অনুতাপ নাই—অনুশোচনা নাই! আমার শেষ সম্বল এই অর্দ্ধ-আমলকি তোমার হাতে দক্ষিণা দিচ্ছি। কোথায় গৌতমের সেই পথ? কোন পথে তাঁর পদধূলি এখন বর্ত্তমান? সিদ্ধার্থের সেই মহাতীর্থে আমায় নিয়ে চলুন—নিয়ে চলুন দেব!

[উপগুপ্ত অশোককে লইয়া তীর্থপথে যাত্রা করিলেন। তীর্থ-যাত্রীদল গাহিয়া উঠিল]

গান

শঙ্খ তোমার শুন্‌তে পেলাম
আর তো মোদের শঙ্কা নাই—
ছন্দে গাব সঙ্ঘ-গীতি—
তুলে নিলাম ডঙ্কা তাই।
লঙ্ঘি মোরা চল্‌ব সাগর—
মান্‌বো নাকো ঝড়-তুফান,
নিদ্রাপুরীর ভাঙ্‌বে রে ঘুম
উঠ্‌বে জেগে গাইবে গান
শঙ্কা-হরণ মন্ত্র নিয়ে—
বিশ্ব-জয়ে শঙ্কা নাই।

যবনিকা

বাংলার নাট্যসাহিত্যে নবযুগ !

বাংলার নাটকাভিনয়ে নবযুগ !!

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এম্-এ

বাঙলার নাট্যসাহিত্যে যে নব-যুগ, নব-রস, নব-ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, নাট্যরসরসিক কলাবিদ দর্শক তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন! কিন্তু যাঁহারা এই নব-যুগের নব-নাট্যগ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে কয়েকটি মাত্র প্রসিদ্ধ অভিমত প্রকাশিত হইল!

আমরা কিছুই বলিব না, অপরে

কি বলিতেছেন তাহাই দেখুন।

মন্মথ রায় এম-এ প্রণীত

নাট্য গ্রন্থাবলী

মুক্তির ডাক

[একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক, আর্টথিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

মূল্য—ছয় আনা

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম্-এ, বার-এট-ল ঃ—"মুক্তির ডাক আমার খুব ভাল লেগেছে …এখানি যথার্থই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে ও-জিনিষ একান্ত দুর্লভ।‥ মুক্তির ডাকের অভিনয় আমি মানসচক্ষে দেখেছি, এবং তাই দেখেই বলছি যে "মুক্তির ডাক" একখানি যথার্থ drama। বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। ইতি ১৩।৭।২৪"

সুপ্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী ডাঃ শ্রীনরেশ চন্দ্র সেন-গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল্ ঃ—"মুক্তির ডাক বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে একটা নূতন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে। অত ছোট একাঙ্ক একখানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক পাকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পারেন। গল্প গাঁথিবার ক্ষমতা তুমি ভালো রূপেই দেখাইয়াছ।"

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ঃ—"আপনার এই প্রথম উদ্যম সফল হইয়াছে।...আপনার গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে।"

"প্রবর্ত্তক"—১৩৩১, আষাঢ় :—"মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।—পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র কথা মনে পড়িয়া যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।"

বঙ্গবাণী, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৮।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের পরিচয় আজ আর বাঙলার পাঠক-পাঠিকার নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। বহুদিন পূর্ব্বেকার রচিত এই নাটকখানির মধ্যেও তাহার আর্টিষ্টের মন ও সৃজন শক্তির অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

নবশক্তি, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৮।

১৩৩১ সালের প্রকাশিত এই নাটকখানি...বাঙলা সাহিত্যে নূতন ধরণের নাটক লেখার প্রবর্ত্তন করেছিল তা সবাই জানে।

চাঁদসদাগর

[পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত। প্রথমে মনোমোহন পরে ষ্টার থিয়েটারে বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হইয়াছে। মূল্য ১৲ মাত্র]

"নাচঘর"—৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪…"নাটকখানি শুধু মনোমোহনে"ই নূতন নয়, নাট্য-সাহিত্যেও নূতন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলা দেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।"

"কল্লোল"—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪—"বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য।…নাট্য-সাহিত্যে নূতন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার।…নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়!"

"আত্মশক্তি"—৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৪—"নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দ্যনীয়।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—২৬।৯।২৭—"কি ভাষার দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন।……বাঙলার প্রাণের বেদনা, করুণ ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই "চাঁদসদাগর" শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।"

"ভারতবর্ষ"—পৌষ, ১৩৩৪,—"শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় গতানুগতিক ভাবে এই দৃশ্য-কাব্য লেখেন নাই ; তাঁহার একটা নিজস্ব ছন্দ-ভঙ্গী আছে। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এমন সুন্দর-ভাবে অগ্রসর করিয়াছেন যে, পাঠক ও দর্শক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।..."চাঁদসদাগর" বাঙলা দৃশ্য-কাব্য ক্ষেত্রে একদা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রঙ্গমঞ্চে এই "চাঁদসদাগরে"র অভিনয়ও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।"

"**The Bengalee**" in its issue of October 18th, 1917 :—"Once in a while a play is produced which theatre-goers love to witness over and over again, which leaves the beaten track and carves out a path of its own, which is hailed as something out of the ordinary,—such a play is undoubtedly Mr. Manmatha Ray's "CHANDSADAGAR."

দেবাসুর

[এক দৃশ্যের এক একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে

অভিনীত। মূল্য—১৲ মাত্র।]

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল :— ঋগ্বেদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি খণ্ড হইতে একটা গোটা চিত্র তুমি গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছ—...Flora Anine Steelএর এই রকম চিত্রের পাশে ধরিলে তোমার নাটকের এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতকটা অনুভব করা যায়। তোমার বইখানি একটা উচ্চস্তরের আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫—"ইতিপূর্ব্বেই "চাঁদসদাগর" লিখিয়া মন্মথবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। "দেবাসুর" তাঁহার সেই যশ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই...পরাধীন ভারতের মর্ম্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকলা হিসাবেও গ্রন্থখানি অনবদ্য হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান্ হইয়াছে।...এই নাটকখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"আত্মশক্তি"র তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যার নাটনিবন্ধে "দেবাসুর" প্রবন্ধে :—তাঁর নাটক উচ্চস্তরের হয়ে উঠেছে, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে দুই জাতির এই যে সংঘর্ষ, সামান্য নাটকের সীমার মধ্যে তাঁর এই উপযুক্ত প্রকাশ কম শক্তির পরিচয় নয়। তাই দেব ও অসুর এই দুই জাতির দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে শুধু বৈদিক কালের একটি কাহিনী হিসাবেই আমাদের মনোহরণ করে না... ..." ইত্যাদি।

"ভারতবর্ষ"—শ্রাবণ, ১৩৩৫—"আমরা নাট্যকারের 'বলাসুর' ও 'বৃত্রাসুরে'র চরিত্র চিত্রণ দেখিয়া সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। এই দুইটী চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই বিশেষ উপভোগ্য। আরও একটি জিনিষ এই নাটকের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রবল দেশানুরাগ। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর নাটকের উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা আর বলিতে হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই নাটকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।"

"**Forward**" in its 'Review of books' dated July 24th, 1928. Dak—"Judged from his one-act dramas Mr. Manmatha Ray, M. A. is an artist who is much ahead of his time···'DEVASUR', his latest work is a fine production, new in technic, novel in conception. The constructive imagination······is at once great, and herein there is 'USHA', the soul of an imprisoned mother crying in agony of the burden of her iron chains, and dancing still, to stir you to action to break into pieces the chains of slavery under which you labour······ Considered from every point of view, style, technique, conception and execution, "DEVASUR" is an outstanding production.

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামঃ—
"এক বুক কান্না ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পূরে পান করেছি আপনার লেখায়;—আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো ক'রে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই ব'লে লজ্জা অনুভব করছি। সূর্য্যকে অভিবাদন

করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই। বিশেষ করে আপনার "সেমিরেমিস্" পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা ব'লে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে। যতবার পড়ি ততবারই নূতন মনে হয়। এত বড় সৃষ্টি!...আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।"

কল্লোল—(পৌষ, ১৩৩৫) :—"নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে, দেবাসুর" তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সুললিত ভাষা, গৌরব, অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখানিতে অপরূপ রূপ দান করিয়াছে। শৃঙ্খলিতা নির্য্যাতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনও খানে নাটককে ক্ষুন্ন না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বৃত্রাসুর, বলাসুর শচী এবং দধীচি চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব মনোমত ভঙ্গী এই নাটকে বর্ত্তমান। নাটকখানি মাত্র পাঁচটী দৃশ্যে পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।"

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

নবশক্তি—(৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) "আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার উপাদান আছে প্রচুর। মন্মথবাবু এই প্রাচুর্য্যের সন্ধান রাখেন। তাই তাঁর কলম থেকে উপরো-উপরি এমনিধারা কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রূপ পেয়েছে। "শ্রীবৎস" তাঁর

এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। নাটকখানির প্রধান গুণ হয়েচে তাঁর আড়ম্বরহীনতা। শনির কোপে শ্রীবৎস রাজাকে উপর্য্যুপরি যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল তারই মূল সূত্রগুলিকে সাজিয়ে মন্মথবাবু অতি নিপুণভাবে এই .পুরাতন উপাখ্যানটিকেও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নি এবং ঘটনা সংস্থাপনের গুণে নাটকটি কোথাও দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এমনিধারা নাটকের অভিনয় করেই রঙ্গমঞ্চ তাঁর লোকশিক্ষক নাম সার্থক করে।···শ্রীবৎসের অভিব্যক্তি···অহীন্দ্রবাবুর নাট্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শেষ যবনিকা-পাত পর্য্যন্ত তা যেমন Pathetic তেমনি হৃদয়গ্রাহী। কোন একটি ভূমিকার অভিনয় দেখে আমরা বহুদিন এ রকম আনন্দ পাইনি তা মুক্তকণ্ঠে এখানে স্বীকার করচি।···ইত্যাদি—চন্দ্রশেখর।

ঋত্বিক—(১৪।৬।২৯):—শ্রীবৎস চিন্তার সেই বহুবিশ্রুত কাহিনী। "ফোটা ফুলের টাটকা মধু।"···দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘটনাস্রোত এমনি সংযত ও সংহত ভাবে আসিতে থাকে যে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, ঘৃণা. বিস্ময় ও আনন্দে তন্ময় হইয়া রহিতে হয়, কোথাও অতৃপ্তি থাকিয়া যায় না।

শ্রীবৎস সম্বন্ধে

Amrita Bazar Patrika, dated July 2nd, 1929, Dak Edition. "If Sj. Ray has already made his mark as a dramatist, he has won fresh laurels in his new presentation. It is a very difficult task to produce a mythological drama before a modern audience, and this makes the

success of Sj. Ray all the more creditable. Without departing from the thread of orginal mythology, he has introduced characters and innovations that have added greatly to the dramatic effect of the book···the book is sure to catch the imagination of an appreciative audience.

এতদ্ব্যতীত "বঙ্গবাণী", "অমৃতবাজার পত্রিকা", 'ভোটরঙ্গ" প্রভৃতির বহু প্রশংসা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

মহুয়া

প্রথম রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে—

"নাচঘর।" [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

—"শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় মহুয়া-নদেরচাঁদের বিচিত্র প্রেম-লীলাকে লীলায়িত করে তুলেচেন তাঁর নব-গঠিতনাটকখানিতে। পাঁচটি মাত্র দৃশ্যের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তিনি প্রেমগীতিকায় যে অন্তরা গেয়েছেন, নিজের প্রেয়সী কল্পনাকে গীতিকথার রচনার সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে নাট্যরসের যে গৈরিক প্রস্রবণকে মথিত করে তুলেছেন, তাঁর অমৃতধারা নাট্যরসিকের চিত্তকে অনন্তপূর্ব্ব সুখস্বাদে ভরপুর করে দেবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসঙ্কোচে কর্‌তে পারা যায়।"

[২৬শে পৌষ, ১৩৩৬]

এই নাটকখানিকে আধুনিক নাট্য সাহিত্যের অন্যতম রত্ন বল্‌তেও আমাদের আপত্তি নেই। মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক।

"নবশক্তি ;" [১ম বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা]

"...শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এই চিরন্তন প্রেমের গাথাকে নাটকের মধ্যে যে-ভাবে রূপ দিয়েছেন, তাতে তাঁর আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার যথেষ্ট কারণ আছে।...মন্মথবাবুর নাটকে এই গাথার গৌরবও যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি নাটকীয় আবেষ্টনের মধ্যে মহুয়ার রোমান্স অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।.. মন্মথবাবুর "মহুয়া" হয়েছে একখানি অভিনব রোমান্টিক নাটক।...নাট্যকার নাট্যোক্ত চরিত্রদের প্রত্যেককেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেশ একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে পালা গানের মহুয়া নাটকের মধ্যে এমন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে যে তাকে ও দেশের জগৎপ্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। এ ছাড়া পালাগানের কাহিনীকে পরিবর্ত্তিত ও পল্লবিত করে নাট্যকার যে ভাবে তাকে নাটকের উপযোগী করে নিয়েছেন নাটকত্বের দিক থেকে তাও সবিশেষ প্রশংসার্হ। মন্মথবাবুর ভাষায় কবিত্বের উচ্ছ্বাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোমান্টিক নাটকে এই কবিত্বপূর্ণ ভাষা বেশ খাপ খেয়েছে।..."মহুয়া" একাধারে দর্শকদের মন ও থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের পকেট ভরিয়ে দেবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা।

"শিশির" .. [ষষ্ঠ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা]

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি এরূপ উপভোগ্য নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে কমই দেখিয়াছি।...তরুণ নাট্যকার সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুত মন্মথ রায় এম-এ, মহুয়ার নাট্যরূপ দিয়াছেন। তাঁহার

ক্ষমতার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইতঃপূর্ব্বেই আমরা "চাঁদসদাগর" ও "শ্রীবৎসে" তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। আমরা তাঁহার এই নব উদ্যমেও মুগ্ধ হইয়াছি।…"মহুয়া" মনোমোহনের বিজয় বৈজয়ন্তী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

"**বঙ্গবাণী**"…[১ম খণ্ড, ২১১ সংখ্যা]

মন্মথবাবুর নামের সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই আজ পরিচিত। চাঁদসদাগর, দেবাসুর, শ্রীবৎস প্রভৃতিতে তাঁর যে নাট্য-প্রতিভার বিকাশ দেখেছি—তার পরিণতি দেখলুম আমরা এই "মহুয়া" নাটকে। এর লিখবার ধরণ—ভাষার কৃতিত্ব—বলবার ভঙ্গী চমৎকার। মন্মথবাবুর সব চাইতে বিশেষত্ব এই যে, তাঁর নায়ক-নায়িকারা মামুলী থিয়েটারি ঢং-এ কথা কয় না। সহজ মানুষের সহজ জীবন তারা প্রতিফলিত করে তোলে।… নাটকখানিতে পড়বার, ভাববার, দেখবার অনেক জিনিষ আছে।

"**আনন্দবাজার পত্রিকা**" [নবপর্য্যায় ৮ম বর্ষ ২৪৩ সংখ্যা]…"এই নূতন নাটক নাট্যসাহিত্যে তাঁহার যশ আরও বৃদ্ধি করিবে।…খাঁটী বাঙলার এই "মহুয়া" আখ্যানটি অবলম্বনে নাটক রচনা করিয়া মন্মথবাবু রসজ্ঞান ও নাট্যপ্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মন্মথবাবুর আরও কৃতিত্বের পরিচয় এই যে তিনি নাটকখানি আধুনিক নাট্যকলা সম্মত প্রণালীতে রচনা করিয়াছেন।" অভিনয় দেখিয়া প্রত্যেক পত্রিকাই এইরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে মহুয়ার প্রশংসা করিয়াছিল।

বাঙলার নাট্যসাহিত্যে নবযুগ !

"সাবিত্রী"

[প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে]

নাচঘর : ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ "নাট্য-নিকেতনে"র "সাবিত্রী" আমাদের খুসি করেছে—খুব বেশী। নাটকের নাটকত্ব ও অভিনয়—দু-ই হয়েছে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করবার মত, এবং যে কোন দর্শক "সাবিত্রী"কে দেখে যে বিনা-দ্বিধায় আমাদের কথায় সায় দেবেন, সে-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। এবং সাবিত্রীকে দেখে বিশেষ ক'রে মুগ্ধ ও অভিভূত হবেন হিন্দু বাংলার শুদ্ধান্তঃ-পুরবাসিনীরা।

সাবিত্রী

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

["গৈরিক পতাকা" "রক্তকমল"]

নাট্যনিকেতনে অভিনীত, শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় রচিত সাবিত্রী নাটকখানি দেখে আমাদের এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে যে কোন নাটকের উৎপত্তিও নয়, তার টেকনিকও নয়—তার নাটকত্বই হচ্ছে সব চেয়ে বড় জিনিস। মন্মথবাবু সকলের জানা একটি কাহিনীকে, চলতি টেক্‌নিক অবলম্বনেই গঠন করে এমন রস জমিয়ে তুলেছেন, যার তারিফ না করে থাকা যায় না। পৌরাণিক নাটক তিনি আরও লিখেছেন। কিন্তু 'সাবিত্রীর' মতো সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ রচনা তাঁর হাত দিয়ে আর একখানি বেরিয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।

মন্মথবাবুর রচনার এই ত্রুটিই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তা হচ্ছে অত্যন্ত sentimental. তার কারণ রসের অবতারণা অনেক জায়গায় একেবারে mawkishly tender হয়ে ওঠে। তাঁর চাঁদসদাগরে, তাঁর মহুয়ায়, তাঁর শ্রীবৎসে এ আমরা বেশ লক্ষ্য করেছি। এই sentimentalism কে অনেকে ন্যাকাপনা বলে ভুল করেছেন, তাও আমরা শুনেছি।

সাবিত্রী নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি কিন্তু এই sentimentalism দ্বারা নিজেকে চালিত ও তাড়িত হতে দেননি। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দিয়ে তিনি সাবিত্রী নাটক জমিয়ে তোলেন নি—অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে তিনি নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টায় সম্পূর্ণ সফলও হয়েছেন। যে হেতু sentimental না হয়ে সাবিত্রী হয়েছে মুখ্যত emotional. এবং ইমোশনাল হলেও মূল নাটকত্ব যেখানে, সেখানে তিনি ইমোশানের সর্ব্বগ্রাসী দাবীকেও খাটো করে রাখবার শক্তি ও সংযমের পরিচয় দিয়ে হয়ে উঠেছেন পুরোদস্তুর Intellectual.

মন্মথবাবু যমের কাছ থেকে সাবিত্রীর স্বামীকে ফিরে পাবার ব্যাপারটাকেই প্রধান নাটকীয় ঘটনা করে তোলবার চেষ্টা করেন নি। নাটকত্ব তিনি জমিয়ে তুলেছেন, একটা গভীরতম ট্রাজেডি নিয়ে। সত্যবানের পরমায়ু মাত্র এক বৎসর। সে কথা সাবিত্রীর স্বামী জানে না, তার স্বামীকুলের কেউ জানে না। অথচ জানে সাবিত্রী, জানে তার জনক-জননী। যারা জানেনা, তারা সাবিত্রীকে বধূরূপে পেয়ে পরম আনন্দে জীবনের প্রতিদিন উৎসব-মুখর করে রাখতে চায়, কণ্ঠে তাদের অবিশ্রান্ত মিলন-গীতি, চিত্তে তাদের প্রতিষ্ঠিত অবিচলিত শান্তি, হৃদয়ে উপ্ত অনন্ত সুখের আশার অঙ্কুর। এদেরই মাঝে রয়েছে সাবিত্রী নিয়তির নির্ম্মম নির্দ্দেশের সবটুকু জেনে শুনে বুঝে বিশ্বাস করে। প্রতিনিয়ত যে জ্বালায়

সে জ্বলছে, তা ভাবে, ইঙ্গিতে কাজে, ব্যবহারে সে কোন মতেই প্রকাশ করতে চায় না—কেন না সকলের সকল সুখ-শান্তি সমূলে বিনাশ করবার নিষ্ঠুরতা তার নেই। সে তাই জীবনের প্রাত্যহিক কাজে যোগ দেয়, অশ্রুর উৎসকে চাপা দিয়ে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে স্বামীকে এবং স্বামীর স্বজনদের সুখী করতে চেষ্টা করে। তার এই চেষ্টা কখনো ফলবতী হয়, কখনো হয় না। যখন হয় না, আশ্রমের অধিবাসীরা তখন কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়—কিন্তু কোথায় যে বেদনার স্তূপ জমে উঠেছে, তা বুঝতে পারে না। চরম আঘাত সেইদিনেই পেল সাবিত্রী, যেদিন স্বামী তার নিষ্ঠা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল! সেদিনকার সে নির্ম্মম আঘাত দুঃসহ হয়ে উঠলেও সইবার মত শক্তি সে সংগ্রহ করল, অতবড় অভিযোগও নীরবে সে সহ্য করল। ওদিকে ঠিক এমনি জ্বালা বুকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন সাবিত্রীর জনক। আর সত্যবানকেও অবশেষে একটা সন্দেহ, একটা দূরপনেয় অশান্তি এসে আচ্ছন্ন করে ফেল্লে। এই তিনটি প্রাণীর অন্তরের ভাব দেখানই হয়েছে সাবিত্রী নাটকের প্রধান ব্যাপার। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অথচ নাটকীয় রূপে, রসে ও সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব শ্রী বিমণ্ডিত।

সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বিবর্জ্জিত, সহজ, সরল এবং বর্ণাঢ্য ভাষায় রচিত এই নাটকখানি বাঙ্‌লার নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদরূপে গৃহীত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নাট্যনিকেতন এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটকখানির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করে যে খ্যাতি অর্জ্জন করলেন, যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত তা অর্জ্জন করা সম্ভব-পর নয়। অভিনয় এবং প্রযোজনা সম্বন্ধে আমরা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব। —"নাচঘর"

সাবিত্রী

শিশিরক্ল—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮। সাবিত্রীর পুণ্য চরিত্রাবলম্বনে একাধিক নাটক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি যখন শুনিলাম যে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় 'সাবিত্রী' নাটক লিখিতে কলম ধরিয়াছেন তখন হৃদয়ে অনেকখানি আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং মনে হইয়াছিল, চর্ব্বিতচর্ব্বণ ছাড়াও অনেক কিছু নূতনত্ব এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিতে পাইব। আমাদের সে আশা মিটিয়াছে। বস্তুতঃ গত রবিবার অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হইতেছিল প্রত্যেক হিন্দুনারীরই এই অভিনব নূতন নাটক 'সাবিত্রীর' অভিনয় দেখা উচিত। মন্মথবাবুর সাবিত্রী রচনা সার্থক হইয়াছে!

সাবিত্রীকে মন্মথবাবু ক্রন্দনতৎপরা করেন নাই। যে ধর্ম্মে সাবিত্রী লালিতা পালিতা—যে শিক্ষায় তিনি বর্দ্ধিতা তাহা তাহাকে শিখাইয়াছে, নিয়তি দুর্ব্বার, নিয়তি অনতিক্রম্য, নিয়তির উপর পুরুষকারের কোন হাত নাই। সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া পিতৃসকাশে সাবিত্রী আসিলে নারদ বলিলেন, "সত্যবানের অবধারিত মৃত্যু এক বৎসর পরে—ইহা দুর্ল্লঙ্ঘ্য।" এই নিশ্চিত বৈধব্য জানিয়াও সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিলেন—যে হেতু তিনি ইতিপূর্ব্বেই মনে মনে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। মন্মথবাবু সাবিত্রীকে ক্রন্দন তৎপরার পরিবর্ত্তে তেজস্বিনী করিয়া সাবিত্রী চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

অশ্বপতি মন্মথবাবুর আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নাটকের প্রথম দৃশ্য হইতেই মৃত্যুর সে করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। অশ্বপতি সেই দুঃখের

রাগিণীকেই প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন—সাবিত্রী নাটকে অশ্বপতি চরিত্রের সার্থকতা এইখানেই।

রাজহংসের সাহায্যে সাবিত্রী-সত্যবানের পরস্পর পাণিগ্রহণের দৃশ্যটি গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

সাবিত্রী নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যই নাট্য-রসে সিক্ত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক অঙ্কই শেষ হইয়াছে বেশ dramatic ভাবে! শেষ দৃশ্যটি সেইভাবে পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

মন্মথবাবুর নাটকের সহিত কবি নজরুলের গান যেন সোণায় সোহাগা —বাঙ্গালা দেশের এই দুই শ্রেষ্ঠ গদ্য ও পদ্য রচয়িতার রচনার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের ফলে যে কি অমৃতের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার পরিচয় দর্শকেরা ইতিপূর্ব্বে কারাগার নাটকে পাইয়াছেন। এইবার 'সাবিত্রী' নাটকেও তাহার পরিচয় পাইবেন। মন্মথবাবুর কথা ও কাজির গান এই অপূর্ব্ব যোগাযোগের কৃতিত্ব বোধ হয় প্রবোধবাবুরই।

আনন্দবাজার—গত সপ্তাহে নাট্যনিকেতন সম্প্রদায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নূতন নাটক "সাবিত্রী" সমারোহ সহকারে অভিনয় করিয়াছেন। 'সাবিত্রী'র পুরাতন পরিচিত কাহিনী মর্ম্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা নাট্যকারের ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয়। 'সাবিত্রী'র অভিনয় কোথাও আড়ষ্ট বা অবসন্ন হয় নাই—এক সাবলীল ভঙ্গীতে শেষ পর্য্যন্ত সতীত্বের মহোচ্চ আদর্শের সার্থকতা ও বেদনা পরিপ্লুত সাধনার বিচিত্র আঘাত সংঘাতে বহিয়া গিয়াছে! ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে—আধুনিককে সনাতন-সত্যের অচল প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।

যে পিঠভূমির উপর হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন সহস্র আঘাতে অটল, সেই মহিমার বেদীমূলে নাট্য-নিকেতনের অভিনয়ের অর্ঘ্য মায়ের পায়ে জবা-বিল্বদলের মত শোভা পাইয়াছে। অভিনয়ের প্রথম রজনীতেই নাটকখানি জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে! কেননা নাটকখানির রচনা সুসংবদ্ধ অনাবশ্যক বাহুল্য ও আড়ম্বরহীন! দর্শকবৃন্দ কখনও অন্যমনস্ক হন নাই। হাস্য ও অশ্রু, প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকগণকে সমভাবে আলোড়িত ও বিচলিত করিয়াছে! মোটের উপর "সাবিত্রী" অভিনয় দেখিয়া সেদিন সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

অবতার—"সাবিত্রী" ভাবে ও ভাষায় দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমরা আশা করি,—নাট্যরসপিপাসুগণ নাট্য-নিকেতনের "সাবিত্রী"র অভিনয় দর্শন করিয়া প্রভূত তৃপ্তিলাভ করিবেন।

খেয়ালী—নাট্য-নিকেতনে শ্রীমন্মথ রায়ের লেখা নূতন নাটক 'সাবিত্রী'র অভিনয় দেখে এলুম। মন্মথবাবুর রচনাশক্তির সঙ্গে আজ সকলেই পরিচিত, তাঁর ভাষাও সরল, সুন্দর। নাটকে 'সাবিত্রী' উপাখ্যানের করুণ সুরটী বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এই রকম নাটক রচনায় মন্মথবাবুর বিশেষ পারদর্শিতা পূর্ব্বেও লক্ষ্য করেছি।

শিশির—* * * "সাবিত্রী" নাটকখানি শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের লেখা। নাট্যকার মন্মথ রায়ের পরিচয় পাঠকদের নূতন করে দেওয়ার দরকার করে না। তাঁর লেখা "চাঁদসদাগর" আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সমাদর পেয়েছে—"মহুয়ার" মাধুরীও সকলকে মুগ্ধ করেছে। আর "কারাগার!" রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে পড়ে "কারাগারের" দ্বার আজ রুদ্ধ, নইলে কারাগার বহুদিন ধরে রসিক সমাজে রস-বিতরণ করতো। কারা-গারের নাট্যকার হিসাবেই মন্মথবাবু আধুনিক বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার —অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে শিরস্থানে রেখে।

* * * সাবিত্রী-সত্যবানের মধুময় প্রেমকাহিনীকে একটা স্বপ্নের মতো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি—স্বামীর নিশ্চিত মৃত্যু জেনে সাবিত্রীর অন্তরের গোপন ব্যথাটীও তাঁর রচনায় বেশ ফুটেছে। পিতা অশ্বপতির হৃদয়ের উদ্বেগের পরিচয় দিতে তিনি যে কৌশলটি অবলম্বন করেছেন, তাও কুশলী হাতেরই পরিচয়; বনস্পতির অভিশাপের কল্পনাটীও সুন্দর আর কৌশীকের কল্পিত গল্পটীও নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটী পরিস্ফুট হ'তে যথেষ্ট সাহায্য করে। দৃষ্টি ফিরে পেয়েই দ্যুমৎসেনের মৃতপুত্র দর্শন এবং আর্ত্তনাদ সাময়িক বিভীষিকাটীকে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করে।

বঙ্গবাণী, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৮।

"ঘটনা সন্নিবেশ ও সরস রচনার কৌশলে দক্ষ......" এই নূতন নাটক তাঁহার পূর্ব্ব রচনার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

নবশক্তি, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৮।

নাটকটি মনোরম।......আমাদেরও মনে হয় মন্মথবাবুর শ্রেষ্ঠতম দান হ'ল "সাবিত্রী।"......চল্‌তি নাট্যসাহিত্যে সাবিত্রীর স্থান অনেক উঁচুতে।

দুন্দুভি, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৮।

এমন একদিন ছিল যখন বীরবলের প্রশংসাপত্রে আমরা মন্মথ রায়কে জেনেছিলাম। কিন্তু এখন আর তাঁর ক্ষমতাশালী লেখনীকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। "মুক্তির ডাক" হতে সুরু করে তিনি আজিকার এই "সাবিত্রী" নাটকে বঙ্গসাহিত্যে যাহা দান করলেন তাহা অমর হয়ে থাকবে।...মন্মথবাবু যে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে এই অতি প্রাচীন কাহিনীকে নবরূপ দান করেছেন—তা শুধু চোখ মেলে

দেখবার—প্রাণভরে উপলব্ধি করবার।···আমরা বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে নাটকখানি একাধারে বাঙলার কলারসিকগণকে তৃপ্তি এবং নাট্যনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষকে অর্থ দান করতে পারবে।

দীপালী, ৭ই শ্রাবণ; ১৩৩৮।

"সাবিত্রী" নাটকখানিতে গ্রন্থকার ভাষা, চরিত্র-সৃষ্টি ও কল্পনার বৈভবে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন।···গ্রন্থকার পৌরাণিক মূলতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাতে অনেক রসসম্ভার সংযোজন করিয়াছেন।···যাঁহারা নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা "সাবিত্রী"র সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ···।
—(শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা।

······যখন শুনিলাম, নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এই সনাতন কাহিনী লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন···তখন ভাবিয়াছিলাম এই পুরাতন কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক কি কোন নূতন ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি করিতে পারিবে?···"দুঃসাহসে দুঃখ হয়" এই সনাতন বাণী স্মরণ করিয়াই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিয়া আনন্দিত হইলাম—মহাজন-বাণী ব্যর্থ হইয়াছে। এ দুঃসাহস জয়গৌরবই অবলীলা-ক্রমে লাভ করিল, দুঃখ নহে। দুঃসাহসী নাট্যকার "সাবিত্রী"তে আধু-নিকতার দাবী মিটাইয়াছেন কিন্তু উৎকট নূতনত্বের মোহে কাহিনীটিকে বিকৃত করেন নাই। তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি সহজ ও স্বাভাবিক—সরল ও দৃঢ়। হিন্দুগণের মজ্জাগত সংস্কারকে লঘু তারল্যে আঘাত করিয়া সস্তা বাহাদুরী তিনি দেখান নাই; দক্ষ শিল্পীর মতো নিপুণ তুলিকায় নাটকের সহস্র রূপকে এক অপূর্ব্ব শ্রী-সৌন্দর্য্যে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। নাট্যকারের ভাষা সতেজ, ভাবাবেগে ভরপুর, স্নিগ্ধ এবং স্বচ্ছন্দ-গতি।

দৃশ্যের পর দৃশ্য যোজনায় ভাব-বৈচিত্র্যের প্রতি নাট্যকার বিশেষ সচেতন ছিলেন বলিয়াই কোথাও অভিনয় একঘেয়ে বা অবসন্ন হয় নাই। হাস্য ও অশ্রু, প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকগণকে সমভাবে বিচলিত ও আলোড়িত করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুব বেশী প্রত্যাশা লইয়া অভিনয় দেখিতে যাই নাই। কিন্তু, দেখিলাম, প্রথমেই অভিনয় জমিয়া ভরিয়া উঠিল। পুরাতন কাহিনী এক নবীন রূপ লইয়া অনায়াসে দর্শকবৃন্দের চিত্ত হরণ করিল। "সাবিত্রী" অভিনয়কে কেবল "ভাল" বলিলে সব কথা বলা হয় না, নাট্যনিকেতনের চেষ্টা, যত্ন, অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। সাবিত্রী বহু রজনী পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দিবে সন্দেহ নাই।

দুন্দুভি।—("দুন্দুভি" ১১ই আষাঢ়, ১৩৩৮)

বর্ত্তমানে যে সকল নাট্যকার বাঙলার রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভিতর মন্মথবাবুর স্থান অনেক উর্দ্ধে। এক কথায় বলিতে গেলে, সাহিত্যের এই বিভাগে তিনি নূতন একটা যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। তাঁহার একাঙ্ক নাটক বাঙলা সাহিত্যে যেমন এক অভিনব সৃষ্টি—রঙ্গমঞ্চের জন্য নব নব লিখিত 'মুক্তির ডাক' 'চাঁদসদাগর' 'দেবাসুর' 'শ্রীবৎস' 'মহুয়া' 'কারাগার' প্রভৃতিও তেমনি বিশেষ একটা দিক খুলিয়া ধরিয়াছে। পৌরাণিক নাটক কি করিয়া বর্ত্তমানোপযোগী করিয়া লিখিতে হয়, তাঁহার ক্ষমতাশালিনী লেখনী তাহা ভাল ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছে।

মন্মথ রায়ের 'অশ্বপতি' একটি অপূর্ব্ব চরিত্র-সৃষ্টি। স্নেহকাতর পিতৃ-হৃদয় কেমন চমৎকার ভাবেই না নাট্যকারের লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি বৎসর প্রায় অনাহারে ও অনিদ্রায় যাপনের কল্পনাটি চক্ষুকে সজল করিয়া তোলে। মনোরঞ্জনবাবু দ্যুমৎসেনের যে ছবি

ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা শুধু বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতে হয়—এবং তাহা সত্যিই প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার জিনিষ।···কিন্তু···মনে দাগ কাটিয়া দিয়াছেন মন্মথ রায়ের "সাবিত্রী" শ্রীমতী নীহারবালা। নীহারবালার অভিনয় দেখিতে বসিয়া শুধু এই কথাটাই বার বার মনে হইতেছিল এ যেন অভিনয় নয়। এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া যে অভিনয় কেহ করিতে পারে সত্যিই জানা ছিল না। মন্মথবাবুর লেখাও অভিনয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—সাবিত্রী চরিত্র সৃষ্টি করিতে গিয়া মন্মথ রায় যেন নিজকে একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন। (১২ পৃঃ) ইত্যাদি—

ভারতবর্ষ; ভাদ্র, ১৩৩৮।

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় তরুণ নাট্যকার, নাট্যরচনায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যশস্বী হয়ে উঠেছেন। এই তরুণ নাট্যকার পুরাণকে অক্ষুণ্ণ রেখেও সাহিত্যরচনায় "শিল্প ও সৃষ্টি"র দাবীকেও অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন নি। তাই তাঁর সাবিত্রী হ'য়ে উঠেছে অপরূপা, দিব্যকান্তা, বিচিত্র লীলাময়ী, মধুর ও মনোহর···আদ্যোপান্ত নাটকীয় রসে ভরপুর।

Advance, June 29th, 1931, Cal.

"Savitri has been drawing a packed house at "Natya Niketan" for some time past. The play is from the pen of the renowned dramatist. Mr. Manmatha Ray of "Karagar" fame. In Savitri Mr. Ray has achieved another success. It is a powerful five-act drama with real histrionic touches from start to finish···

Amrita Bazar Patrika.

Sj. Manmatha Ray has already established his reputation as a first class dramatist and by the publication of his "Sabitri" he has added a fresh feather to his cap. The

performance of "Sabitri" at Natyaniketan created a stir and the perusal of the drama, which has recently been published, will increase still more the admiration of the public for the young author.

Couched in beautiful language and replete with powerful dramatic touches from start to finish the reader's interest never lags until the conclusion. The acid test of a powerful writer is that his epithets and expressions convey a good deal more than their actual context and Sj. Ray's writings capture and enthral more by their suggestions. Every Indian is familiar with the elevating story of Sabitri from his childhood—how by her burning devotion and love Sabitri brought back the life of her dead husband. So the theme has nothing new to attract the Indian reader but the author's magic wand has invested the subject with a new life and vigour that makes fascinating reading. The author has introduced dramatic touches here and there for "Stage effect" but the spirit of the Puranic story has not been marred in any way and these innovations have rather added the charm of the book. Sj Ray deserves congratulations on his latest contribution to the dramatic literature of Bengal.

Amrita Bazar Patrika—The latest addition to Bengali's dramatic literature is Sj Manmatha Ray's "Sabitri" and from the impression it has created on the first two nights at "Natyaniketan" it may be said that the book both by its manner of presentation and stage effect has already captured the imagination of all lovers of real 'Drama' and 'Art'. The theme is no doubt as old as the

Mahabharata and every Indian—specially every Hindu girl is familiar with the enchanting and enthralling story of "Sabitri" and how Sabitri by her burning devotion got back the life of her dead husband Satyaban. But the magnetic touch of the dramatist has given it a new life, a new charm and new attraction which extort admiration. Sj. Manmatha Ray has already made his mark as a dramatist of great promise by his well-known contributions, including "Chandsadagar," "Mahua" and "Karagar" —the latter having created a stir in the dramatic world. In "Sabitri" Sj. Ray has recorded another great achievement. It is a powerful five-act drama with rare dramatic touches from start to finish.

"কারাগার।"

সময় থাকিতে সংগ্রহ করুন

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র

বঙ্গবাণী—১৩ই পৌষ, ১৩৩৭। বহু দিনপর দশজনের কাছে বলবার মতো একখানা নাটক দেখে এলুম···নাটকটির নাম "কারাগার"। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার সেই অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে নাটকটি লেখা। শুধু অভিনয় নয়, বই হিসাবেও এই "কারাগার" হয়েছে কলা-কুশলীদের একখানি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

বঙ্গবাণী—১৪ই মাঘ, ১৩৩৭॥ "আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে নাটক লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের আসন সকলের উপরে।......আশ্চর্য্য নৈপুণ্য......। নূতন আলোকপাত.....। উচ্চ শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভা......। আমরা মুগ্ধ হইয়াছি......।"

ভোটরঙ্গ—৪ঠা মাঘ, ১৩৩৭। "শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়..."কারাগার" রচনা ক'রে বাঙলার নাট্য-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন।...শ্রীযুক্ত রায় পুরাণের উপাদান অবলম্বনে এমন একখানি নাটক রচনা করেছেন, যা পৌরাণিক হলেও পুরাতন নয়, চিরনবীনতার প্রাণশক্তি এই নাটকখানিতে নিত্যকালের উপভোগ্য করে তুলেছে। এই তরুণ নাট্যকারের উদার কল্পনা, তাঁর গতানুগতিক সংস্কারের বাধামুক্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি কংসকে নূতন করে সৃষ্টি করেছে।..."কারাগার" যে বাঙলার দর্শকদের—বিশেষ করে শিক্ষিত ও রসজ্ঞ সুধিগণের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছে, বলাই বাহুল্য।"

বিজলী—১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা। "......পুরাতনের মধ্যেই যে নূতনের শাশ্বত বীজ নিহিত থাকে...এবং যুগে যুগে কালে কালে যা কিছু প্রাচীন তাই যে আবার নবীন হয়ে দেখা দেয় এ কথাটা বেশ ভালো করেই আমাদের বুঝিয়েছিলেন; বহুকাল পরে আইরীষ মণীষী শ্রীযুক্ত জর্জ্জ বার্ণাডশ!......এদেশের তরুণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় রচিত নূতন নাটক "কারাগার" সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথাই বলা চলে।... ...দক্ষ শিল্পীর হাতে প'ড়ে সেই অতি প্রচলিত ও সর্ব্বজন বিদিত কাহিনীই আজ এক অশ্রুত মধুর সঙ্গীতের মতোই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান যুগে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করতে হলে তাকে যে এমনিতর একটী অভিনব রূপ দিয়ে নূতন করে তোলাই দরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় সে সন্ধান পেয়েছিলেন, এবং তাকে সুচারুরূপে ব্যবহার করেছেন দেখে আমরা এই প্রীতিভাজন তরুণ নাট্যকারকে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি!"

নবশক্তি—১৭ই পৌষ, ১৩৩৭। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কুশলী শিল্পীর মতো কংসের কারাগারকে, কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ফুটিয়ে তুলেছেন; সঙ্গে সঙ্গে অভয়ঙ্করের যে আগমনী তিনি গেয়েছেন, তা যুগপৎ আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে,…… কংস চরিত্রে…নূতন আলোকপাত……অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য।…… সূক্ষ্ম রসবোধ!...conventionকে অতিক্রম করে যে শিল্পী নিজের সৃষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান। "কারাগারের" অনেক যায়গাতেই তাঁর নাট্যকারের এই শক্তির পরিচয় পেয়েছি।…"কারাগার" সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করতে পারবে।

বিজয়—১৬ই পৌষ, ১৩৩৭। শ্রীযুত মন্মথ রায় যশস্বী নাট্যকার। তিনি তাঁর শোভন তুলিতে পুরাণের রঙ্গে অতীত ভারতের দুর্দ্দশার যে ছবি এঁকেছেন, তা শুধু সুন্দর নয়, মোহন।

ভগ্নদূত—১৭ই পৌষ, ১৩৩৭। নাটকখানি পৌরাণিক হইলেও বর্ত্তমান আবহাওয়ার সহিত বেশ খাপ্ খাওয়ানো হইয়াছে। মন্মথবাবুর ভাব ও ভাষা বেশ সংযত এবং মনোজ্ঞ।

শিশির—১৮ই পৌষ, ১৩৩৭। "কারাগারে ভীম-সুন্দর আরতি।"

নাচঘর—১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭। "এর মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ ভাবের লীলা আছে, বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক বাঙালীকেই যা আকর্ষণ করবে।"

নাচঘর—১৭ই পৌষ, ১৩৩৭। "কারাগার" কেবল নাটকের দিক দিয়েই অপূর্ব্ব হয় নি। রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই "কারাগার" দিয়েছে একটা শ্রী, যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের সাধনা।

শিশির—৩রা মাঘ, ১৩৩৭। "—এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নাটক ও অভিনয় খুব কমই দেখেছি। নাটক হিসাবে কারাগার অতি উচ্চ শ্রেণীর

হয়েছে।···আশা করি "কারাগার" শততম অভিনয় রজনীর গৌরব অর্জ্জন করবে।"

দীপালী—(শ্রীনরেন্দ্র দেব) ১লা মাঘ, ১৩৩৭। "কাহিনী পুরাতন হলেও শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নূতন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশ কাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন, তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে। ·····এর চেয়ে ভালো একখানি পৌরাণিক নাটক বাঙলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নূতন নাটক "কারাগারের" অভিনয় দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।······এই নাটক আধুনিক দর্শকদের চিত্ত স্পর্শ এবং স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে।

ভাবী ভারত—১১ই পৌষ, ১৩৩৭। "কারাগারের" প্রত্যেকটি চরিত্রই বিচিত্রতার অপূর্ব্ব রসে পূর্ণ—প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ভাবে সার্থক।

নায়ক—১৫ই পৌষ, ১৩৩৭। "—এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সময়োপযোগী নাটক নাট্যামোদীদের অদৃষ্টে কদাচিৎ মিলিয়া থাকে।"

Liberty ; *January 11th, 1931.* Town.

The oppression of the blood thirsty tyrant over the weak, the yearning of the aggrieved souls to break the chains of thraldom and at last their earnest prayer to the coming Messiah from the prison cells to deliver them—these have been most skilfully depicted by the writer in a charming way. The prayer of the captive, Basudev, Devaki and other Jadavas for the advent of Krisna for their deliverance is sure to appeal every heart.

Amrita Bazar Patrika, *11th February, 1931*, Dak.

...The news that the well-known drama called "*Karagar*" *from the pen of that* well-known dramatist Sj. Manmatha Ray has been lately banned has surprised many people in the country...If germs of sedition be discovered in this book then we believe very little in the ancient epics and Puranas of the Hindus can be considered safe by the authorities...Is it then the belief of the censoring authorities in Bengal that loyalty can be engendered in the mind of a people in this twentieth century by excluding from it all that is great and noble ?

Amrita Bazar Patrika; *1st March, 1931* Dak.

...The play is taken from the well-known story of Sreekrisna's birth in 'Karagar' (prison) of 'Kansa'. Who is the person or body who thought that the cap fitted him on it ? If this play is to be banned, the Gita, the eighteen Puranas, the Ramayana and Mahabharata, all should be proscribed. For these also contain many stories in which certain olfactory nerves may scent sedition.

Advance. *10 February, 1931*, Dak.

..."Prison" looms large in the eyes of the public and perhaps in those of the powers that be at the present moment. What are things coming to ?

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬শে মাঘ, ১৩৩৭, ডাক।

...দ্বাপর যুগের "কারাগারে"র সঙ্গে এই কলিযুগের "কারাগারের" সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ?

The Bengalee, *February 13th, 1931*, Dak.

"The ground for the prohibition is that the play is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India. And one wonders which part of the story with which the student of Hindu mythology is so familiar has been taken exception to.

Liberty. *June 9th 1931.*

The ban······shows how the very title of the drama played havoc with the wits of the authorities···the Home member of Bengal is reported to have stated that some of the scenes depicted in Mr. Ray's book have a bearing on recent happenings. Is it a case then, of conscience making cowards of us? The continuance of the ban on representation of Mr. Ray's drama on a public stage is, to say the least of it, hardly in keeping with the spirit of the truce terms.

অশোক

নায়ক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।

মন্মথ রায় পুরাতন 'অশোক' নাটকের ছায়াও স্পর্শ করেন নি। সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি এক নূতন অশোক সৃষ্টি করেছেন। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

ভগ্নদূত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ; ৪৭শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনায় মন্মথ বাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা। মন্মথবাবু এই নাটকখানিতে ঘটনাগুলিকে সরস ও সুশোভন করে তুলতে

যতটা চেষ্টা করেছেন এতে ইতিহাসোপযোগী আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তার চাইতে কম করেন নি। ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর নাটক কি রকম জমে ওঠে, সেইটে ছিল দেখবার বিষয়। যতদূর দেখলুম তিনি সাফল্য অর্জ্জনই করেছেন—এমন কি তাঁর 'কারাগার' ভাবধারার দিক দিয়ে অনিন্দনীয় হলেও "অশোক"ই যে মন্মথবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক, তাতে সন্দেহ নাই।

নাচঘর, ৯ম বর্ষ ; ৪৫শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

মন্মথবাবু যে জনপ্রিয়তার দিকে এক চক্ষু রেখে আর এক চক্ষু ব্যবহার করেছেন নাটক-রচনার জন্য "অশোক" দেখলে একথা বুঝতে দেরী লাগে না। মন্মথবাবুর ভাষা আছে, ঘটনা সৃষ্টির শক্তি আছে, গল্প বলবার কায়দাও জানা আছে।···

আমোদ, ৩য় বর্ষ ; ১৬শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৪৪০।

অশোক নাটকখানি ঐতিহাসিক বিশেষণে বিশেষিত হলেও এতে mythologyর ছোঁয়াচও আছে যথেষ্টই। তা হলেও mythological উপাদান নাট্যকারকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না করেও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় 'অশোক' নাটকে ইতিহাসের সম্মানই রক্ষা করেছেন সর্ব্বত্র। ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটক লেখায় যে বিপদ ও অসুবিধা তার হাত থেকেও এজন্য অবশ্য মন্মথবাবু সম্পূর্ণ রেহাই পান নি। কিন্তু ৺দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় যে রীতি চলে আসছে সে গতানুগতিক ইতিহাস-বিরোধী পন্থার অনুসরণ না করে তিনি এদিক দিয়ে একটা দুঃসাহস ও গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক এই কারণে হয়ে ওঠেনি ঘটনা-প্রধান,—হয়ে উঠেছে চরিত্র প্রধান। মন্মথবাবুর ঐতিহাসিক

নাটক লেখার প্রথম প্রচেষ্টা হলেও "অশোক" নাটকখানিই আমাদের মনে হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।

শিশির, ১৩শ বর্ষ ; ২৮শ সংখ্যা। ১লা পৌষ, ১৩৪০।

মন্মথ রায়ের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই কথাটাই সব চাইতে বড় হয়ে মনে জাগে যে গতানুগতিক পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে এই শক্তিশালী নাট্যকার—নিজের নিজস্ব ধারায় কি সুন্দর ভাবেই না চরিত্র সৃষ্টি করে তোলেন! 'অশোক' নাটক দেখতে বসে আমরা তাঁর সে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নি। অননুকরণীয় কথোপকথনের ভেতর দিয়ে নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে, প্রত্যেকটি চরিত্রকে—অপরূপ ভাবে--বিকাশ করে তিনি যে ভাবে নাটকের চরম পরিণতিতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন—তাতে তাঁর সূক্ষ্ম কলা-জ্ঞানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। "অশোক" নাটক দেখবার পূর্ব্বে আমরা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি নি—যে পর পর দুইজন শক্তিশালী নাট্য-কারের লেখা—একই বিষয়ের নাটক অভিনীত হওয়ার পর—তৃতীয় বার —এই নূতনতম প্রচেষ্টার কারণ কি! এই নবীন নাট্যকার ত' অন্য বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন করতে পারতেন! কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই—রঙমহলের দ্বিতীয় অবদান 'অশোক' দেখে আমরা হৃষ্টচিত্তেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছি। অলৌকিক বিষয়-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে নাট্যকার সুকৌশলে অশোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ভাবে নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই।

বন্দেমাতরম, ৮ম বর্ষ ; ৫২শ সংখ্যা। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

সুনিপুণ লেখকের হাতে নাটকখানি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

নৃত্য-গীতে—দৃশ্যপটে—ভাবসম্পদে—ঘাত-প্রতিঘাতে—"অশোক" বহুদিন দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

দীপালী, পঞ্চম বর্ষ—৩৭শ সংখ্যা। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

আমরা 'অশোক' দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। [নাট্যদর্শন]

...তাঁর (নাট্যকারের) মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মগ্ন চৈতন্তের আত্মবিকাশ ঘটেচে—তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষয়বস্তু।... নাট্যকার যে ভাবে কুনালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেচেন তা' একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়।...নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক-সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে। ["চন্দ্রশেখর।"]

আজকাল, ৩য় বর্ষ ; ২৪শ সংখ্যা। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

ভালো নাটকের ভালো অভিনয় বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে আজ নূতন হচ্ছে না। কিন্তু এমনিধারা finished production ইদানীন্তনকালে আর কোন অভিনয়-আসরে দেখেচি বলে মনে করতে পারচি না।—

—["চন্দ্রশেখর।"]

Advance. *Dec. 6th, 1933.* Town Edition.

Belying the fears of a few and fulfilling the expectations of many, 'ASOKE' has met with enviable success, the first night it was presented on the boards of Rung-Mahal. The fears of a few were entertained having regard to the fact that Sj Manmatha Ray's latest production would be pitted by critics against an earlier drama based on the life of the same Maurya Emperor from the pen of an illustrious author of hallowed memory. The expecta-

tions of the many had, however, a more solid basis to stand upon. Sj Manmatha Ray, the author is one of those authors who have fortunately their own monopolised styles. He can always beat a new tract. He can give a new colouring to an old picture and infuse new life into it. Those who held this view, Asoke has satisfied their most sanguine expectations. The author while maintaining the historic character of the Emperor and his entourage has deftly introduced histrionic situations which have enlivened episode after episode in the life of the Hero. If at times one seems to have been thrown off the link, one need not long wonder in uncertainty, because the story immediately develops to its logical albeit, thrilling conclusions. Periods of detachment are not necessarily boring and disagreeable in a drama and our author knows how to utilise them to advantage to add to the delictations of the audience. Asoke is much more than an ordinary dramatic production. The author has depicted his royal majesty which inspires awe. He has given a vivid description of his brutality which shocks humanity and has presented other traits of his character which represent both the individual and the age. Reaction then sets in. The change works slowly in Asoke in spite of himself, and the author also slowly but cleverly interposes incidents which unobstrusively lead to the climax. As the story progresses there is novelty and newness in the way of presentation which import freshness even in anticipated circumstances.···Asoke has come to stay long with us.

Amrita Bazar Patrika. *Dec. 14th, 1933.* Town Edition

This historical drama 'ASOKE' is by Mr. Manmatha Ray of "Karagar" fame. Though the story of the drama is as old as near about two thousand years, the skilful dealing of the dramatist has endowed it with an epic grandeur. The drama in this respect can well be called as representing the strife and struggle of the age in which we live and so appeals to our heart all the more readily. The development of the third act second scene and the climax reached at Devi's death at the unconscious hands of Asoke do credit to the dramatist's conception and execution. The pathos created at the fifth act baffles description.

orward. *Dec. 7th, 1933.* Town Edition.

We commend to all lovers of histrionic art to make it a point to visit this play from the pen of Mr. Manmatha Ray.

কথা-সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর লেখা সম্বন্ধে

—অভিমত—

জলধর সেন—তার প্রতিভাই তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করে দেবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কালিদাস রায়—শ্রীমান্ অখিলের তুলি ও লেখনি দুই সমান তালে চলে। শিশু-সাহিত্য রচনায় তাহার অপূর্ব্ব দক্ষতা। শিশু-রঞ্জনের

যাহা কিছু প্রয়োজন অখিলের রস-ভাণ্ডারে তাহার কোনোটারই অভাব নাই।

নরেন্দ্র দেব—অখিল নিয়োগী আমাদের শিশু-সাহিত্যের শক্তিশালী শিল্পী। বাঙলা-সাহিত্যের এ বিভাগে তাঁর দান অসাধারণ।

মন্মথ রায়—শিশু-সাহিত্যের সহিত আমার যেটুকু পরিচয় ছিল তাহাতে শুধু এই মনে হইত যে আমি যদি শিশু হইতাম তবে ভাবিতাম ঐ নিয়োগী যদি আমার বড় ভাই হইত...।

মণীন্দ্রলাল বসু—আপনার বইগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক। বইগুলি টেবিলের ওপর ছিল। একদিন দেখি তাই নিয়ে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের জটলা বসে গেছে। সবাই টানাটানি করে পড়ছে।

বাঙলার কথা—শিশু-সাহিত্য রচনায় অখিল বাবুর হাত বেশ পাকা। ছেলেদের মনে পৌঁছিবার পথ তিনি ভাল করিয়াই জানেন।

মৌচাক—মায়ের মুখে শোনা রূপকথার মতোই মিষ্টি !

মাতৃ-মন্দির—শিশু সাহিত্য রচনায় লেখক নিপুণ।

"Forward."—The author is well-known to the public for his several productions and has already made himself popular as a writer of Children's literature.

খেয়ালী—ছেলেদের মনের পরশ-কাঠির সন্ধান যাঁরা রাখেন, তাঁদের মধ্যে অখিল বাবুর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

"Amrita Bazar"—The language and illustrations are eminently suited to the receptive minds of the children, Sj. Neogy is a well-known artist and deserves congratulation.

দুন্দুভি—ছেলেদের মনে যাঁহারা আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী দিবার ভার লইয়াছেন, অখিলবাবু তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু বলিবার কথা এই যে তাঁহার তুলি ও লেখনী দুই-ই চলে।

ভগ্নদূত—অখিল বাবুর নাম বাংলার শিশু-মহলে সুপরিচিত। তাঁর অঙ্কিত চিত্র এবং তাঁর রচিত গদ্য-পদ্য রচনা ছেলেদের পরম আদরের জিনিষ।

নবশক্তি—বইগুলি এতই লোভনীয় আর লোভনীয় যে মৌচাকের আশে পাশে যেমন মৌমাছিরা ঘোরাফেরা করে তেমনি এই বইয়ের গন্ধে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আমার ঘরে ঘন ঘন আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা